ধর্ম্মকল্পদ্রুম গ্রন্থমালা ৪র্থ সংখ্যা।

স্বামী দয়ানন্দ

মূল্য ৸৹ বার আনা।

১।১নং কেদার বসুর লেনস্থ হিতৈষী যন্ত্রে
শ্রীভূপতি রায় চৌধুরী কাব্যতীর্থ
কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ধর্ম্মকল্পদ্রুম গ্রন্থমালা।
(৪র্থ সংখ্যা)

শ্রীমৎ স্বামী দয়ানন্দ প্রণীত।

শ্রীবঙ্গধর্ম্মমণ্ডল শাস্ত্র প্রকাশ কার্য্যালয়, লিঃ
৯২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সন ১৩২৭ সাল।

[সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত

সূচী পত্র।

জন্মান্তর তত্ত্ব।

অবতরণিকা।

আমি মরিয়া কোথায় যাইব ? এই প্রশ্ন সুখী দুঃখী, বিদ্বান্ অবিদ্বান সকলেরই চিত্তে আপনা আপনিই উত্থিত হইয়া থাকে। উদ্দাম ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া যিনি বৈষয়িক সুখকেই সার্থক মনে করিয়াছেন, প্রকৃতির অবশ্যম্ভাবী পরিণামজনিত প্রতিক্রিয়ার সময় তিনিও একবার নয়নোন্মীলন করিয়া ভাবিয়া থাকেন "আমার এইরূপেই কি চিরদিন কাটিবে, অথবা আমাকে আমার সমস্ত প্রিয়জনকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন অদৃশ্য অননুমেয় লোকে গমন করিতে হইবে ?" দুঃখীর জীবনের ত প্রত্যেক স্তরেই দুঃখের ঘাত প্রতিঘাতে জন্মান্তর চিন্তা সততই উদিত হইয়া থাকে। কারণ সে যদি বিষয়-সুখ-মুগ্ধ প্রতিবেশীর মধ্যে বাস করিয়া নিজের অনন্যসাধারণ ভীষণ দুঃখের মূলে প্রাক্তন দুষ্কৃতি দেখিতে না পায়, তবে তাহার দুঃখানল দহ্যমান হৃদয়ে শান্তি-সুধাসিঞ্চন কে করিবে ? কিরূপেই বা সে সংসারে দুঃখের গুরুভার বহন করিবে ? এইরূপ অবিদ্বান মূর্খের মনে যে প্রকার পরলোকের প্রতি বিশ্বাস স্বাভাবিক, সেই প্রকার যিনি জ্ঞানবান, যাঁহার হৃদয়াকাশে জ্ঞানালোক উদ্ভাসিত হইয়াছে, যিনি আত্মাকে জনন-মরণ-হীন নিত্য বস্তু এবং মৃত্যুকে নিদ্রার রূপান্তরমাত্র বলিয়া বিশ্বাস ও অনুভব করেন, তিনিও জীবের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া জন্মান্তর রহস্যকে একটি অবশ্যমীমাংসিতব্য বিষয়রূপে হৃদয়ে স্থান দেন। অতএব জ্ঞানী, অজ্ঞানী সকলের পক্ষেই জন্মান্তররহস্য একটি অপূর্ব্ব আলোচ্য বিষয়। এবং এইজন্যই আর্য্যশাস্ত্র ভিন্ন অন্যান্য যে সকল ঔপধর্ম্মিক শাস্ত্রে জন্মান্তরের অনাদিসিদ্ধ শৃঙ্খলা স্বীকৃত হয় নাই সেই সকল শাস্ত্রেও মৃত্যুর পর কোন অদৃশ্যলোকে ভুজ্যমান চিরানন্দময় অথবা চিরদুঃখময় জন্মান্তরীয় দশা স্বীকৃত হইয়াছে। কেবল যাঁহারা, স্থূলপ্রজ্ঞঙ্ক

এবং তন্মূলক অনুমান ব্যতীত অন্য প্রমাণের প্রামাণ্য স্বীকার করে না, যাহারা অবিবেকী, প্রমাদাচ্ছন্ন, ঐন্দ্রিয়িক সুখলালসার তৃপ্তিসাধন ভিন্ন যাহাদের জীবনের আর কোনই উদ্দেশ্য নাই, এইরূপ কতিপয় অতি পাষণ্ড ব্যক্তিই পুনর্জ্জন্ম ও পরলোকের অস্তিত্বে বিশ্বাসস্থাপন করিতে কুণ্ঠিত হইয়া থাকে। আর্য্যশাস্ত্রে এই সকল ব্যক্তিকেই 'নাস্তিক' বলা হইয়া থাকে। যথা—"পরলোকোঽস্তীতি মতির্যস্য স আস্তিকস্তদ্বিপরীতো নাস্তিকঃ"—কৈয়ট।

অন্যান্য উপধর্ম্মের মধ্যে লোকান্তরে তিরস্কার বা পুরস্কারের প্রসঙ্গ বর্ণিত থাকিলেও বৈদিক আর্য্যশাস্ত্র ভিন্ন অন্য কোন শাস্ত্রের মধ্যেই পূর্ণভাবে জন্মান্তরের বিষয় আলোচিত ও নির্ণীত হয় নাই। প্রাচীন গ্রীক ও ইজিপ্শিয়ানদিগের ধর্ম্ম ও দর্শনগ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে পুনর্জ্জন্মের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায় বটে, কিন্তু অত্যল্পচিন্তাতেই উপলব্ধি হয়, যে তাহা বেদাদি শাস্ত্র সমূহের পুনর্জ্জন্ম বিষয়ক উপদেশের বিকৃত প্রতিধ্বনিমাত্র এবং তাঁহারা আর্য্যশাস্ত্রের উপদেশও যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হন নাই।* বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত বালফোর ষ্টুয়ার্ট ও পি, জি, টেট্ তাঁহাদের প্রণীত "অনসিন্ ইউনিভার্স" নামক গ্রন্থে যদ্যপি মরণের পর কোন না কোনরূপে অস্তিত্ব স্বীকার করাই মানবের নৈসর্গিক সংস্কার এবং সভ্যতার অনুকূল সিদ্ধান্ত এইরূপ কথা বলিয়াছেন, তথাপি পুনর্জ্জন্মের শাস্ত্র-ব্যাখ্যাত স্বরূপ ইঁহাদেরও নয়নে এখনও প্রতিভাত হয় নাই।† আর্য্যশাস্ত্র মতে জন্মান্তর রহস্য

---

* The re-incarnation of souls is not a new idea ; it is, on the contrary, an idea as old as humanity itself. It is the metempsychosis, which from the Indians passed to the Egyptians, from the Egyptians to the Greeks and which was afterwards professed by the Druids —The Day after Death.

† The great majority of mankind have always believed in some fashion in a life after death ; many in the essential immortality of the Soul But it is certain that we find many disbelievers in such doctrines, who yet retain the nobler attributes of humanity. It may, however, be questioned whether it be possible even to imagine the great bulk of our race to have lost their belief in a future state of existence and yet to have retained the virtues of civilized and well-ordered communities.—The unseen Universe.

দুজ্ঞের্য় হইলেও অজ্ঞেয় নহে। কারণ লৌকিক স্থূলপ্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণ দ্বারা পরলোক ও জন্মান্তর-রহস্য নিঃসন্দিগ্ধরূপে জানা সম্ভব না হইলেও অলৌকিক সূক্ষ্ম-প্রত্যক্ষ ও আপ্তোপদেশ দ্বারা উহা জানা যাইতে পারে। কার্য্যের কারণাব-ধারণ এবং জন্মান্তরের স্বরূপনিরূপণ প্রকৃতপ্রস্তাবে একই কথা। জগতের কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে ঈশ্বর, আত্মা, জীব, কর্ম্ম, জড়শক্তি, পরমাণু ইত্যাদি পদার্থের তত্ত্বান্বেষণ করিতেই হয়। প্রত্যক্ষৈকপ্রমাণ পুরুষবৃন্দ কখনও দার্শনিক পদবাচ্য হইতে পারেন না; কারণ স্থূল ইন্দ্রিয়নিচয় স্বভাবতঃই অসম্পূর্ণ হওয়ায় কেবল লৌকিক স্থূলপ্রত্যক্ষ দ্বারা কোন পদার্থের তত্ত্বনির্ণয় হওয়া অসম্ভব। এবং অনুমান যখন প্রত্যক্ষেরই অবলম্বনে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে তখন অসম্পূর্ণ স্থূলপ্রত্যক্ষমূলক অসম্পূর্ণ অনুমান প্রমাণ দ্বারাও জন্মান্তর রহস্য কখনই পূর্ণভাবে উদ্ঘাটিত হইতে পারে না। অতএব জন্মান্তরতত্ত্ব বিষয়ে অলৌকিক সূক্ষ্মপ্রত্যক্ষ এবং আপ্তোপদেশই যথার্থরূপে প্রমাণ পদবাচ্য হইতে পারে। জগৎ কিরূপে সৃষ্ট হইয়াছে, চেতন ও অচেতন পদার্থদ্বয়ের স্বরূপ কি, জীবের উৎপত্তি কিরূপে হয়, মরণের পর জীবের অস্তিত্ব থাকে কিনা, সংসারে দেখিতে পাওয়া যায় কেহ জন্ম হইতেই চিরসুখী, কেহ চিরদুঃখী, কেহ জন্মান্ধ, কেহ কমলনয়ন, কেহ অনেক পরিশ্রম করিয়াও দরিদ্র, কেহ বা সামান্য চেষ্টাতেই ধনকুবের, কেহ চিররোগী ও বিকলাঙ্গ, কেহ সুস্থকায় ও অবিকলাঙ্গ কেহ পরিশ্রম করিয়াও শিবিকাবহন করিতেছে, কেহ বিনা পরিশ্রমে শিবিকায় আরোহণ করিতেছে এরূপ সৃষ্টি-বৈষম্যের কারণ কি? নিষ্পক্ষপাত করুণাময় পরমাত্মার রাজ্যে এরূপ পক্ষপাত কেন? কেবল স্থূল প্রত্যক্ষের শরণ গ্রহণ করিলে এ সকল প্রশ্নের কিছুতেই সমাধান হইতে পারে না। ক্রমবিকাশবাদিগণ এই সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক, সংশয়-বিরহিত উত্তর প্রদান করিতে পারেন না। শোক-সন্তপ্ত-হৃদয়ে শান্তি-সুধা সিঞ্চনের শক্তি স্থূল প্রত্যক্ষবাদের নাই। অণুসমূহের পরস্পর সংযোগ হইতে জীবের জন্ম হয়, চতুর্ভূতের সংঘাতই জীবত্বের কারণ, আবার উহাদের বিশ্লেষণই মরণ-বিকার, কোন বিজ্ঞ ব্যক্তিই এইরূপ কথা শুনিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না। প্রবল যুক্তির দ্বারা পরাজয় হইলেও অন্তর্য্যামী ইহা মানিতে প্রস্তুত হন না। একবারে বিবেকের কণ্ঠমর্দ্দন না করিলে কেহই উপর কথিত যুক্তিজালে সন্তোষ ও শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় না। ক্ষুদ্রতম জীব হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সকলেই স্ব

নিজ নিজ অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সদা সচেষ্ট, মরণের পর তাহা আর থাকিবে না। এত চেষ্টা, এত পুরুষার্থ, পুণ্যের জন্য তপঃসাধন, কৃচ্ছ ব্রত, ইন্দ্রিয় সংযম, বিদ্যালাভ সকলই মরণান্ত স্থায়ী, পঞ্চভূতের সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত শূন্যে চিরবিলীন হইয়া যাইবে, কোন্ ধীরমস্তিষ্ক ব্যক্তি এরূপ প্রগল্‌ভ বিশ্বাসকে প্রকৃত প্রস্তাবে হৃদয়ে স্থান দিতে প্রস্তুত? যাহার প্রতি জীবের এত মমতা, তাহার একেবারে বিনাশ হইবে, এ চিন্তা বোধ হয় জীবমাত্রেরই হৃদয়ের বাধাপ্রদ। মরণের পর কোন না কোনরূপে আমার অস্তিত্ব থাকিবে, অধিকাংশ মনুষ্যের হৃদয়ে এবম্প্রকার বিশ্বাসই স্বভাবতঃ স্থান পায়। স্পষ্ট বা অস্পষ্ট ভাবেই হউক, আত্মার অনশ্বরত্ব বাদের পক্ষপাতী হওয়াই মানবের পক্ষে নৈসর্গিক। এই নিসর্গসিদ্ধ আকাঙ্ক্ষাকে অবলম্বন করিয়াই আপ্তপুরুষ যোগী জ্ঞানী অতীন্দ্রিয়দর্শী মহর্ষিগণ জন্মান্তরের রহস্য দর্শনে যোগনেত্র উন্মীলিত করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের অতিমানুষ গবেষণার ফলেই আর্য্যশাস্ত্র জন্মান্তর বাদের অলৌকিক রহস্যে পূর্ণ হইয়াছে। অন্যান্য জাতির মধ্যে লৌকিক বুদ্ধিবৃত্তির চরম সূক্ষ্মতা সাধিত হইলেও যোগ-লভ্য অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি ও অলৌকিক ঋতম্ভরা প্রজ্ঞালব্ধ হয় নাই। এই জন্যই জন্মান্তর ও পরলোক সম্বন্ধে অন্যান্য জাতির মধ্যে এখনও মানবগণ সন্দেহদোলায় আন্দোলিত হইতেছেন। আর আমাদেব অনন্তাবতার মহর্ষি পতঞ্জলি সমস্ত সন্দেহকে নাশ করিয়া সত্যের গম্ভীর নির্ঘোষে যোগদর্শনে বলিতেছেন—

"সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্ব্বজাতি জ্ঞানম্"—বিভূতিপাদ ১৮ সূঃ

যোগিন্! তুমি চিন্তা করিতেছ কেন, সংস্কারের উপর সংযম করিতে শিখ। তুমি পূর্ব্বজন্মে কি ছিলে, কোথায় ছিলে সবই অলৌকিক যোগবলে করতলামলকবৎ তোমার নয়নগোচর হইবে। তুমি ইহাও ঐ যোগবলে জানিবে যে—

"ক্লেশমূলঃ কর্ম্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদণীয়ঃ।" যো, দ, দ্বিতীয় পাদ।

"সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগঃ।" যো, দ, দ্বিতীয় পাদ।

জীবের প্রাক্তন কর্ম্মই সকল ক্লেশের মূল। এ জন্মে বা পর জন্মে উহার ভোগ হইয়া থাকে। উহার দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে জীবের জন্ম হয়, এবং জীবিত কাল ও সুখদুঃখাদি ভোগও প্রাক্তন কর্ম্মের দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। অতএব জীবের জন্ম জন্মান্তর লাভ নানাবিধ কর্ম্মের দ্বারা হয় কিনা এজন্য বাদবিবাদ বা বিতণ্ডার কোনই প্রয়োজন নাই, কেবল সাধনার দ্বারা

অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিলাভ করিতে পারিলেই জন্মান্তর রহস্য স্বয়ংই জ্ঞানীর নেত্রে প্রতিভাত হইয়া থাকে। মহাভারতের অশ্বমেধপর্ব্বের ১৭ অধ্যায়ে লেখা আছে—

যথান্ধকারে খদ্যোতং লীয়মানং ততস্ততঃ।
চক্ষুষ্মন্তঃ প্রপশ্যন্তি তথা চ জ্ঞানচক্ষুষঃ॥
পশ্যন্ত্যেবংবিধং সিদ্ধা জীবং দিব্যেন চক্ষুষা।
চ্যবন্তং জায়মানঞ্চ যোনিং চানুপ্রবেশিতম্॥

যেমন নেত্রযুক্ত পুরুষ অন্ধকার রাত্রিতে খদ্যোৎগণকে এদিকে ওদিকে ভ্রমণ করিতে ও বৃক্ষাদিতে বসিতে দেখেন সেই প্রকার জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্ন সিদ্ধ মহাত্মাগণও দিব্যচক্ষুর দ্বারা জীবকে পূর্ব্বশরীর ত্যাগ করিতে এবং অন্য যোনিদ্বারা অন্য শরীরে প্রবেশ করিয়া জন্মান্তর লাভ করিতে দেখেন। শ্রীভগবান্ গীতারও ১৫ অধ্যায়ে লিখিয়াছেন—

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ॥

বিষয়ভোগশীল ত্রিগুণতরঙ্গায়িত জীবাত্মাকে দেহে অবস্থানকালে অথবা এক দেহ হইতে নির্গত হইয়া অন্য দেহে প্রবেশ করিবার সময় অজ্ঞানী পুরুষগণ দেখিতে পায় না, কেবল জ্ঞাননেত্র মহাত্মাগণই দেখিতে পান। অতএব বুঝা গেল যে অলৌকিক যোগদৃষ্টির দ্বারাই জন্মান্তর রহস্য জানা যাইতে পারে। সদ্‌গুরুর কৃপায় যাঁহার জ্ঞাননেত্র প্রস্ফুটিত হইয়াছে সেই ভাগ্যবান্ সাধকই জীবের জন্ম জন্মান্তরের রহস্যবর্ণন করিতে সমর্থ হন। উহা যেমনই কঠিন, তেমনই পরম কৌতূহলোদ্দীপক। বিশেষতঃ অনন্তবৈচিত্র্যময় কলিযুগে জীবের বৈচিত্র্যপূর্ণ গহনগতি দেখিয়া প্রায় সকলেরই মনেই পরলোকের কথা জানিতে অভূতপূর্ব্ব আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে। এই হেতু সদ্‌গুরু-কৃপাপ্রাপ্ত অতি নিগূঢ় জন্মান্তর রহস্য কথা দেশকালপাত্রের অনুকূলতাবোধে বর্ত্তমান গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচিত হইবে। ইহার দ্বারা ধর্ম্মপ্রাণ জিজ্ঞাসুগণের কৌতূহলনিবৃত্তি, তত্ত্বজ্ঞান এবং মনুষ্যজীবনের পন্থা নির্ণীত হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

সৃষ্টিহেতু।

জন্মান্তরের কথা বলিতে হইলে প্রথমতঃ জন্মের কথা বলিতে হয়। সৃষ্টি হইল কেন? কে এত সৃষ্টি করিল? এরূপ অনন্ত সংগ্রাম, অনন্ত সুখদুঃখ ও অনন্ত বিচিত্রতাময় সংসারের উৎপত্তির কারণই বা কি ছিল? যদি পরমাত্মাই ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা হন তবে অনর্থক অনন্ত কোটি জীবকে এইরূপ জন্মমরণ চক্রে অনন্ত সুখদুঃখের সহিত ঘূর্ণিত করিয়া শান্তিময়-সত্তাকে অশান্তিময় করিবার তাঁহার প্রয়োজনই বা কি ছিল? তাঁহাকে ত শাস্ত্রে অনন্ত-শান্তিময় বলা হয়, তবে কেন তিনি এইরূপ অনন্ত অশান্তিময় দুঃখময় বিশ্বের উৎপত্তি করিলেন? ইহার দ্বারা তাঁহার কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইল? এই সকল প্রশ্ন আধ্যাত্মিক পথে সামান্য অধিকার লাভ হইবামাত্র প্রত্যেক সাধকেরই মনে স্বতঃই উদিত হইয়া থাকে। এইজন্য প্রথমতঃ সৃষ্টির হেতুনির্ণয় করা আবশ্যক। বেদাদি শাস্ত্রে সৃষ্টিকে অনাদি অনন্ত বলা হইয়াছে যথা—

অস্য ব্রহ্মাণ্ডস্য সমন্ততঃ স্থিতান্যেতাদৃশান্যনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডানি সাবরণানি জ্বলন্তি।

মহানারায়ণ উপনিষৎ।

এই ব্রহ্মাণ্ডের চারিদিকে অনন্ত কোটি সাবরণ ব্রহ্মাণ্ড দেদীপ্যমান রহিয়াছে। আমরা যে ব্রহ্মাণ্ডে বাস করি উহার কেন্দ্রশক্তি জ্যোতির্দ্দাতা সূর্য্যদেব। ঐ সূর্য্যদেবের চারিদিকে অনেক গ্রহ প্রদক্ষিণ করিতেছে। এবং অনেক উপগ্রহ উক্ত গ্রহ সমূহকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডে এ পর্য্যন্ত ২৪৮ গ্রহ এবং ২০ উপগ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রত্যেক গ্রহ এবং উপগ্রহ সূর্য্য হইতেই আলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপে ২৬৮টি গ্রহ, উপগ্রহ এবং কেন্দ্রস্থানীয় সূর্য্যকে লইয়া আমাদের ব্রহ্মাণ্ড। এইরূপ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড শূন্যমার্গে বিচরণ করিতেছে। দেবীভাগবতে লেখা আছে—

"সংখ্যা চেদ্‌রজসামস্তি বিশ্বেষাং ন কদাচন।"

বরং ধূলিকণারও সংখ্যা হয় কিন্তু অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সংখ্যা হয় না। লিঙ্গপুরাণে লেখা আছে—

কোটিকোট্যযুতানীশে চাণ্ডানি কথিতানি বৈ।
তত্র তত্র চতুর্বক্ত্রা ব্রহ্মাণো হরয়ো ভবাঃ॥

হ্যসংখ্যাতাশ্চ রুদ্রাখ্যা হ্যসংখ্যাতাঃ পিতামহাঃ।
হরয়শ্চ হ্যসংখ্যাতা এক এব মহেশ্বরঃ॥

কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড এই বিরাটের গর্ভে আছে। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডেই চতুর্মুখ ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং রুদ্র আছেন। এইরূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত ব্রহ্মা, অনন্ত বিষ্ণু এবং অনন্ত রুদ্র আছেন। কেবল ঈশ্বরই এক। তিনি অগণিত ব্রহ্মাণ্ডে অদ্বিতীয় চেতনসত্তারূপে ব্যাপ্ত। এই সকল অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত কোটি জীব অবস্থিত। এ সকল ব্রহ্মাণ্ড কেন হইল, এত জীবই বা কি করিয়া আসিল? এই প্রশ্নের উত্তরে মাণ্ডূক্যকারিকায় গৌড়পাদাচার্য্য লিখিয়াছেন—

বিভূতিং প্রসবং ত্বন্যে মন্যন্তে সৃষ্টিচিন্তকাঃ।
স্বপ্নমায়াস্বরূপেতি সৃষ্টিরন্যৈর্বিকল্পিতা॥
ইচ্ছামাত্রং প্রভোঃ সৃষ্টিরিতি সৃষ্টৌ বিনিশ্চিতাঃ।
কালাৎ প্রসূতিং ভূতানাং মন্যন্তে কালচিন্তকাঃ॥
ভোগার্থং সৃষ্টিরিত্যন্যে ক্রীড়ার্থমিতি চাপরৈঃ।
দেবস্যৈষ স্বভাবোঽয়মাপ্তকামস্য কা কথা॥

সৃষ্টির হেতু নির্ণয় করিবার জন্য কেহ বলেন যে পরমাত্মা নিজের বিভূতি প্রকট করিবার নিমিত্ত সৃষ্টিরচনা করিয়াছেন। কেহ বলেন যে যেরূপ বিনা বিচারেই অকস্মাৎ স্বপ্ন দেখা যায়, সেই প্রকার জগতও অকস্মাৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কেহ বলেন জগৎ মায়ার বিলাস মাত্র, কেহ পরমাত্মার ইচ্ছাশক্তিকে সৃষ্টির কারণ বলেন, কেহ কালকেই জীবোৎপত্তির কারণরূপে নির্দ্দেশ করেন, কেহ পরমাত্মার ভোগের জন্য এবং কেহ তাঁহার লীলার জন্য সৃষ্টি হইয়াছে এই কথা বলেন। কিন্তু এই সমস্ত কল্পনাই মিথ্যা। কারণ আপ্তকাম ভগবানের কোনই ইচ্ছা হইতে পারে না। সৃষ্টি স্বভাবতঃই উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহার উৎপত্তির মূলে কোন কারণই নাই। এই জন্যই বেদ বলিয়াছেন—

যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্॥

যেরূপ ঊর্ণনাভ (মাকড়সা) প্রয়োজন ব্যতিরেকেই জালের বিস্তার ও সংকোচ করে, যেরূপ পৃথিবীতে ওষধিসকল বিনা কারণেই উৎপন্ন হয়, যেরূপ জীবিত

মনুষ্যের শরীরে কেশ ও লোম আপনাআপনিই নির্গত হয় সেই প্রকার অক্ষয় পুরুষ পরমাত্মা হইতে স্বতঃই এই অনন্ত কোটিব্রহ্মাণ্ডসমন্বিত বিশাল বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে। পরমাত্মার সত্তা সর্ব্বত্র বিদ্যমান। এজন্য তাঁহার শক্তিরূপিণী মহাপ্রকৃতিও সর্ব্বত্র বিদ্যমান। পরমাত্মার চেতনসত্তা নিকটে থাকিলে স্পন্দন-ধর্ম্মিণী মহাপ্রকৃতির মধ্যে ত্রিগুণস্পন্দন আপনাআপনিই উত্থিত হয়। কারণ প্রকৃতির স্বভাবই স্পন্দিত হওয়া। এইরূপে নিত্য বিভু পরমাত্মার চেতনসত্তার প্রভাবে মহাপ্রকৃতির মধ্যে ত্রিগুণের নিত্যই স্পন্দন হইয়া থাকে। এবং এই ত্রিগুণস্পন্দন দ্বারা অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের ও অনন্ত কোটি জীবের বিকাশ হইয়া থাকে। ইহাকে স্বভাব ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? মহাসমুদ্রও আছে, মহাসমুদ্রে নির্ম্মল জলও আছে; জলের ধর্ম্ম তরঙ্গায়িত হওয়া এবং প্রত্যেক তরঙ্গে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করা। সূর্য্যরূপী পরমাত্মা সর্ব্বত্র বিরাজমান। অতএব অনন্ত মহাসমুদ্ররূপিণী অনন্ত মহাপ্রকৃতিতে অনন্ত তরঙ্গরূপ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বিলসিত হইবে এবং তরঙ্গে তরঙ্গে পরমাত্মার প্রতিবিম্বরূপী জীবাত্মা প্রতিভাসিত হইয়া অনন্ত কোটি জীবের বিকাশ হইবে ইহাতে স্বভাব ভিন্ন আর কি কারণ হইতে পারে এবং এইরূপ স্বাভাবিক সৃষ্টিহেতুবিষয়ে বিজ্ঞ পুরুষের হৃদয়ে সন্দেহই বা কি হইতে পারে? এই জন্যই শ্রীভগবান্ গীতায় "স্বভাবোঽধ্যাত্ম উচ্যতে" এই কথা বলিয়া অনাদি অনন্ত আধ্যাত্মিক সৃষ্টিকে স্বাভাবিক বলিয়াছেন।

এখন প্রশ্ন এই হইতে পারে যে যদি সৃষ্টি স্বাভাবিকই হইল তবে উহার মধ্যে বা মূলে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রয়োজন কি আছে এবং "একোঽহং বহুস্যাম্ প্রজায়েয়" আমি এক হইতে বহু হই এবং প্রজাসৃষ্টি করি এইরূপ বচনাবলী দ্বারা সৃষ্টির জন্য পরমাত্মার ইচ্ছাশক্তির কথা কেনই বা বেদে দেখা যায়। এই প্রশ্নের উত্তরে দেবীভাগবত বলিয়াছেন—

> জড়াঽহং তস্য সান্নিধ্যাৎ প্রভবামি সচেতনা।
> অয়স্কান্তস্য সান্নিধ্যাদয়সশ্চেতনা যথা॥

প্রকৃতি জড়। জড়বস্তু স্বয়ং ক্রিয়া করিতে পারে না। এইজন্য যেরূপ লৌহে ক্রিয়োৎপত্তির জন্য চুম্বককে সম্মুখে থাকিতে হয় সেই প্রকার চেতন ঈশ্বর মহাপ্রকৃতির সর্ব্বত্র ব্যাপকভাবে না থাকিলে মহাপ্রকৃতির মধ্যে ত্রিগুণস্পন্দন

উৎপন্ন হইতে পারে না। সৃষ্টি-বিকাশের মূলে বিভু পরমাত্মার এই নিমিত্ত-কারণতা অবশ্যই আছে। এইজন্যই বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন—

নিমিত্তমাত্রমেবাসীৎ সৃজ্যানাং সর্গকর্ম্মণি।
প্রধানকারণীভূতা যতো বৈ সৃজ্যশক্তয়ঃ॥
নিমিত্তমাত্রমুক্তৈকং নান্যৎ কিঞ্চিদবেক্ষতে।
নীয়তে তপসাং শ্রেষ্ঠ। স্বশক্ত্যা বস্তু বস্তুতাম্॥

অনন্ত সৃষ্টির মূলে পরমাত্মা নিমিত্ত কারণ মাত্র। প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই বিকাশ-প্রাপ্তির শক্তি নিহিত আছে। জড়ামহাপ্রকৃতি চেতন ঈশ্বরের চেতনসত্তা প্রাপ্ত হইয়া প্রথমতঃ চেতনবতী হন এবং তাহার পর তিনিই প্রত্যেক বস্তুর অন্তরে নিহিত বস্তুগত শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করেন। এ বিষয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা বা সাক্ষাৎ সম্বন্ধ কিছুই নাই। তবে যে বেদ সংসারসৃষ্টি-বিষয়ে তাঁহার ইচ্ছা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তাহার অর্থ অন্যরূপ। এ ইচ্ছা তাঁহার মনোধর্ম্ম নহে। কারণ তিনি প্রকৃতির বশ নহেন। মহাপ্রলয়ের পরে যখন প্রলয়গর্ভ-বিলীন সমষ্টি-জীবের কর্ম্মসমূহ পুনরায় জীব-বিকাশের যোগ্য হয় তখন সেই সমষ্টি-জীবের অনন্ত প্রাক্তন কর্ম্মের প্রেরণানুসারেই ঈশ্বরের মধ্যে জীবসৃষ্টির স্বতঃ প্রেরণা উৎপন্ন হয়। এই স্বতঃ প্রেরণাকেই বেদে এক হইতে বহু হইবার ইচ্ছা বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। ইহা তাঁহার অন্তঃকরণ-ধর্ম্মোৎপন্ন প্রাকৃত ইচ্ছা নহে, কিন্তু সমষ্টি জীবের সমষ্টি কর্ম্মানুসারে ইচ্ছানিচ্ছারূপ স্বতঃ ইচ্ছামাত্র। অতএব উপযুক্ত শ্রুতিবচনের দ্বারা সৃষ্টিবিষয়ে পরমাত্মার নির্লিপ্ততা ও নিমিত্ত-কারণতা বাধিত হইতেছে না। অতঃপর বেদ ও দর্শনাদি শাস্ত্রে সৃষ্টিসঞ্চালন বিষয়ে ঈশ্বরের কিরূপ প্রয়োজনীয়তা বর্ণিত হইয়াছে তাহাই বিশদভাবে বিবৃত হইবে।

ঈশ্বরের প্রয়োজন

প্রাকৃতিক সমস্ত বস্তুর মধ্যে কার্য্যকারিণী শক্তি থাকা সত্ত্বেও স্বতন্ত্র ঈশ্বর স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? এ প্রশ্ন অনেকের মনেই উত্থিত হইয়া থাকে। জল নিজেই প্রবাহিত হইতে পারে, অগ্নি স্বয়ংই দগ্ধ করিতে পারে, বস্তু স্বয়ংই হিল্লোলিত হইতে পারে, তবে আবার উহাদের মধ্যে পৃথক সঞ্চালক কেন মানি?

অন্তঃকরণকে অন্তর্মুখীন করিয়া একটু অনুধাবন করিলেই হৃদয়ের নিভৃত আকাশে আকাশবাণী রূপে এই গূঢ় প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। মানিলাম প্রাকৃতিক সমস্ত বস্তুর মধ্যে কার্য্যকারিণী শক্তি আছে কিন্তু উহা অন্ধশক্তি (blind force) চেতনশক্তি (Intelleijent force) নহে। কারণ সমস্ত প্রাকৃতিক-শক্তির জননী মহাপ্রকৃতিই জড়। একথা দেবী ভাগবতের প্রমাণ দ্বারা পূর্ব্বেই বর্ণনা করা হইয়াছে। অন্ধশক্তি যদিকোন নিয়ামক চেতন বস্তুর দ্বারা নিয়মিত না হয় তবে উহার আন্ধ্য পরিণাম হইবে, নিয়মিত পরিণাম হইবে না। ইহা বিজ্ঞানসিদ্ধ সত্য কথা। দৃষ্টান্তরূপে বুঝা যাইতে পারে যে বাষ্পপূর্ণ ইঞ্জিনের মধ্যে গাড়ী টানিবার বেশ শক্তি আছে। কিন্তু উহা জড়শক্তি বা অন্ধশক্তি হওয়ায় যদি ঐ শক্তিকে নিয়মিত করিয়া ইঞ্জিন চালাইবার জন্য একজন চেতনশক্তিসম্পন্ন বাষ্পীয়-যান-সঞ্চালক না থাকে তবে বাষ্পের ঐ অন্ধশক্তির দ্বারা কিছুতেই নিয়মিত কাজ হইতে পারিবে না। কতটা বাষ্প ইঞ্জিনে থাকিলে তবে গাড়ী চলিবে বেশী বাষ্প উৎপন্ন হইয়া ইঞ্জিন ফাটিয়া যাইবে না অথবা কম বাষ্পে উহার আকর্ষণশক্তি কম হইবে না, কিরূপে কতক্ষণ ষ্টেশনে থাকা উচিত, পুনরায় কখন চলা উচিত, স্থানে স্থানে বেগের কিরূপ তারতম্য হওয়া উচিত ইত্যাদি নিয়মণ কার্য্য জড় অন্ধশক্তিসম্পন্ন ইঞ্জিন নিজে করিতে পারে না। নিয়ামক চেতনশক্তিসম্পন্ন বাষ্পীয়যান-চালকই তাহা করিতে পারে। জড় অন্ধশক্তির দ্বারা কেবল এতটাই হইতে পারে যে যদি গাড়ী চলিতে আরম্ভ করে ত থামিবে না চলিতেই থাকিবে, এবং যদি থামে তাহা হইলে পুনরায় চলিতে পারিবে না, থামিয়াই থাকিবে। নিয়মিত চলা ও থামা এবং আবশ্যকতা অনুসারে বেগের তারতম্য হওয়া নিয়ামক চেতনশক্তি-সাপেক্ষ ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব যখন দেখা গেল যে সংসারের সামান্য লৌকিক কার্য্যে ও চেতন-নিয়ামক ভিন্ন জড়শক্তির নিয়মণ হয় না, তখন মহাপ্রকৃতির এই বিশাল জড়রাজ্যের এবং নিয়মিত কার্য্যের মধ্যে কোন বিভু চেতন নিয়ামকশক্তির হাত নাই এরূপ কল্পনা করা নিতান্ত বাতুলতা মাত্র। পৃথিবী আছে তাহার শস্যোৎপাদিকা শক্তিও আছে কিন্তু কোন্ দেশে কোন্ কালে কিরূপ শস্য হওয়া উচিত তাহার নিয়মণ জড় পৃথিবী করিতে পারে না। বসুন্ধরার প্রতি অঙ্কে বিরাজমান চেতনশক্তি ভগবানই তাহা করিতে পারেন। জল বর্ষণ করিতে পারে, কিন্তু কোন্ ঋতুতে কোন্ দেশে কিরূপ ও কত পরিমাণে বৃষ্টি হওয়া

উচিত তাহার নিয়মণ জলান্তর্গত জড়শক্তির দ্বারা হইতে পারে না। প্রকৃতির নিয়ামক চেতন ভগবানের দ্বারাই হইতে পারে। বায়ুতে সঞ্চালিত হইবার অন্ধশক্তি নিশ্চয়ই আছে কিন্তু অন্ধশক্তির দ্বারা একদিক্ হইতেই বায়ু বহিতে পারে। বসন্তে দক্ষিণ দিকের সুমধুর মলয় পবন, গ্রীষ্মে পশ্চিমী দিগ্দাহকর প্রচণ্ড বায়ুপ্রবাহ, বর্ষায় মেঘমালাসঞ্চারী পূর্ব্বপবন, শীতে হিমানীসম্পাতসঙ্কুল উত্তরীয় পবন-এইরূপ ঋতুভেদে ভিন্ন ভিন্ন দিক্ হইতে বায়ুর প্রবাহ বায়ুমধ্যস্থিত চেতন নিয়ামকশক্তির নিয়মণ ভিন্ন কখনই হইতে পারে না। অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন এই দুই গ্যাসের মধ্যদিয়া বিদ্যুৎশক্তিকে প্রবাহিত করিয়া দিলে জল হয় তাহা ঠিক কিন্তু ঐ বিদ্যুৎশক্তিকে প্রবাহিত করিবে কে? জড় বিদ্যুৎ ত নিজে প্রবাহিত হইতে পারে না? তাহাকে কোনও চেতনের সহায়তায় চালাইতে হয়। এইরূপে দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন, অমাবস্যার পর পূর্ণিমা, শীতের পর গ্রীষ্ম, ঋতুগণের নিয়মিত বিকাশ, রবিশশীর নিয়মিত উদয়াস্ত গমন, চন্দ্রকলায় নিয়মিত হ্রাসবৃদ্ধি, ভগবান্ ভাস্করের নিয়মিত রাশিচক্র প্রবর্ত্তন, জন্ম বাল্য, যৌবন ও জরার নিয়মিত সংক্রমণ, যে বিশ্বজগতে জড় প্রকৃতির মধ্যে নিয়মভিন্ন একটী বৃক্ষ-পত্রও সঞ্চালিত হইতে পারে না সেস্থলে এই সকলের মধ্যে চেতন বিভু সকলের নিয়ামক ভগবান্ বিদ্যমান আছেন তাহা আর প্রশ্ন করিয়া তর্ক করিয়া জানিতে হয় না, ভক্তিভরে হৃদয় রত্নাকরের অগাধ জলে অন্বেষণ করিলে অন্তর্য্যামী নিজেই নিজের জাজ্জ্বল্যমান সত্তা সাধকের মানসচক্ষে প্রতিফলিত করিয়া দেন।

এই জন্যই মুণ্ডক-শ্রুতি বলিয়াছেন---

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।

যমেবৈষ আত্মা বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥

পরমাত্মা বাক্য, মেধা বা অনেক শাস্ত্রচর্চ্চা দ্বারা প্রাপ্য নহেন। কেবল ভক্ত-হৃদয়ের সহিত তাঁহাকে জানিতে চাহিলেই তিনি ভক্তের নিকট নিজের অলৌকিক স্বরূপ প্রকট করেন। তাঁহারই নিয়মাধীনে—তাঁহারই প্রবল ইচ্ছাশক্তির প্রেরণায় কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড; অনন্ত গ্রহোপগ্রহ সূর্য্য এবং নক্ষত্র নিচয়ের সহিত প্রলয়ের নিবিড় অন্ধকারময় মহাগর্ভ হইতে উত্থিত হইতেছে, স্থিতির সহস্র সহস্র যুগময় কালের ক্রোড়ে তরঙ্গে তরঙ্গে তাঁহারই অনন্ত সুষমাময়ী মহিমা প্রকট করিতেছে, আবার কালপূর্ণ হইলে পর অনন্ত শূন্যের শান্তিময় অঙ্কে বিশ্রামলাভ করিতেছে।

যদি তিনি নিয়ামকরূপে এই সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের ক্রমবিধান না করিতেন তবে প্রলয়ের গর্ত্ত হইতে ব্রহ্মাণ্ডসমূহ বহির্গত হইতেই পারিত না এবং কদাচিৎ বহির্গত হইলেও চিরকালই সৃষ্টি করিত, পুনরায় কদাপি মহাপ্রলয়ের ক্রোড়ে বিশ্রামলাভ করিতে পারিত না। অতএব সমষ্টি সৃষ্টির শৃঙ্খলা-বিধানের জন্য বিভু নিয়ামক ঈ রের যে প্রয়োজন আছে এবিষয়ে অণুমাত্র সংশয় থাকিতে পারে না। এত কথা বলিয়াও শাস্ত্র আবার বলেন যে তাঁহার কোনই ইচ্ছা নাই, স্বয়ং কর্ত্তৃত্ব নাই, কারণ তিনি মায়ায় বশ নন। একথা সত্যই, কারণ তিনি নিজে বদ্ধজীবের মত সৃষ্টি করিবেন কেন ? তাঁহার ত নিজের কিছুই কামনা নাই, কর্ত্তব্য নাই। অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে সমষ্টি প্রকৃতির স্বাভাবিক স্পন্দনজনিত সৃষ্টি আপনাআপনিই হইয়া থাকে, তবে প্রকৃতি জড় বলিয়া চেতনের অধিষ্ঠান ভিন্ন স্পন্দিত হইতে পারে না, এইজন্যই চেতন বিভু পরমাত্মার অধিষ্ঠানেব প্রয়োজন হয় এবং এই নিশ্চয়ই স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। যথা—

নিরিচ্ছে সংস্থিতে রত্নে যথা লোহঃ প্রবর্ত্ততে।
সত্তামাত্রেণ দেবেন তথা চায়ং জগজ্জনঃ॥
অত আত্মনি কর্ত্তৃত্বমকর্ত্তৃত্বং চ সংস্থিতম।
নিরিচ্ছত্বাদকর্ত্তাসৌ কর্ত্তা সন্নিধিমাত্রতঃ॥

যেরূপ ইচ্ছারহিত অয়স্কান্তমণি (চুম্বক) নিকটে থাকিলেই লৌহের মধ্যে চেষ্টা উৎপন্ন হয় সেইপ্রকার পরমাত্মার সান্নিধ্য মাত্রেই প্রকৃতির মধ্যে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-কারিণী ক্রিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই বিচারে পরমাত্মায় কর্ত্তৃত্ব ও অকর্ত্তৃত্ব উভয়েরই আরোপ করা যাইতে পারে কারণ ইচ্ছারহিত হওয়ায় তিনি অকর্ত্তা এবং অধিষ্ঠান করেন বলিয়া তিনি কর্ত্তা। এইজন্যই সাংখ কার কপিলদেব বলিয়াছেন—

"তৎসন্নিধানাদধিষ্ঠাতৃত্বং মণিবৎ।"

অয়স্কান্ত মণিব মত কাছে থাকিলেই তাঁহার অধিষ্ঠান হয় এবং তদ্দ্বারা প্রকৃতি সৃষ্টিলীলা বিস্তার করিতে পারেন। এইরূপে বেদান্ত দর্শনেও ঈশ্বরকে সৃষ্টির নিমিত্তকারণ বলা হইয়াছে। যথা—

"জন্মাদ্যস্য যতঃ"

"জগদ্বাচিত্বাৎ"

"তস্মাদ্ ব্রহ্মকার্য্যং বিয়দিতি সিদ্ধম্"

জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় সগুণ ব্রহ্ম ঈশ্বরের দ্বারাই হইয়া থাকে। তিনিই জগতের-কর্ত্তা। আকাশাদি-ভূতোৎপত্তি তাঁহার অধিষ্ঠানরূপ নিমিত্ত-কারণতা দ্বারাই সিদ্ধ হইয়া থাকে।

সমষ্টিসৃষ্টির ন্যায় ব্যষ্টিসৃষ্টি অর্থাৎ জীবসৃষ্টি বিষয়েও ঈশ্বরের নিয়ামকত্ব বেদাদি শাস্ত্রে স্বীকৃত হইয়াছে। কর্ম্ম স্বভাবতঃ জড় এইজন্য জীব অহঙ্কারবশে যে সকল কর্ম্ম করে তাহার নিজে ফলোৎপাদন করিতে পারে না। কর্ম্মসমূহ চেতন ভগবানের দ্বারা প্রেরিত হইয়াই যথাযথ ফলোৎপাদন করিয়া থাকে এবং তাহাতেই পুণ্য-পাপময় কর্ম্মানুসারে জীব স্বর্গনরকাদি ভোগ করিয়া থাকে। ন্যায়দর্শনের চতুর্থাধ্যায়ের প্রথমাহ্নিকে এইজন্যই সূত্র আছে—

"ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকর্ম্মাফল্য দর্শনাৎ।"

জীব কর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে স্বাধীন বটে, কিন্তু কর্ম্মফলভোগ বিষয়ে পরাধীন। কারণ কর্ম্ম জড় হওয়ায় নিজে ফল দিতে পারে না। চেতন ঈশ্বর জড় কর্ম্মকে প্রেরণ করেন। তাহাতেই কর্ম্মানুসার জীবের উচ্চাবচগতি প্রাপ্ত হয়। অতএব কর্ম্মফলদানবিষয়ে ঈশ্বরের নিমিত্ত-কারণতা সিদ্ধ হইতেছে। এখানে অনেকে এইরূপ সন্দেহ করেন যে এপ্রকার প্রাক্তন কর্ম্ম মানিবার প্রয়োজন কি? কেবল বর্ত্তমান জন্মের কৃতকর্ম্ম মানিলেই ত চলে? এ প্রশ্নের উত্তর 'অবতরণিকায়' ইতিপূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। প্রাক্তন পুণ্যপাপময় কর্ম্ম স্বীকার ভিন্ন অনন্তবৈচিত্র্য-পূর্ণ সংসারে ভোগবৈচিত্র্যের হৃদয়হারিণী কোন মীমাংসাই করা যাইতে পারে না। কেন লোকে জন্ম হইতে অন্ধ হয়? কেন কেহ জন্ম হইতেই স্বাস্থ্যসুখ ভোগ করে এবং কেহ জন্ম ভিখারী হইয়া মানবদেহ প্রাপ্ত হয়? কেন কেহ জন্ম হইতেই যোগী হয়, কামিনী কাঞ্চনে আদৌ আসক্তি রাখে না এবং অন্য কেহ সহস্র চেষ্টার ফলেও কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করিতে পারে না? কাহারও প্রতিভা ও বল জন্ম হইতেই অসাধারণ কেন দেখিতে পাই এবং কেহ দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়াও, সহস্র চিকিৎসা করিয়াও হীনপ্রতিভ, দুর্ব্বল এবং চিররুগ্ন কেন থাকে? হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিলে পূর্ব্ব কর্ম্ম ভিন্ন এসকল কথার সন্তোষজনক সমাধান আর কিছুতেই হইতে পারে না। এজন্য পূর্ব্ব কর্ম্ম অবশ্যই মানিতে হয় যেরূপ বিজ্ঞান ও অনুভবের সহিত মহর্ষি পতঞ্জলি প্রাক্তন কর্ম্ম সিদ্ধ করিয়াছেন। কেহ কেহ এরূপ বলেন যে সংসারের বৈচিত্র্য বিষয়ে ঈশ্বরের লীলা ও বিভূতিবিকাশ

মানিলেই ত চলে? ইহার জন্য আবার পূর্ব্ব কর্ম্ম মানিবার কি প্রয়োজন আছে? তিনি নিজের বিচিত্রলীলা দেখাইবার এবং অপূর্ব্ব শক্তির বিকাশ দেখাইবার জন্যই সংসারে কাহাকেও দুঃখী এবং কাহাকেও সুখী করেন, কাহাকেও জন্মান্ধ এবং কাহাকেও কমললোচন করিয়া সৃষ্টি করেন, কাহাকেও হস্তীমূর্খ এবং কাহাকেও অসীম প্রতিভাশালী করিয়া থাকেন। কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্ত শুনিতে বিচিত্র ও কৌতুকজনক হইলেও হৃদয়ে শান্তি আনিতে সক্ষম হয় না। ঈশ্বরকে করুণাময়, ইচ্ছারহিত এবং পক্ষপাতশূন্য চিরউদার পুরুষ বলা হয়। তিনি এরূপ, পক্ষপাত, বিষন্নতাযুক্ত লীলা এবং নিষ্ঠুরতা দেখাইবেন কেন? তিনি কেন কোন জীবকে জন্মান্ধ করিয়া সংসারসুখে বঞ্চিত করিবেন, কাহাকেও ভিখারী করিয়া চিরজীবন কাঁদাইবেন এবং কাহাকেও দুগ্ধফেননিভ শয্যায় চিরআরামে রাখিবেন? তাঁহার এরূপ পাগলের মত অসম্বদ্ধ লীলা করিবার প্রয়োজনই থাকিতে পারে না। আমরা ইতিপূর্ব্বেই ঈশ্বরকে মায়ার বশ হইতে স্বতন্ত্র, ইচ্ছারহিত, কামনারহিত এবং মায়ার প্রেরকরূপে বর্ণন করিয়াছি। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে লেখা আছে—"মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্।" প্রকৃতি মায়া এবং ঈশ্বর মায়ার চালক মায়ী। তিনি মায়ার যদি বশ হইতেন তবে এরূপ অসম্বদ্ধ লীলাদি করিতে পারিতেন, কিন্তু মায়ার বশ নহেন—মায়ার চালক, অতএব তাঁহার দ্বারা এইরূপ অনিয়মিত অন্যায় কার্য্য হইতে পারে না। উদার ঈশ্বরের বিষয়ে এরূপ অনুদার পক্ষপাতযুক্ত হীনচিন্তা করাই মহাপাপ।

শ্রীগীতায় ভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন—

> ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
> ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥
> নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
> অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥

৫ম অঃ—১৪-১৫ শ্লোক।

পরমাত্মা কাহারও পাপ বা পুণ্যের জন্য দায়ী নহেন। অজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞান আচ্ছন্ন হইলে জীব নিজে নিজেই দুঃখ পাইয়া থাকে। তিনি লোকের কর্ত্তৃত্ব, কর্ম্ম বা কর্ম্মফলযোগ কিছুই সৃষ্টি করেন না, লোকে নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারেই পাপপুণ্য কর্ম্ম করিয়া থাকে। অতএব ঈশ্বরের সম্বন্ধে ঐরূপ বৃথা অবৈজ্ঞানিকতা-

পূর্ণ বিচার করা ঠিক নহে। জীব নিজ নিজ প্রাক্তনানুসারে উচ্চনীচ কর্ম্ম এবং কর্ম্মফলভোগ করিয়া থাকে। কর্ম্ম জড় হওয়ায় তিনি তাহার প্রেরণামাত্র করিয়া থাকেন। এইজন্যই বেদান্তদর্শনে জৈব কর্ম্মের সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ দেখাইবার জন্য নিম্নলিখিত সূত্র করা হইয়াছে। যথা—

"ফলমতঃ উপপত্তেঃ।"

"কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্তু বিহিতপ্রতিষিদ্ধবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ।"

"বৈষম্যনির্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথা হি দর্শয়তি।"

ঈশ্বর কর্ম্মফলের দাতা, কিন্তু কর্ম্মের বৈচিত্র্যানুসারেই জীবগণকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ফল দান করিয়া থাকেন। এরূপ না হইলে শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ নিরর্থক হইয়া যাইবে। জীবের কর্ম্মানুসারেই ঈশ্বর ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সৃষ্টি করিয়া থাকেন। যাহার প্রাক্তনসুকৃতি আছে তিনি তাহাকে সুখী করেন এবং মন্দপ্রারব্ধী জীবকে দুঃখী করেন। অতএব সংসারবৈচিত্র্যে ঈশ্বরের পক্ষপাত বা নৈষ্ঠুর্য্য কল্পনা হইতে পারে না। ভগবান্ ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য শারীরকভাষ্যে ঈশ্বরবিষয়ে নিম্নলিখিতরূপ লিখিয়াছেন—

"ঈশ্বরস্তু পর্জন্যবদ্ দ্রষ্টব্যঃ। যথা হি পর্জন্যো ব্রীহিযবাদিসৃষ্টৌ সাধারণং কারণং ভবতি ব্রীহিযবাদি-বৈষম্যে তু তত্তদ্বীজগতান্যেবাসাধারণানি সামর্থ্যানি কারণানি ভবন্তি, এবমীশ্বরো দেবমনুষ্যাদি-সৃষ্টৌ সাধারণং কারণং ভবতি দেব-মনুষ্যাদিবৈষম্যে তু তত্তজ্জীবগতান্যেবাসাধারণানি কর্ম্মাণি কারণানি ভবন্তি। এবমীশ্বরঃ সাপেক্ষত্বান্ন বৈষম্যনির্ঘৃণ্যাভ্যাং দুষ্যতি।"

সৃষ্টিকার্য্য বিষয়ে ঈশ্বরকে মেঘসদৃশ মনে করা উচিত। অর্থাৎ যেমন মেঘের জল ব্রীহিযব ধান্য আদির উৎপত্তি বিষয়ে সাধারণ কারণ মাত্র হইয়া থাকে, কিন্তু ব্রীহিযবাদির উৎপত্তি ও পরিণাম যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হয় তাহার পক্ষে মেঘ কারণ না হইয়া ব্রীহিযবাদির বীজগত অসাধারণ পৃথক পৃথক সামর্থ্যই কারণ হইয়া থাকে ঠিক সেই প্রকার দেবমনুষ্যাদি সৃষ্টি বিষয়ে ঈশ্বর সাধারণ কারণ। এবং ঐ সমস্ত জীবের সুখদুঃখ ঐশ্বর্য্যাদি যে পৃথক পৃথক দেখা যায় তাহার পক্ষে উহাদের ভিন্ন ভিন্ন অসাধারণ কর্ম্মই কারণ হইয়া থাকে। একই জল নিম্ববৃক্ষে তিক্তরস উৎপন্ন করে, ইক্ষুবৃক্ষে মিষ্টরস উৎপন্ন করে এবং হরীতকী বৃক্ষে কষায় রস উৎপন্ন করে। জল একই কিন্তু ঐ সকল বৃক্ষের বীজগত পার্থক্যহেতু ঐ

প্রকার ভিন্ন ভিন্ন রস উৎপন্ন হয়। ঐপ্রকার ঈশ্বরের চেতনসত্তা জড় কর্ম্মকে সাধারণ ভাবেই প্রেরিত করিয়া থাকে। কিন্তু তাঁহার ঐ সাধারণ শক্তি বীজগত অসাধারণ কর্ম্মসংস্কারকে আশ্রয় করিয়া অসাধারণ বৈচিত্র্যপূর্ণ ফল উৎপন্ন করিয়া থাকে। অতএব সৃষ্টি বৈচিত্র্যে ঈশ্বরের কোনই পক্ষপাত বা সদয়নির্দ্দয়ভাব নাই।

তিনি গীতায় আরও বলিয়াছেন—

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥

তিনি সর্ব্বভূতের পক্ষে সমান, কেহই তাঁহার প্রিয় বা অপ্রিয় নাই। যাঁহারা ভক্তির সহিত তাঁহার ভজনা করেন তিনি তাঁহাদের ভজনরূপ ক্রিয়ার ফলদান করেন। অর্থাৎ তাঁহারা তাঁহাতে এবং তিনি তাঁহাদিগের মধ্যে হন।

শ্রুতিও বলেন—

পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন।

পুণ্য কর্ম্মের দ্বারা জীবের সুখময় পুণ্যলোক প্রাপ্তি এবং পাপকর্ম্মের দ্বারা দুঃখময় পাপলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে। আরও ছান্দোগ্যোপনিষদে লেখা আছে—

"তদ্য ইহ রমণীয়াচরণা অভ্যাশো হ যত্তে রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্যযোনিং বাথ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চাণ্ডালযোনিং বা।"

পুণ্যময় কর্ম্মের ফলে মনুষ্য পুণ্যময় ব্রাহ্মণযোনি, ক্ষত্রিয়যোনি বা বৈশ্যযোনি লাভ করে এবং পাপময় কর্ম্মের ফলে পাপযোনি অর্থাৎ কুকুরযোনি, শূকরযোনি বা চণ্ডালযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ঈশ্বর জীবকৃত পাপময় বা পুণ্যময় প্রাক্তনানুসারেই জীবগণকে এই সকল যোনি প্রদান করিয়া থাকেন। ইহাতে তাঁহার নিজের ইচ্ছাকৃত কোন ব্যাপারই নাই, কারণ তিনি ইচ্ছার অতীত। এখানে আপত্তি হইতে পারে যে যদি জীবের কর্ম্মানুসারেই ঈশ্বর ফল দিয়া থাকেন, তবে তাঁহার ঐশ্বর্য্যশক্তি কোথায় রহিল? তিনি ত কর্ম্মেরই অধীন হইলেন, তাঁহার স্বতন্ত্রতা ও সর্ব্বশক্তিমত্তা সিদ্ধ হইল কৈ? এরূপ সংশয় করা অকিঞ্চিৎকর,

কারণ দাহ্যবস্তু না থাকিলে অগ্নি দহনক্রিয়া করিতে পারে না, এজন্য অগ্নিতে দাহিকাশক্তি নাই এরূপ সিদ্ধান্ত করা মিথ্যা নহে কি? দাহিকাশক্তি আছে বলিয়াই অগ্নি দাহ্যবস্তুকে দগ্ধ করিতে পারে। জলের মধ্যে দাহিকাশক্তি নাই এজন্য দাহ্য বস্তু থাকিলেও জল দহনকার্য্য করিতে পারে না। এইরূপে জড় কর্ম্মের নিয়ামক, সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের মধ্যে অনন্ত শক্তি আছে বলিয়াই ঈশ্বর জীবকৃত কর্ম্মানুসারে ফল দিতে পারেন। যদি তাঁহার মধ্যে শক্তি না থাকিত, তবে জীব কর্ম্ম করিলেও তিনি ফল দিতে পারিতেন না। অতএব জীবকৃত প্রাক্তনের অপেক্ষা থাকিলেও ঈশ্বরে সর্ব্বশক্তিমত্তার অভাব হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ স্বতন্ত্রতার কথা। তাহার উত্তর এই যে প্রজাগণের কর্ম্মানুসারেই রাজা দণ্ড বা পুরস্কার প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু উহাতে রাজার স্বতন্ত্রতা বা শক্তির অভাব কল্পনা হইতে পারে না। অতএব বিচার ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হইল যে ইচ্ছার অতীত এবং মায়ার বশ না হইলেও ব্রহ্মাণ্ড ও পিণ্ড উভয়বিধ সৃষ্টির স্থলেই ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্বের বিশেষ প্রয়োজন আছে, তাঁহারই অলৌকিক চেতন প্রেরণায় সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বসুন্ধরা সতত নয়নাভিরাম মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেছেন, তাঁহারই অতিমানুষ নিয়ামিকা শক্তির বলে অনন্তকোটি গ্রহ-উপগ্রহ-সমন্বিত-ব্রহ্মাণ্ড-কটাহ অনন্ত শূন্যে বিঘূর্ণিত হইতেছে এবং ঋষি, দেব, পিতৃ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্য ও মনুষ্যেতর সমস্ত প্রাণী যন্ত্রারূঢ়ের মত তাঁহারই অমোঘ প্রেরণার বলে নিয়ত নিয়তি-চক্রে অনাদিকাল হইতে আবর্ত্তিত হইতেছে। অতঃপর জীবোৎপত্তি-বিজ্ঞান আলোচিত হইবে।

জীবের জন্ম

পরমাত্মা ও প্রকৃতির অনাদি অনন্ত সর্ব্বব্যাপিনী সত্তার মধ্যে দেশকাল পরিচ্ছিন্ন জীব-সত্তার আবির্ভাব কি প্রকারে হয়, এ প্রশ্নের উত্তর এতই কঠিন যে অনেক শাস্ত্রেই ইহার মীমাংসা করা হয় নাই। অনেক দর্শনে জীবকে প্রবাহরূপে অনাদি বলিয়া ঐখানেই এ বিষয়ের পর্য্যবসান করা হইয়াছে। পৃথক্‌ভাবে জীবোৎপত্তি বিজ্ঞান আলোচিত হয় নাই। অথচ আমরা আর্য্যশাস্ত্রে এই বিষয়ে ভূরি ভূরি

প্রমাণ দেখিতে পাই যে জীব জন্মগ্রহণের পর মনুষ্যেতর যোনি সমূহে চতুরশীতি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া তবে দুর্লভ মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যখন উদ্ভিজ্জ হইতে আরম্ভ করিয়া যোনি সমূহের সংখ্যানির্ণয় করা হইয়াছে তখন জীব কোন না কোন সময়ে এই বিরাটের গর্ভ হইতে ব্যষ্টিরূপে অবশ্যই নিঃসৃত হইয়া তবে এই চতুরশীতি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়াছিল, ইহা প্রত্যেক বিচারবান্ ব্যক্তিই স্বীকার করিবেন। অতএব জীবভাব বিকাশের একটি সময় ও অবস্থা আছে ইহা প্রমাণিত হইল। সে অবস্থাটি কি এবং কখন হয় তাহাই এই অধ্যায়ের বিবেচ্য বিষয়। মহাপ্রলয় বা খণ্ডপ্রলয়ের পরে যে জীবসৃষ্টি হয় উহা নূতন জীবসৃষ্টি নহে। উহাতে মহাপ্রলয় বা খণ্ডপ্রলয়ের পূর্ব্বে যে সকল জীব বিশ্বের মধ্যে নিবাস করিত এবং যাহারা মহাপ্রলয় বা খণ্ডপ্রলয়ের কবলে কবলিত হইয়াছিল, তাহারাই ক্রমশঃ দেশ-কাল-যুগানুসারে আবার উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ সকল প্রলয়ান্তে প্রকাশমান জীব-সঙ্ঘের উৎপত্তি-নিদান কোথায়, উহাদের মধ্যে জীবভাবের প্রথম বিকাশ কখন হওয়ার পর তবে উদ্ভিজ্জ, স্বেদজাদি ক্রমে নানা যোনিতে ঐ সকল জীব পরিভ্রমণ করিয়াছিল, এই বিষয়টিই এখন বিচার্য্য। শাস্ত্রে চিৎ এবং জড়ের গ্রন্থিকে জীব বলা হইয়াছে। এবং এই চিজ্জড়-গ্রন্থির ভেদনকে মুক্তি বলা হইয়াছে। চিৎ এবং জড়ের এই গ্রন্থি হইয়া ব্যাপক প্রকৃতি-পুরুষ সত্তার মধ্যে অব্যাপক দেশ-কাল-পরিচ্ছিন্ন জীবভাবের বিকাশ নিম্নলিখিত ভাবে স্বভাবতঃই হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বিভু চেতন পরমাত্মার চেতনসত্তা প্রাপ্ত হইয়া অনন্তবিস্তারময়ী মহাপ্রকৃতি অনন্ত স্পন্দনের দ্বারা অনন্ত সৃষ্টি বিস্তার করিয়া থাকেন। এই সৃষ্টিবিস্তার-লীলার মধ্যে জড় ও চেতনে দুই-প্রকার গতি স্বভাবতঃ হইয়া থাকে। এক জড় হইতে চেতনের দিকে এবং দ্বিতীয় চেতন হইতে জড়ের দিকে। একটি সামান্য দৃষ্টান্তের দ্বারা এই বিষয়টি বুঝান যাইতেছে। একটি বৃক্ষ, যাহা জড় ও চেতনের সমষ্টি, উহা যদি মারা যায় তবে উহার উপাদানভূত জড় ও চেতনের গতি কি প্রকার হইবে? উহার অন্তর্গত চেতনসত্তা প্রকৃতির স্বাভাবিক বেগে ক্রমশঃ উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ ও জরায়ুজের সকল যোনি ভেদ করিয়া মনুষ্য-যোনিতে পৌঁছিবে এবং মনুষ্য-যোনিতে উন্নত কর্ম্মানুসারে উন্নত যোনি প্রাপ্ত হইয়া সত্ত্বগুণের পূর্ণ পরিণামে ঐ ক্ষুদ্র চেতন প্রকৃতি-রাজ্য অতিক্রম করিয়া মায়ারহিত নির্গুণ অসীম চেতনে লয় হইয়া মুক্তিলাভ

করিবে। এইরূপে প্রকৃতির মধ্যে জড় হইতে চেতনের দিকে একটি ধারা আছে যাহা স্বাভাবিকরূপে প্রবাহিত হইয়া থাকে। কিন্তু বৃক্ষের মধ্যে যে জড়াংশ আছে তাহার গতি কোন্ দিকে হইবে? বিচার করিলে পর দেখা যাইবে যে জড়ের গতি নীচের দিকে হইবে। যথা বৃক্ষের মধ্য হইতে চেতনসত্তানির্গত হইবামাত্র প্রাকৃতিক বিশ্লেষণবিধি অনুসারে উক্ত বৃক্ষের উপাদানভূত জড় শরীর ক্রমশঃ বিগলিত হইয়া তমোগুণের দিকে অগ্রসর হইবে এবং অন্তে বৃক্ষের পত্র, কাষ্ঠ প্রভৃতি সকলেই মৃত্তিকা, প্রস্তরাদি জড়পদার্থে পরিণত হইয়া যাইবে। এইরূপে জড়চেতনাত্মক জগতে স্বভাবতঃই চেতনধারাটি ব্রহ্মের দিকে বা সত্ত্বগুণের দিকে এবং জড়ধারাটি তমোগুণের দিকে যাইয়া থাকে। প্রকৃতির উপর দিকের শেষ সীমা সত্ত্বগুণ এবং তাহার পর গুণাতীত ব্রহ্ম। এজন্য চেতনধারা ক্রমোন্নত হইয়া সত্ত্বগুণের শেষ সীমায় আসিয়া ব্রহ্মে লয় হইতে পারে। কিন্তু জড়ধারা কোথায় লয় হইবে? কারণ চেতনের মত জড়ের দিকে ত কোনরূপ সীমা নাই? এজন্য নিয়ত পরিণামিনী ব্রহ্মাণ্ড প্রকৃতির অধঃপরিণামকে আশ্রয় করিয়া জড়ধারা তমোরাজ্যের শেষ সীমায় পৌঁছিবে। কিন্তু তথায় লয় হইবার কিছু না পাইয়া যেমন সমুদ্রের তরঙ্গ বেলাভূমিতে আঘাত করিয়া আবার সমুদ্রেরই দিকে প্রত্যাবৃত্ত হয়, ঠিক সেই প্রকার জড়ধারা তমোগুণের শেষ সীমায় পৌঁছিয়া প্রকৃতির উন্নতিশীল প্রবাহকে আশ্রয় করিয়া আবার বিপরীতভাবে রজোগুণের দিকেই স্বভাবতঃ অগ্রসর হইবে। পরমাত্মার সত্তা সর্ব্বব্যাপী, এজন্য তমোগুণ হইতে রজোগুণের দিকে অগ্রসর হইবার সময়েই আত্মসত্তা উক্ত জড় প্রকৃতিতে প্রতিবিম্বিত হইবে। যে প্রকার সূর্য্যের প্রকাশ সর্ব্বত্র থাকিলেও মলিনদর্পণে উহার প্রতিবিম্বিত হয় না, কিন্তু মলিনতা দূর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিবিম্বের উদয় হইয়া থাকে ঠিক সেই প্রকার পরমাত্মা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত থাকিলেও পূর্ণ জড়প্রকৃতিতে উহার প্রতিবিম্ব হয় না; কিন্তু তমোগুণ হইতে কিঞ্চিৎ রজোগুণের দিকে অগ্রসর হইবার সঙ্গে সঙ্গেই জড় প্রকৃতির মধ্যে ব্যাপক পরমাত্মার প্রতিবিম্ব বা অংশ প্রতিফলিত হইয়া থাকে। এই যে প্রতিবিম্বের দ্বারা জড় চেতনের মধ্যে প্রকৃতির স্বাভাবিক গতি অনুসারে গ্রন্থি, ইহা হইতেই প্রথম জীবভাবের উদয় হইয়া থাকে। এইজন্য জড়ধারায় প্রতিফলিত উক্ত প্রতিবিম্বকে জীবাত্মা বলা হয় এবং জড়ধারার যে অংশে প্রতিবিম্ব পড়ে উহাকে কারণ শরীর বলা হয়। এইরূপে ব্যাপক প্রকৃতি-পুরুষ

সত্তার মধ্যে সঙ্কীর্ণ এবং দেশ-কাল-পরিচ্ছিন্ন জীব-সত্তার বিকাশ হইয়া থাকে। এই জীব-সত্তাই সূক্ষ্ম শরীর ও স্থূলশরীরের সহিত যুক্ত হইয়া ক্রমশঃ নানা যোনির মধ্যে দিয়া ভ্রমণ করিয়া থাকে। আত্মা চেতনস্বরূপ। এইজন্ত জড়-দ্বারা প্রতিফলিত উক্ত প্রতিবিম্বিত আত্মাও চেতনস্বরূপ, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যেরূপ অগ্নির মধ্যে পূর্ণ দাহিকাশক্তি থাকিলেও ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি দাহনকার্য্য করিতে পারে না, সেইপ্রকার আত্মা পূর্ণ জ্ঞানময়, চেতনাময় ও সদামুক্ত হইলেও প্রাকৃতিক তমোগুণময় জড়তাচ্ছন্ন আত্মার মধ্যে সেই শক্তির বিকাশ হইতে পারে না। এই জন্তই জড়তাময় অবিদ্যাগ্রস্ত উক্ত আত্মাকে বদ্ধ বলা হয়। এই বন্ধন বাস্তবিক নহে, ঔপচারিক মাত্র। অর্থাৎ যেরূপ স্বচ্ছ স্ফটিকের সম্মুখে রক্ত জবাপুষ্প রাখিলে স্ফটিকও রক্তবর্ণ বলিয়া বোধ হয় কিন্তু বাস্তবিক স্ফটিক রক্তবর্ণ নহে, সেইরূপ জড়-প্রকৃতির সম্পর্কে আত্মাকে বদ্ধ বলিয়া মনে হয় মাত্র; বাস্তবিক নিত্য-মুক্ত আত্মার বন্ধন নাই। এই বন্ধনকল্পনা অন্তঃকরণের দিক্ হইতেই হইয়া থাকে, আত্মার দিক্ হইতে হয় না। অর্থাৎ অন্তঃকরণই আত্মাকে ভ্রান্তিবশে বদ্ধ মনে করিয়া থাকে। আত্মা বাস্তবিক বদ্ধ হয় না। এইজন্য চিত্ত-বৃত্তি-নিরোধ-রূপ যোগ-সাধনা দ্বারা যখন অন্তঃকরণকে লয় করিয়া দেওয়া হয় তখন আত্মার উপর ঐরূপ ভ্রান্তির আরোপ করিবার কিছুই থাকে না। এজন্য তখন আত্মা 'অহং ব্রহ্মাস্মি' আমি ব্রহ্ম বলিয়া নিজের স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন। এইরূপে অন্তঃকরণের ভ্রান্তিবশে নিত্যমুক্ত আত্মার প্রতি বন্ধনের আরোপ করা হইয়া থাকে। অতএব আত্মার বন্ধন তাত্ত্বিক নহে, ঔপচারিক মাত্র; সাংখ্য-যোগ, বেদান্ত প্রভৃতি দর্শন শাস্ত্রে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

জড়ের সহিত চেতনের এইপ্রকার স্বাভাবিক সম্বন্ধ অবস্থাভেদানুসারে আর্য্য শাস্ত্রে দুইপ্রকার মতবাদে পরিণত হইয়াছে। একটির নাম অবিচ্ছিন্নবাদ এবং দ্বিতীয়টির নাম প্রতিবিম্ববাদ। অবিচ্ছিন্নবাদিরা জীবাত্মাকে পরমাত্মার অংশ বলিয়া থাকেন। প্রতিবিম্ববাদিগণ অংশ না বলিয়া প্রতিবিম্ব বলিয়া থাকেন। যথা বেদান্তদর্শনে—"অংশো নানা ব্যপদেশাৎ।" "আভাস এব চ।" বাস্তবিক এই দুই মতবাদের মূলে কোনপ্রকার প্রভেদ নাই। প্রভেদ কেবল অবস্থা ভেদানুসারেই হইয়া থাকে। প্রথমাবস্থায় অত্যন্ত তমোগুণময় জড় প্রকৃতিতে আত্মা গাঢ় ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় এরূপ প্রচ্ছন্ন থাকেন যে ক্ষীণ প্রতিবিম্ব জ্যোতিঃ ভিন্ন

আত্মার আর পূর্ণশক্তিসম্পন্ন কোনরূপ স্বরূপই প্রকটিত হয় না। সে সময় পূর্ণপুরুষের জ্ঞানময় জ্যোতির্ম্ময় অংশত্বের কোনপ্রকার চিহ্নই পরিদৃষ্ট না হওয়ায় প্রতিবিম্ববাদিগণ উক্ত অবস্থাকে প্রতিবিম্ব বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অবচ্ছিন্ন-বাদ উহার উপরে অবস্থার বিষয়। অর্থাৎ জড়-প্রকৃতি তমোগুণ হইতে ক্রমশঃ সত্ত্বগুণের দিকে যতই অগ্রসর হন ততই আত্মার নিজস্বরূপ আপনা আপনিই ভস্মমুক্ত অগ্নির ন্যায় প্রকটিত হইতে থাকে। সে সময় জীবাত্মার মধ্যে পরমাত্মার স্বরূপমহিমা স্পষ্টই উপলব্ধ হইয়া থাকে। এজন্য অবচ্ছিন্নবাদিগণ ঐ উন্নত অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই জীবাত্মাকে পরমাত্মার অংশ বলিয়াছেন। আবার এই অংশই ভ্রান্তিদায়িনী সুখ-দুঃখ-মোহময়ী প্রকৃতির সম্পর্ক হইতে পূর্ণমুক্ত হইয়া পূর্ণ ব্রহ্মের সহিত যখন একতাপ্রাপ্ত হন তখন ইনিই নিজেকে ব্রহ্ম বলিয়াই মানিতে পারেন। এইরূপে অবস্থাভেদানুসারে অবচ্ছিন্নবাদ ও প্রতিবিম্ববাদের সৃষ্টি হইয়াছে। উহার মধ্যে কোন বাস্তবিক ভিন্নতা বা মতভেদ নাই।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে প্রকৃতির যে অতি সূক্ষ্ম জড়াংশের উপর জীবাত্মা প্রতিবিম্বিত হন সেই জড়ভাবকে কারণশরীর বলে। উহাকে বেদান্তশাস্ত্রে অবিদ্যা বলা হইয়াছে। ইহা জীব-ভাবের প্রথম কারণ এবং স্থূল-সূক্ষ্ম-শরীরদ্বয় প্রাপ্তিরও কারণীভূত হওয়ায় ইহার কারণশরীর সংজ্ঞা হইয়াছে; যথা বেদান্ত শাস্ত্রে—

অনির্ব্বাচ্যানাদ্যবিদ্যারূপা স্থূলসূক্ষ্মশরীরকারণমাত্রং স্বস্বরূপাজ্ঞানং যদস্তি তৎ কারণশরীরম্।

অনির্ব্বচনীয়া অনাদি অবিদ্যাস্বরূপ, স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীরদ্বয়ের কারণ নিজস্বরূপের বিষয়ে অজ্ঞানময় যে সত্তা তাহাকে কারণশরীর বলে। কারণশরীর উৎপন্ন হইবামাত্র জীবের মধ্যে অহংভাবের বিকাশ হইয়া থাকে এবং তজ্জন্য সূক্ষ্ম শরীরের দ্বারা ভোগাদির নিমিত্ত জীবের ভিতর স্বভাবতঃই প্রেরণা উৎপন্ন হয়। এই প্রেরণাই কারণশরীরের উপর সূক্ষ্মশরীরোৎপত্তির কারণ হইয়া থাকে। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

অন্তঃশরীর-আকাশাৎ পুরুষস্য বিচেষ্টতঃ।
ওজঃ মনো বলং জজ্ঞে ততঃ প্রাণো মহানণুঃ॥
প্রাণেনাক্ষিপতা ক্ষুত্তৃড়ন্তরা জায়তে বিভোঃ।

পিপাসতোজক্ষতশ্চ প্রাঙ্মুখং নিরভিদ্যত ॥
মুখতস্তালুনির্ভিন্নং জিহ্বা তত্রোপজায়তে।
ততো নানারসো জজ্ঞে জিহ্বয়া যোঽধিগম্যতে ॥
বিবক্ষোর্মুখতো ভূয়ো বহ্নির্বাগ্ব্যাহৃতং তয়োঃ।
জলে চৈতস্যুরুচিরং নিবোধঃ সমজায়ত ॥
নাসিকে নিরভিদ্যেতাং দোধুয়তি নভস্বতি।
তত্র বায়ুর্গন্ধবহো ঘ্রাণো নসি জিঘৃক্ষতঃ ॥ ইত্যাদি।

আত্মার প্রেরণায় অনন্তাকাশে ক্রিয়া-শক্তির স্ফুরণ হইয়া থাকে এবং তাহা হইতেই ইন্দ্রিয়, মন, বল ও সূক্ষ্মপ্রাণের বিকাশ হয়। প্রাণের স্পন্দনে ক্ষুধা-তৃষ্ণার বিকাশ হইলেই তন্নিবারণার্থ মুখের উৎপত্তি হয় এবং মুখমধ্যে তালু ও রসগ্রাহী রসনেন্দ্রিয়ের বিকাশ হইয়া থাকে। তদনন্তর কথা কহিবার ইচ্ছা হইলেই বাগিন্দ্রিয় এবং বহ্নি দেবতার বিকাশ হয়। প্রাণবায়ুর অত্যন্ত সঞ্চার এবং গন্ধ গ্রহণের ইচ্ছা হওয়ামাত্র ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বিকাশ হইয়া থাকে। এই প্রকারের অবিদ্যোপহিত চৈতন্যে অহংভাবের সূচনা হইয়াই তৎপ্রেরণায় কারণশরীরের দ্বারা সূক্ষ্মশরীর আকৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সূক্ষ্মশরীর বা লিঙ্গশরীর সপ্তদশ সূক্ষ্ম উপাদানে গঠিত। যথা পঞ্চদশীতে—

বুদ্ধিকর্ম্মেন্দ্রিয়প্রাণপঞ্চকৈর্মনসা ধিয়া।
শরীরং সপ্তদশভিঃ সূক্ষ্মং তল্লিঙ্গমুচ্যতে ॥

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, মন এবং বুদ্ধি (যাহার মধ্যে চিত্ত ও অহঙ্কার অন্তর্ভুক্ত)* এই সপ্তদশ উপাদানে সূক্ষ্মশরীর উৎপন্ন হইয়া থাকে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক্ এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়। বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়। প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান এই পাঁচটি প্রাণ। ইহারা সকলেই সূক্ষ্ম বস্তু, স্থূল কেহই নহে। চক্ষু বলিতে স্থূল চক্ষু-গোলক নহে, যে সূক্ষ্মশক্তির দ্বারা স্থূল চক্ষু-গোলক দর্শনক্রিয়া সম্পাদন করে তাহাকেই চক্ষুরিন্দ্রিয় বলা হয়। এইরূপে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। পঞ্চ প্রাণ ও সূক্ষ্ম শক্তি যাহার দ্বারা পঞ্চ স্থূলবায়ুর কার্য্য করিয়া থাকে। এইজন্য উহাও সূক্ষ্ম শরীরের অন্তর্গত। মনের স্বভাব সঙ্কল্প বিকল্প করা এবং বুদ্ধির স্বভাব নিশ্চয় করিয়া দেওয়া। চিত্ত, মন ও

বুদ্ধির দ্বারা অর্জ্জিত সমস্ত সংস্কারের আশ্রয় স্থান এবং অহঙ্কার বুদ্ধির মূলে থাকিয়া জীবাত্মার কর্তৃত্বভ্রম উৎপন্ন করে। এইরূপে সূক্ষ্মশরীর উৎপন্ন হইবার পর তাহার বেগে পাঞ্চভৌতিক স্থূল শরীর আকৃষ্ট হইয়া থাকে। কারণ সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় ভোগের যন্ত্ররূপ স্থূল ইন্দ্রিয় সমূহ ভিন্ন ভোগ সম্পাদন করিতে পারে না। এইজন্য সূক্ষ্ম মনের সহিত একাদশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ভোগের নিমিত্ত প্রেরণা উৎপন্ন হইলেই ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম-নির্ম্মিত স্থূলশরীর উৎপন্ন হইয়া সূক্ষ্মশরীরের উপর অবস্থিত হয়। এইরূপে ব্যাপক প্রকৃতি-পুরুষরাজ্যে স্বাভাবিক প্রকৃতি স্পন্দন দ্বারা জীবভাবের উৎপত্তি এবং জীবাত্মার সহিত স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ-শরীরের সম্পর্ক হইয়া থাকে। উল্লিখিত শরীরত্রয়কে বেদান্তশাস্ত্রে পঞ্চকোষও বলা হইয়া থাকে। যথা—পাঞ্চভৌতিক স্থূলশরীর অন্নময় কোষ। পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণশক্তিগুলি মিলিয়া প্রাণময় কোষ। পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মন মিলিয়া মনোময় কোষ। পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি মিলিয়া বিজ্ঞানময় কোষ। অবিদ্যামূলক কারণশরীর আনন্দ-ময় কোষ। এইরূপে তিন শরীর বা পঞ্চকোষযুক্ত জীবাত্মাকেই জীব বলা হইয় থাকে এবং এই জীবই অনাদি মায়ার চক্রে লক্ষ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে মনুষ্য-যোনি প্রাপ্ত হয় এবং মনুষ্য-যোনির মধ্যে স্বেচ্ছাকৃত কর্ম্মের দ্বারা কখন স্বর্গে, কখন নরকে, কখন দেব-যোনিতে, কখন মনুষ্য-পশ্বাদি যোনিতে যন্ত্রারূঢ়ের মত বিঘূর্ণিত হইয়া থাকে। উহা কেন এবং কি প্রকারে হয়, তাহাই অতঃপর আলোচিত হইবে।

জীবের গতি।

অনাদ্যানন্তা প্রকৃতিমাতার অসীমঅঙ্কে চিজ্জড়-গ্রন্থি-যোগে কতই জীব অনবরত উৎপন্ন হইতেছে এবং দুর্ল্লভ নিঃশ্রেয়সপদ-প্রাপ্তি পর্য্যন্ত ঘটিকাযন্ত্রের মত জনম-মরণ-চক্রে কতই ঘূর্ণিত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? মহর্ষি বশিষ্ঠ বলিয়াছেন—

এবং জীবাশ্রিতা ভাবা ভবভাবন-মোহিতাঃ।
ব্রহ্মণঃ কল্পিতাকারাল্লক্ষশোঽপ্যথ কোটিশঃ॥
অসংখ্যাতাঃ পুরা জাতা জায়ন্তে চাপি চাদ্য ভোঃ।
উৎপতিষ্যন্তি চৈবাম্বুকণৌঘা ইব নির্ঝরাৎ॥

স্ববাসনাদশাবেশাদাশাবিবশতাং গতাঃ।
দশাস্বতিবিচিত্রাসু স্বয়ং নিগড়িতাশয়াঃ॥
অনারতং প্রতিদিশং দেশে দেশে জলে স্থলে।
জায়ন্তে বা ম্রিয়ন্তে বা বুদ্‌বুদা ইব বারিণি॥
কেচিৎ প্রথমজন্মানঃ কেচিজ্জন্মশতাধিকাঃ।
কেচিদ্বা জন্মসংখ্যাকাঃ কেচিদ্দ্বি-ত্রিভবান্তরাঃ॥
ভবিষ্যজ্জাতয়ঃ কেচিৎ কেচিদ্ ভূতভবোদ্ভবাঃ।
বর্ত্তমানভবাঃ কেচিৎ কেচিত্ত্বভবতাং গতাঃ॥
কেচিৎ কল্পসহস্রাণি জায়মানাঃ পুনঃপুনঃ।
একামেবাস্থিতা যোনিং কেচিদ্ যোন্যন্তরং শ্রিতাঃ॥
কেচিন্মহাদুঃখসহাঃ কেচিদল্পোদয়াঃ স্থিতাঃ।
কেচিদত্যন্তমুদিতাঃ কেচিদর্কাদিবোদিতাঃ॥
কেচিৎ কিন্নরগন্ধর্ব্ব-বিদ্যাধরমহোরগাঃ।
কেচিদর্কেন্দ্রবরুণাস্ত্র্যক্ষাধোক্ষজপদ্মজাঃ॥
কেচিৎ কুষ্মাণ্ডবেতালযক্ষরক্ষঃপিশাচকাঃ।
কেচিদ্ ব্রাহ্মণভূপালা বৈশ্যশূদ্রগণাঃ স্থিতাঃ॥
কেচিচ্ছ্বপচচাণ্ডালকিরাতাবেশপুক্কসাঃ।
কেচিত্তৃণৌষধীঃ কেচিৎ ফলমূলপতঙ্গকাঃ॥
কেচিদ্ ভুজঙ্গগোনাসকৃমিকীটপিপীলিকাঃ।
কেচিন্মৃগেন্দ্রমহিষ মৃগাজচমরৈণকাঃ॥
আশাপাশ-শতৈর্বদ্ধা বাসনাভাবধারিণঃ।
কায়াৎ কায়মুপাজন্তি বৃক্ষাৎ বৃক্ষমিবাণ্ডজাঃ॥
তাবদ্ ভ্রমন্তি সংসারে বারিণ্যাবর্ত্তরাশয়ঃ।
যাবন্মূঢ়া ন পশ্যন্তি স্বমাত্মানমনিন্দিতম্॥
দৃষ্ট্বাত্মানমসৎ ত্যক্ত্বা সত্যামাসাদ্য সংবিদম্।
কালেন পদমাগত্য জায়ন্তে নেহ তে পুনঃ॥

এইরূপে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি চিদংশ জীব সংসার ভাবনায় ভাবিত চিত্ত হইয়া নিয়ত নিয়তি-চক্রে পরিভ্রমণ করিতেছে। অসংখ্য পূর্ব্বেই উৎপন্ন হইয়াছে,

অসংখ্য এখনও উৎপন্ন হইতেছে এবং নির্ঝরিণী-নিঃসৃত জল-কণার মত অসংখ্য ভবিষ্যতেও উৎপন্ন হইবে। জীব স্ববাসনায় আশা-বিবশ হইয়া অতি বিচিত্রভাবে বন্ধনপ্রাপ্ত হইতেছে এবং সমুদ্রে জলবুদ্‌বুদের মত জলে স্থলে অনুক্ষণ কালের কবলে কবলিত হইতেছে। কাহারও একই জন্ম হইয়াছে, কাহারও শতাধিক জন্ম হইয়া গিয়াছে, কেহ বা কল্পে কল্পে জন্মধারণ করিয়াছে, কেহ এখনই জন্ম লইবে এবং কেহ লইতেছে। কাহারও মহান্ দুঃখ হইতেছে, কেহ সামান্য দুঃখী এবং কেহ দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইতেছে। কাহারও কিন্নর-গন্ধর্ব্বাদি যোনি প্রাপ্তি হইতেছে, কেহ কর্ম্মফলে সূর্য্য—চন্দ্র-বরুণ বা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর হইতেছেন, কেহ বেতাল যক্ষ-রক্ষ-পিশাচাদি যোনিলাভ করিতেছে এবং কাহারও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাদি মানব জন্মলাভ হইতেছে। কেহ শ্বপচ চণ্ডালাদি নীচযোনি প্রাপ্ত হইতেছে, এবং কেহ তৃণৌষধি ইত্যাদি উদ্ভিদযোনি, কৃমি-কীটাদি স্বেদজযোনি, মৃগেন্দ্র-মহিষাদি পশু-যোনি ও সারসহংসাদি অণ্ডজ-যোনি সমূহে জন্মলাভ করিতেছে। অবিদ্যায় বিবিধভাবে মুগ্ধ হইয়া এইরূপে সমস্ত জীব বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরগত পক্ষীর মত শরীর হইতে শরীরান্তর প্রাপ্ত হইতেছে। এবং আনন্দময় পরমাত্মার দর্শন না হওয়া পর্য্যন্ত অনন্ত জলাবর্ত্তের মত সংসার-চক্রে আবর্ত্তন করিতেছে। এইরূপে লক্ষ লক্ষ জন্ম সংসার-চক্রে পরিভ্রমণ করিবার পর কদাচিৎ কালপ্রাপ্ত হইলে পর তবে জীব মায়াজাল হইতে মুক্তিলাভ করে এবং তখনই জীব নীজের ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি করিয়া জনন-মরণ-চক্র হইতে চিরকালের জন্য নিস্তার লাভ করিয়া থাকে। ইহাই মহর্ষি বশিষ্ঠ বর্ণিত অনন্তবিলাসময়ী জীবসৃষ্টির অনন্ত ধারা। এখন এই জীবধারার প্রথমযোনি হইতে শেষযোনি পর্য্যন্ত জীব কি প্রকারে অগ্রসর হয় ক্রমশঃ তাহাই বর্ণিত হইবে।

মনুষ্যেতর যোনিসমূহে জীবের চতুর্থ গতি,

সংস্কার বিনা ক্রিয়া হইতে পারে না এবং ক্রিয়া বিনা জীব প্রকৃতির উন্নতিশীল প্রবাহে অগ্রসর হইতেও পারে না, এজন্য চিজ্জড়-গ্রন্থিদ্বারা জীবভাবের বিকাশের পর তিনশরীরবিশিষ্ট জীবের প্রকৃতি-প্রবাহে অগ্রসর হইবার নিমিত্ত ক্রিয়ার প্রয়োজন। সে ক্রিয়ার সংস্কার কোথা হইতে আসিবে? শাস্ত্র বলেন—প্রাকৃতিক স্পন্দনই ক্রিয়া অর্থাৎ জীবভাব উৎপন্ন করিবার জন্য তমোগুণ হইতে রজোগুণের দিকে প্রকৃতির যে গতি, সেই গতিনিবন্ধন স্পন্দন হইতেই প্রাকৃতিক ক্রিয়া

উৎপন্ন হয় এবং এই ক্রিয়ার সংস্কারকে আশ্রয় করিয়াই উদ্ভিদ-যোনি হইতে মনুষ্য-যোনির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সমস্ত জীব অগ্রসর হইয়া থাকে। আর্য্যশাস্ত্রে জীবভাবের বিকাশের প্রথম যোনিকে উদ্ভিজ্জ বলা হইয়াছে এবং ঐ যোনি হইতে মনুষ্য-যোনির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চতুরশীতি লক্ষযোনি প্রত্যেক জীবকে ভ্রমণ করিতে হয়, এরূপ সিদ্ধান্ত নির্ণীত হইয়াছে। যথা বৃহৎ বিষ্ণুপুরাণে—

স্থাবরে লক্ষবিংশত্যো জলজং নবলক্ষকম্।
কৃমিজং রুদ্রলক্ষঞ্চ পক্ষিজং দশলক্ষকম্॥
পশ্বাদীনাং লক্ষত্রিংশচ্চতুর্লক্ষঞ্চ বানরে।
ততো হি মানুষা জাতাঃ কুৎসিতাদেব্বিলক্ষকম্॥

মনুষ্য-যোনি লাভের পূর্ব্বে প্রথমতঃ জীবের বিশ লক্ষবার উদ্ভিদ্-যোনি লাভ হয়, তাহার পর একাদশ লক্ষবার স্বেদজ-যোনি লাভ হয়, তাহার পর উনবিংশতি লক্ষবার অণ্ডজ-যোনি লাভ হয় এবং তাহার পর চতুস্ত্রিংশৎ লক্ষবার পশু-যোনি লাভ হয়। এইরূপে চতুরশীতি লক্ষ যোনি ভোগ হইবার পর তবে জীব মনুষ্য-যোনি লাভ করিতে পারে। মনুষ্য-যোনি লাভের পূর্ব্বে জীবের অন্তিমজন্ম কোন যোনিতে হইয়া থাকে এবিষয়ে শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, ত্রিগুণানুসারে জীবের মনুষ্যের প্রবাহে অন্তিমজন্মও তিন প্রকারের হইয়া থাকে। যথা, তমোগুণানুসারে অন্তিমজন্ম বানরের হয়, তাহার প্রমাণ উপরেই দেওয়া হইয়াছে। সত্ত্বগুণানুসারে অন্তিমজন্ম গোজাতিতে হয়। যথা পদ্মপুরাণে—

চতুরশীতিলক্ষান্তে গোজন্মা তৎপরং নরঃ।

চুরাশিলক্ষ যোনির অন্তে গোজন্ম হইয়া তৎপরে মনুষ্যজন্ম লাভ হয়। রজোগুণানুসারে অন্তিমজন্ম সিংহের হয়; এই বিষয়েও শাস্ত্রে প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সকল যোনি প্রাপ্তির বিষয়ে বেদেও বর্ণন আছে। যথা, ঋগ্বেদীয় ঐতরেয়োপনিষদে—

"এষ চেতরাণি চাণ্ডজানি চ স্বেদজানি চোদ্ভিজ্জানি চ।"

মনুষ্যেতর যোনিতে জীব উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ এবং জরায়ুজ এই চার যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জীবের এইরূপ যোনিলাভ কেবল স্থূলশরীরের পরিবর্ত্তনের দ্বারাই হইয়া থাকে। সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরের পরিবর্ত্তন বা নাশ হয় না। যথা ছান্দোগ্যোপনিষদে—

জীবাপেতং বাব কিলেদং ম্রিয়তে ন জীবো ম্রিয়তে।

সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরযুক্ত জীবাত্মাকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে স্থূল শরীরেরই মৃত্যু হইয়া থাকে; জীবাত্মার মৃত্যু হয় না। এইরূপ গীতাতেও ভগবান্ বলিয়াছেন যথা—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

যে প্রকার জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্য নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকে সেইরূপ জীবাত্মা জীর্ণশরীর ত্যাগ পূর্ব্বক অন্য নূতন শরীর পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। এইরূপে জীবাত্মার স্থূলশরীর পরিত্যাগকেই মৃত্যু বলা হয়। প্রথম উদ্ভিদ্-যোনি হইতে শেষ উদ্ভিদ্-যোনি পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম ও কারণশরীরযুক্ত জীবাত্মা বিশ লক্ষবার এইপ্রকারে একের পর দ্বিতীয়, দ্বিতীয়ের পর তৃতীয় ক্রমানুসারে ক্রমোন্নত উদ্ভিদ্-যোনি গ্রহণ করিয়া উক্ত যোনিকে সমাপ্ত করেন। তদনন্তর জীবাত্মা ১১ লক্ষবার ক্রমোন্নত স্বেদজ কীটাদির যোনিসমূহ প্রাপ্ত হন। স্বেদজ-যোনির পর ১৯ লক্ষবার জীবের ক্রমোন্নত অণ্ডজ-যোনি প্রাপ্তি হয়। উহার মধ্যে জলোৎপন্ন মৎস্য,মকরাদি ক্রমোন্নত অণ্ডজ-যোনি ৯ লক্ষবার এবং স্থলোৎপন্ন বিহঙ্গ পতঙ্গাদি ক্রমোন্নত অণ্ডজ-যোনি ১০ লক্ষবার প্রাপ্তি হয়। অণ্ডজ-যোনি সমাপ্ত করিয়া জীব জরায়ুজ পশু-যোনির মধ্যে প্রবেশ করে এবং ৩৪ লক্ষবার ক্রমোন্নত পশু-যোনি সমূহ প্রাপ্ত হইয়া তবে জরায়ুজ পশু-যোনি সমাপ্ত করিতে পারে। এইরূপে ৮৪ লক্ষবার মনুষ্যেতর যোনিসমূহে জন্ম হইবার পর তবে জীবের মনুষ্য-যোনি লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু মনুষ্যেতর যোনিসমূহে যেরূপ জন্মগ্রহণের সংখ্যা শাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে মনুষ্য-যোনিতে সেইরূপ সংখ্যানির্দ্ধারণ হইতে পারে না। ইহার কারণ এই যে মনুষ্যেতর যোনিসমূহে জীবের বুদ্ধি বিকাশ ও অহঙ্কার বিকাশ না হওয়ায় জীব ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য কোন কর্ম্মই নিজে করিতে পারে না। প্রবাহিনী-পতিত কাষ্ঠ-খণ্ডের ন্যায় তমোগুণ হইতে ক্রমোর্দ্ধগামিনী ব্রহ্মাণ্ড-প্রকৃতির প্রবাহে জীবকে প্রবাহিত হইতে হয়। অতএব যখন ব্রহ্মাণ্ড-প্রকৃতি ক্রমশঃ উপরের দিকে উঠেন এবং জীব সেই প্রবাহে পড়িয়া থাকে, তখন মনুষ্যেতর যোনিসমূহে জীবের কখনই পতন হইতে পারে না। প্রথম উদ্ভিদ হইতে শেষ পশু পর্য্যন্ত তাহার অবাধ ক্রমোন্নতিই হইয়া থাকে। এইরূপে বাধাহীন ক্রমোন্নতি

হওয়ার জন্যই মহর্ষিগণ জীব-গতির উপর সংযম করিয়া ৮৪ লক্ষ যোনির সংখ্যা নির্দ্দেশ করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু মনুষ্য-যোনিতে আসিলেই জীবের বুদ্ধি বাড়িয়া যায়, অহঙ্কার বাড়িয়া যায়, জীব নিজের শরীর ও ইন্দ্রিয়ের উপর প্রভুত্ব করিয়া ভালমন্দ কত কর্ম্মই করে এবং সেই সকল স্বতন্ত্র কর্ম্মের দ্বারা কখন স্বর্গে, কখন নরকে ইত্যাদি কত যে সুদশা দুর্দ্দশাই লাভ করে, তাহার ইয়ত্তা হইতে পারে না। কারণ সে যখন স্বতন্ত্র, তখন তাহার কর্ম্ম-সংস্কার স্বতন্ত্র এবং কর্ম্মের বশে উচ্চাবচ বিবিধ যোনিপ্রাপ্তিও নিশ্চিত। অতএব মনুষ্য-যোনিতে কতবার জন্মগ্রহণ করিয়া তবে মনুষ্য পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইতে পাবে, ইহা সকল মনুষ্যের পক্ষে একরূপও হইতে পারে না এবং ইহার সংখ্যা নির্ণয়ও হইতে পারে না।

মনুষ্য ও তদিতর যোনি সমূহে কর্ম্মের তারতম্য।

মনুষ্যেতর সমস্ত যোনিতে জীব ব্রহ্মাণ্ড-প্রকৃতির স্পন্দন জনিত প্রাকৃতিক সংস্কারকে আশ্রয় করিয়া প্রবাহপতিত রূপে অগ্রসর হইয়া থাকে। এজন্য ঐ সকল যোনিতে জীব সমূহের ঐরূপই চেষ্টা হইবে যেরূপ ক্রমোন্নতিশীল প্রবাহে জীব অগ্রসর হইতেছে। উহা ক্রমোন্নতি অনুসারে পৃথক পৃথক হইলেও এক প্রবাহে একইরূপ হইবে। এই জন্যই মনুষ্যেতর যোনি সমূহে সমশ্রেণীর জীবের মধ্যে সমানরূপ চেষ্টাই দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন সিংহ বা ব্যাঘ্রকে কেহ কখনও ঘাস খাইতে দেখিবেন না। ইহারা নিজের প্রকৃতি অনুসারে মাংসই খাইবে। আবার গরু কদাপি মাংস না খাইয়া ঘাসই খাইবে। এইরূপে ব্রহ্মাণ্ড প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন স্পন্দনজনিত ভিন্ন ভিন্ন সংস্কার ও স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া নানা যোনির মধ্য দিয়া জীব ক্রমশঃ অগ্রসর হয়। কিন্তু ঐ সকল সংস্কার ব্রহ্মাণ্ড-প্রকৃতি দ্বারা প্রাপ্ত হয় বলিয়া উহাদের সহিত জীবের স্বামিত্ব-সম্বন্ধ থাকে না এবং এই জন্যই মনুষ্যেতর জীবসমূহের মধ্যে পূর্ব্বজন্মের সংস্কার পরজন্মের কারণরূপ হয় না। পূর্ব্বজন্মের সমাপ্তির সময় পূর্ব্বজন্ম-প্রদ প্রাকৃতিক সংস্কার ব্রহ্মাণ্ড-প্রকৃতির মধ্যেই থাকিয়া যায় এবং জীব প্রকৃতি-চালিত হইয়া আগামী জন্মের নূতন সংস্কার নূতন প্রাকৃতিক স্পন্দনের ফলরূপে নূতন ভাবেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং তাহার নূতন জন্মের চেষ্টাও তদ্রূপ হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তরূপে বুঝা যাইতে পারে যে যদি কোন জীবের প্রাকৃতিক সংস্কারানুসারে শ্বান-যোনি প্রাপ্তি হয়, তবে সে শ্বান-যোনি-সুলভ মাংস ভক্ষণই করিবে এবং নিদ্রা-ভয়-মৈথুনও শ্বানপ্রকৃতির সংস্কারানুসারে করিবে।

কিন্তু যদি শ্বান-যোনি শেষ হইবার পর তাহার অশ্ব-যোনিলাভ হয় তবে আর শ্বান-যোনির সংস্কার তাহাকে আদৌ আশ্রয় করিবে না, সে নবীন অশ্ব-যোনির সংস্কারবশে মাংস খাওয়া ভুলিয়া গিয়া ঘাস খাইতে আরম্ভ করিবে। অর্থাৎ সে শ্বান-যোনিতে মাংস খাইত, সুতরাং সেই সংস্কারবশে পরের যোনিতেও খাওয়া উচিত এরূপ হইবে না। অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে মনুষ্যেতর যোনিসমূহে জীবের গতি একমাত্র প্রাকৃতিক সংস্কারের বলেই হইয়া থাকে, উহাতে পূর্ব্বকর্ম্মের সহিত পরবর্ত্তী কর্ম্মের কোনই সম্বন্ধ থাকে না এবং প্রারব্ধ-সঞ্চিত আদি কোনপ্রকার সংস্কার বৈচিত্র্যও উহার মধ্যে নাই। পরন্তু মনুষ্য-যোনিতে পদার্পণ করিয়া জীবের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এ সময় বুদ্ধি-বিকাশ এবং নিজশরীর ও ইন্দ্রিয়গণের উপর মমত্ব সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়াতে মনুষ্য ব্রহ্মাণ্ড-প্রকৃতির সংস্কার-ধারাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বতন্ত্র কর্ম্ম প্রভাবে ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র সংস্কার উৎপন্ন করিতে থাকে। তদনুসারে মনুষ্য-যোনিতে আসিয়া পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে জীবের আগামী জন্মপ্রাপ্তি হইয়া থাকে এবং উন্নত বা অবনত নিজকৃত প্রারব্ধানুসারে উন্নত বা অবনত জন্মলাভ হইয়া থাকে। এই কারণ বশতই মনুষ্যেতর যোনি-সমূহে কেবল মাত্র প্রাকৃতিক সংস্কার (Instinct) থাকিলেও মনুষ্য-যোনিতে আসিয়া জীব প্রারব্ধ, সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ এই তিনপ্রকার স্বোপার্জ্জিত সংস্কারবশে ভিন্ন ভিন্ন গতি লাভ করিয়া থাকে। পশ্বাদি যোনিসমূহে ব্রহ্মাণ্ড প্রকৃতির অধীনতা এবং শরীর ও ইন্দ্রিয় সমূহের উপর স্বামিত্বের অভাব থাকার জন্য পশু প্রভৃতির মধ্যে আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনাদি সকল ক্রিয়াই নিয়মিত হইয়া থাকে। উহাতে প্রাকৃতিক নিয়মবিরুদ্ধতা অথবা অপ্রাকৃতিক বলাৎকারের সহিত কোন কার্য্যই হয় না। এই জন্যই পশুপক্ষী আদির মধ্যে অনিয়মিত মৈথুনাদি কদাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে সৃষ্টি-কার্য্যের জন্য ঋতুকাল উপস্থিত হইলে উহাদের মধ্যে স্বয়ংই মৈথুনেচ্ছা উৎপন্ন হইয়া থাকে। আবার সৃষ্টিক্রিয়া সম্পাদনের পরেই ঐ ইচ্ছা একেবারে বিলুপ্ত হয়। সে সময় স্ত্রী-পুরুষ একসঙ্গে থাকিলেও কাম-প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয় না। কিন্তু মনুষ্যযোনিতে আসিলেই উদ্দাম ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তির বশে জীব ব্রহ্মাণ্ডপ্রকৃতির এই মধুর নিয়মকে অতিক্রম করে এবং অনিয়মিত ভাবে যথেচ্ছ ইন্দ্রিয়-সেবা-পরায়ণ হইয়া প্রকৃতির ক্রমোন্নতিশীল প্রবাহ হইতে পৃথক হইয়া পড়ে। এই কারণেই পশ্বাদি জীবের মধ্যে আহার

নিদ্রা, ভয়,মৈথুনাদি নিয়মিতভাবে হইলেও মনুষ্য-যোনিতে আসিয়া জীবের ঐসকল ক্রিয়া অনিয়মিত হইয়া যায়। ব্রহ্মাণ্ড প্রকৃতির ধারা তমোগুণ হইতে সত্ত্বগুণের দিকে ক্রমোন্নত হয় বলিয়া মনুষ্যেতর জীবসমূহ এই ধারার অবলম্বনে যতই উর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হয়, ততই উহাদের মধ্যে পঞ্চকোষের ক্রমবিকাশ এবং তন্নিবন্ধন শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিসম্বন্ধীয় বিবিধ বৃত্তির স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। প্রত্যেক জীব-শরীরের উপাদানের মধ্যে তিন শরীর অথবা পঞ্চকোষের সম্বন্ধ থাকে বলিয়া জীবমাত্রের মধ্যেই পঞ্চকোষ বিদ্যমান থাকে। কেবল প্রভেদ এই যে নিম্নশ্রেণীর জীবের মধ্যে সকল কোষের বিকাশ হয় না। জীবের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কোষ সমূহেরও ক্রমবিকাশ হইয়া থাকে। তদনুসারে উদ্ভিজ্জ যোনিতে অন্নময় কোষের বিকাশ, স্বেদজে অন্নময় ও প্রাণময় উভয়েরই বিকাশ, অণ্ডজে অন্নময়, প্রাণময় ও মনোময় তিন কোষেরই বিকাশ, এবং জরায়ুজ পশু-যোনিতে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময় এবং বিজ্ঞানময় চার কোষেরই বিকাশ হইয়া থাকে। উদ্ভিদে কেবল অন্নময় কোষের বিকাশ হয় বলিয়া এই যোনিতে জীব প্রাণ-ক্রিয়া দ্বারা একস্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিতে পারে না; কিন্তু স্বেদজে প্রাণময় কোষেরও বিকাশ হওয়ায় স্বেদজ কীটাদি ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতে পারে এবং নিজের প্রাণ-শক্তির দ্বারা মহামারী আদি উৎপন্ন করিয়া পরের প্রাণকে বিপদ্‌গ্রস্তও করিতে পারে। অণ্ডজে মনোময় কোষের বিকাশের জন্যই অণ্ডজ কপোত, চক্রবাক আদি পক্ষীর মধ্যে অপূর্ব্ব অপত্যস্নেহ ও দাম্পত্যপ্রেম দেখা গিয়া থাকে। জরায়ুজ পশুগণের মধ্যে অন্নময়াদি কোষত্রয়ের অতিরিক্ত বিজ্ঞানময় কোষেরও স্ফূর্ত্তি হয় বলিয়া পশুগণ নানাবিধ মনোবৃত্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তিরও পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। গোমাতা নিজের সন্তানকে বুভুক্ষু রাখিয়াও জগজ্জনের পরিপালনের জন্য অমৃতধারা বর্ষণ করেন। অন্ন-কণা-তৃপ্ত শ্বান কৃতজ্ঞতার সহিত বিনিদ্র-রজনীতে নিজ স্বামীর সম্পত্তিরক্ষা করিয়া থাকে এবং প্রভুর বিপদে অবলীলাক্রমে আত্মবলিদান করিয়া ধন্য হয়। পশুরাজ সিংহ দুর্ব্বল পশুর উপর কদাপি আক্রমণ করে না এবং যৌবনাবস্থায় পিতামাতার দ্বারা সংগৃহীত মৃগ-মাংসও ভক্ষণ না করিয়া নিজের বীরত্বে সংগৃহীত মাংসভোজন করিয়া থাকে। এইরূপে চারি কোষের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যেতর জীবসমূহে ক্রমোন্নত বৃত্তিসমূহের স্ফূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। তথাপি এই সকল যোনিতে আনন্দময় কোষের বিকাশ হয় না। এবং ইহাদের

মধ্যে বিকশিত বুদ্ধি-বৃত্তিও স্বশরীরের উপর অভিমান আনয়ন করিবার যোগ্য হয় না। আনন্দময় কোষের বিকাশ না হওয়ার জন্যই মনুষ্যেতর জীবেরা হাসিতে পারে না। হৃদয়ানন্দ বিকাশসূচক স্পষ্ট হাসি মনুষ্যই হাসিয়া থাকে। কারণ আনন্দময় কোষের বিকাশ মনুষ্যের মধ্যেই হইয়া থাকে। এই আনন্দময় কোষের বিকাশের জন্যই "আমার শরীর, আমার ইন্দ্রিয়, আমি ইহাদের দ্বারা যথেচ্ছ ভোগ করিতে পারি" ইত্যাদিরূপ বুদ্ধি ও বাসনা উৎপন্ন হইয়া মনুষ্যের মধ্যে ইন্দ্রিয় লালসাকে বলবতী করিয়া দেয়। কারণ যাহার মধ্যে যে শক্তি আছে সে যদি জানে যে আমার এই শক্তি এবং ইহার দ্বারা এই সুখসাধন করিতে পারি, তবে স্বভাবতঃই তাহার ইচ্ছা-শক্তিচালনা ও সুখভোগের দিকে বাড়িয়া উঠিবে। মনুষ্যেতর জীবের মধ্যে ইন্দ্রিয়ভোগ-শক্তি থাকিলেও উহার জ্ঞান থাকে না এজন্য প্রকৃতি ঐ ইন্দ্রিয়-লালসাকে নিয়মিত করিতে পারে। মনুষ্যে ইন্দ্রিয়ের শক্তি ও জ্ঞান, শরীরের উপর অহঙ্কার সবই পরিস্ফুট হয়। এবং এই জন্যই অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা দ্বারা মনুষ্য প্রকৃতির ক্রমোন্নতিশীল প্রবাহ হইতে চ্যুত হইয়া পড়ে এবং ইহাতে তাহার আবার অধোগতির আশঙ্কা উপস্থিত হইয়া থাকে। যে শক্তি মনুষ্যের এই অধোগমনের আশঙ্কা নিবারণ করিয়া মনুষ্যকে ক্রমোন্নতির অবসর প্রদান পূর্ব্বক পূর্ণত্বের দিকে অগ্রসর করে, সেই শক্তির নামই ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের বিধিই মানবীয় প্রকৃতি-প্রবৃত্তির বৈচিত্র্যানুসারে বেদাদি শাস্ত্রসমূহে সন্নিবেশিত হইয়াছে। মনুষ্যেতর যোনিসমূহে বুদ্ধি-বিকাশের অভাব ও অল্পতাহেতু শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মবিধির আশ্রয়ে ঐ সকল জীবের উন্নত হইবার শক্তি নাই। প্রকৃতি-মাতাই অসহায় শিশুর মত নিজের অঙ্কে ধারণ করিয়া ঐ সকল জীবকে উন্নত করিতে করিতে মনুষ্য-যোনি পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া থাকেন। উহাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত সুকর্ম্ম ও কুকর্ম্মের ভার প্রকৃতিমাতার উপরই থাকে। এজন্য মনুষ্যেতর যোনিসমূহে পাপ-পুণ্য কিছুই আশ্রয় করে না। ব্যাঘ্র ব্রহ্মহত্যা করিয়াও পাপী হয় না এবং গোমাতা দুগ্ধ দান করিয়াও পুণ্যবতী হন না। কারণ উহাদের অন্তঃকরণে ঐ সকল ক্রিয়ার কোনরূপ অনুকূল বা প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন হয় না। পরন্তু মনুষ্য-যোনিতে স্বকীয় কর্ম্মের অভিমান উৎপন্ন হইয়া থাকে; মনুষ্য বুঝিতে শিখে যে "আমি এই কার্য্য করিয়াছি"; তাহার আত্মার সহিত সুকৃত দুষ্কৃতের অভিমান ও সম্বন্ধ স্থাপিত হয় এবং এই জন্যই মনুষ্য-যোনিতে পাপ-পুণ্যের

দায়িত্ব উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই পাপ-পুণ্যের দায়িত্ব লইয়া মানুষ যদি শাস্ত্রাজ্ঞানুসারে ধর্ম্মকার্য্যে রত হয় তবেই অধোগতির সম্ভাবনা হইতে রক্ষা পায় এবং ক্রমশঃ উন্নত হইয়া নিঃশ্রেয়স পদ লাভ করে। নতুবা উদ্দাম ইন্দ্রিয় বৃত্তির বশে আবার মনুষ্যেতর যোনিতে পতিত হইয়া থাকে। অতএব সিদ্ধান্ত এই নিশ্চয় হইল যে মনুষ্যেতর যোনিসমূহে কর্ম্ম-স্বাতন্ত্র্য না থাকায় ব্রহ্মাণ্ড-প্রকৃতির আশ্রয়ে জীব ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া মনুষ্য-যোনি লাভ করে; কিন্তু বুদ্ধি-বিকাশের নিমিত্ত মনুষ্য-যোনিতে আসিয়া জীব স্বাভিমানের সহিত ব্যাপক প্রকৃতি হইতে পৃথক হইয়া নিজের ব্যক্তিগত ব্যষ্টি-প্রকৃতি লাভ করিয়া থাকে। এবং ঐ ব্যক্তিগত প্রকৃতির মধ্যে দ্বিবিধ বিশেষত্ব উৎপন্ন হয়। এক বিশেষতা শাস্ত্রাজ্ঞানুসারে উদ্দাম প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করিয়া নিঃশ্রেয়সের দিকে অগ্রসর হইবার শক্তিলাভ এবং দ্বিতীয় বিশেষতা ইন্দ্রিয় লালসায় অভিভূত হইয়া আবার নিম্নগতি প্রাপ্ত হইবার শক্তি লাভ। অতঃপর উল্লিখিত দ্বিবিধ শক্তির তারতম্যানুসারে মনুষ্য-যোনিতে জীবের কত প্রকার গতি ও জন্মজন্মান্তর হইয়া থাকে তাহাই আলোচিত হইবে।

কর্ম্মানুসারে মনুষ্যের সহজ গতি।

পশু-যোনি হইতে মনুষ্য-যোনিতে আসিয়া জীব প্রথমতঃ পশুবৎই আচরণ করিয়া থাকে; কারণ, প্রথম মানব যোনি হওয়ায় উহা পাশবিক প্রকৃতির প্রায়ই সমতুল্য হয়। পৃথিবীর অনেক অরণ্য-দেশে এখনও ঐরূপ পশুপ্রায় 'জঙ্গলী' মনুষ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। ব্যাপক-প্রকৃতি পশুদের জন্য যেমন নিজের স্পন্দনজনিত কর্ম্ম-সংস্কার উৎপন্ন করেন, সেইরূপ প্রাথমিক মনুষ্যের জন্যও করিয়া থাকেন। তবে বুদ্ধি-বিকাশের বৃত্তি-স্ফুরণোন্মুখ হওয়ায় মনুষ্য ব্যাপকপ্রকৃতির ঐ কর্ম্ম-প্রেরণাকে নিজের আত্মার সহিত অভিমানযুক্ত করিয়া লয় এবং তদনুসারে উহা তাহার ব্যক্তিগত কর্ম্মের কারণ হইয়া পড়ে। এই ব্যক্তিগত কর্ম্ম-সংস্কার মনুষ্য-যোনিতে তিনপ্রকারের হইয়া থাকে; যথা সঞ্চিত, ক্রিয়মাণ এবং প্রারব্ধ। অনেক জন্ম ধরিয়া মনুষ্য যে রাশি রাশি কর্ম্ম করিতেছে, অথচ সব কর্ম্মের ভোগ না হইয়া কেবল প্রবল কর্ম্মগুলিরই ভোগ হইতেছে, ঐ সকল অভুক্ত রাশিকৃত কর্ম্ম-সংস্কারকে সঞ্চিত বলে। সঞ্চিত কর্ম্মসকল চিত্তের গভীরদেশ যাহাকে চিদাকাশ বলে, তথায় সঞ্চিত থাকে এবং ধীরে ধীরে জন্মজন্মান্তরে ফলদান করে। নবীন বাসনার বশে প্রতিজন্মে মনুষ্য যে সকল নবীন নবীন কর্ম্ম করে, তাহার সংস্কারকে ক্রিয়মাণ সংস্কার বলে।

সঞ্চিত এবং ক্রিয়মাণ উভয়বিধ কর্ম্মের মধ্যে যে কর্ম্মগুলি প্রবলতম হওয়ায় চিত্তের উপরের দেশ অর্থাৎ চিত্তাকাশকে আশ্রয় করিয়া মনুষ্যকে ভোগায়তনরূপ নূতন জন্মের নূতন শরীর প্রদান করে তাহাদের নাম প্রারব্ধ সংস্কার। দৃষ্টান্তরূপে বুঝা যাইতে পারে যে যদি কোন মনুষ্য এক জন্মে এইরূপ ক্রিয়মাণ কর্ম্মসংস্কারসমূহ সংগ্রহ করে যে তাহাদের মধ্যে কতকগুলি কর্ম্ম স্বর্গ-প্রাপ্তির সাধনীভূত, কতকগুলি পশু-যোনিতে পাঠাইবার মত এবং কতকগুলি উন্নত মনুষ্য-যোনিতে আনিবার মত; তবে এত কর্ম্ম করিবার ফল এই হইবে যে তাহার মৃত্যুর সময়ে উক্ত তিন শ্রেণীর কর্ম্মের মধ্যে বলবত্তম কর্ম্মসংস্কারই তাহার চিত্তাকাশকে স্বতঃই আশ্রয় করিবে এবং উহাই প্রারব্ধ হইয়া তদনুসারে মনুষ্যকে পর জন্ম প্রদান করিবে। যদি তাহার মনুষ্য-জন্মযোগ্য সংস্কার বলবত্তম হয় তবে সে প্রথমে মনুষ্যই হইবে এবং পশুত্ব ও অমরত্ব পাইবার কর্ম্ম সঞ্চিত-কর্ম্মরূপে চিদাকাশে গচ্ছিত থাকিবে। মনুষ্য-যোনিতে কর্ম্ম স্বাতন্ত্র্য থাকায় যদি ঐ মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিয়া পুরুষার্থ-বলে অত্যুন্নত সংস্কারসমূহ সংগ্রহ করিতে পারে এবং ঐ সব সংস্কারের ফল পশু-যোনিপ্রাপ্তি বা স্বর্গপ্রাপ্তির নিমিত্ত সঞ্চিত কর্ম্মসংস্কার সমূহের অপেক্ষাও বলবান হয় তবে বলবত্তর কর্ম্ম সংস্কারের বেগে তাহার তদনুকূল জন্ম হইবে, পশুত্ব বা অমরত্ব প্রাপ্তি দ্বিতীয় জন্মে হইবে না। এবং যদি তাহার ভাগ্যবশে এইরূপই হয় যে সে ক্রমশঃ অত্যুন্নত সংস্কার সংগ্রহ করিতে করিতে মুক্ত হইয়া যায় তবে আর তাহার পশুত্বাদি যোনি প্রাপ্তি হইতে পারিবে না। তৎসম্বন্ধীয় কর্ম্মসংস্কার মহাকাশে বিলীন হইয়া যাইবে। আর যদি এরূপ না হয় তবে দ্বিতীয় জন্মে বা কালান্তরে পশুত্বাদির সংস্কারের দ্বারা তাহার পশু-যোনি প্রাপ্তি হইবে। মনুষ্য-যোনিতে কর্ম্ম স্বাতন্ত্র্য থাকায় মনুষ্য পুরুষার্থবলে মন্দ সংস্কারের বেগকে নষ্ট করিয়া উত্তম সংস্কার উৎপন্ন করিতে পারে। এজন্যই সকল যোনির মধ্যে মনুষ্য-যোনিকে শ্রেষ্ঠ বলা হয় এবং কোন অবস্থাতেই মনুষ্যের হতাশ হইবার প্রয়োজন নাই। কারণ সে অতীত জীবনে যতই পাপ করুক না কেন পুরুষার্থ করিলে ভবিষ্যৎ জীবনকে সে অবশ্যই ভাল করিতে পারে। কিন্তু উল্লিখিত ত্রিবিধ কর্ম্ম-ব্যবস্থানু-সারে যদি তাহার পশু-যোনি প্রাপ্তি বা স্বর্গীয় যোনি প্রাপ্তির যোগ্য কর্ম্ম-সংস্কার মনুষ্য-যোনি প্রাপ্তির যোগ্য কর্ম্ম-সংস্কার অপেক্ষা বলবান হয় তবে তাহার প্রথমতঃ পশু যোনি বা স্বর্গীয় যোনি প্রাপ্তি হইবে। এই সকল যোনি কেবল ভোগ যোনি

হওয়ায় তথায় মনুষ্য স্বতন্ত্র ভালমন্দ কোন কর্ম্মই করিতে পারে না। তাহাকে ঐ সকল যোনিতে ভোগ সমাপ্ত করিয়া নূতন কর্ম্মের জন্য আবার মনুষ্য-বিগ্রহ ধারণ করিতে হয়। এইরূপে প্রারব্ধ, সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ সংজ্ঞক ত্রিবিধ সংস্কারের বশে জীব ঘটীযন্ত্রের মত সংস্কার-চক্রে নিঃশ্রেয়সলাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অনবরত ভ্রমণ করিয়া থাকে। তাহার কখন স্বর্গ, কখন নরক, কখন দেব-যোনি, ঋষি-যোনি, কখন মনুষ্য, পশু, পক্ষী আদি কত যোনিই প্রাপ্তি হয়। মনুষ্য-যোনির মধ্যেও প্রাক্তন কর্ম্মবশে জীব নানাপ্রকার সুখদুঃখময়ী স্থিতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শ্রীভগবান্ পতঞ্জলি যোগদর্শনে বলিয়াছেন—

"ক্লেশমূলঃ কর্ম্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ।"

"সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ।"

অবিদ্যা রাগ-দ্বেষ প্রভৃতি ক্লেশসমূহ যাবতীয় কর্ম্মসংস্কারের মূল কারণ। বর্ত্তমান দৃষ্টজন্ম অথবা ভবিষ্যৎ অদৃষ্টজন্মে এই ক্লেশপ্রদ কর্ম্ম-সংস্কারের ভোগ হইয়া থাকে। অবিদ্যাদি ক্লেশ হৃদয়ে নিহিত থাকিলে মনুষ্য প্রাক্তন কর্ম্মের পরিণামরূপে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের জাতি, আয়ু এবং ভোগ লাভ করিয়া থাকে। কোন্ জাতির মধ্যে জন্ম হইবে আর্য্য কি অনার্য্য, ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র এই সকল প্রাক্তন কর্ম্মসাপেক্ষ। এবং যতদিনে পূর্ব্বপ্রারব্ধ সংস্কার শেষ হইতে পারে আয়ুও তত-দিনের জন্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুখদুঃখাদি ভোগও প্রাক্তনানুসারে হয়। তবে ইহাও নিশ্চিত যে অলৌকিক পুরুষার্থবলে মনুষ্য নিজের জাতিকে উন্নত অবনত, আয়ুকে কমবেশি এবং ভোগের মধ্যেও নানাপ্রকার তারতম্য করিতে পারে। মনুষ্য যৌগিক পুরুষার্থের বলে দৃষ্টসংস্কারকে অদৃষ্ট এবং অদৃষ্টকে দৃষ্টরূপে পরিণত করিতে পারে। এইরূপে একজন্মেই মনুষ্য উন্নত বা অবনত হইতে পারে। আর যদি এরূপ প্রবল পুরুষার্থ করিবার শক্তি বা সুবিধা উৎপন্ন না হয় তবে শাস্ত্রীয় বিধানা-নুসারে ভাবশুদ্ধিপূর্ব্বক বিষয় ভোগের দ্বারাও বিষয় বাসনা বলবতী না হইয়া ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া যায়। দৃষ্টান্তরূপে বুঝা যাইতে পারে যে যদি কোন লোভের বস্তুকে লোভের সহিত গ্রহণ না করিয়া ভগবৎ সমর্পণপূর্ব্বক তৎপ্রসাদ রূপে গ্রহণ করা যায় তবে লোভ-বুদ্ধি অবশ্যই মন্দীভূত হইবে। কামের বস্তুকে যথেচ্ছভাবে উপভোগ করিলে কাম-বাসনা মন্দীভূত না হইয়া ঘৃতাহুতিপ্রাপ্ত বহ্নির ন্যায় ক্রমশঃ প্রবলতরই হইয়া উঠে। কিন্তু ধার্ম্মিক সন্ততিলাভ-কামনায় দম্পতি যদি উভয়কে প্রজাপতি ও

বসুন্ধরার প্রতিমূর্ত্তি মনে করিয়া ধর্ম্মাবিরুদ্ধ কামসম্বন্ধ করে তবে উক্ত বাসনা বলবতী না হইয়া ক্রমশঃ নাশ প্রাপ্ত হইবে। এইরূপে ভাবশুদ্ধিপূর্ব্বক বিষয়ভোগের দ্বারাও মনুষ্য সদ্গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই সকল সংস্কার-শুদ্ধির সহায়তা গ্রহণে এবং অসৎ সংস্কার হইতে নিবৃত্তিলাভের নিমিত্ত সৎশাস্ত্রের সহায়তা গ্রহণ করা আবশ্যক। সেই শাস্ত্র ও ধর্ম্মাধিকার আধ্যাত্মিক জগতে ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি ও অধিকারানুসারে নানাপ্রকারের হইয়া থাকে। এই হেতুই সংসারে নানাবিধ ধর্ম্মমত পরিদৃষ্ট হয়। এই সবগুলিই সত্য, কারণ সবগুলিরই জীবের উচ্চনিম্ন অধিকারানুসারে উপযোগিতা এবং কল্যাণকারিতা আছে। এইজন্যই শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥

নিজের ধর্ম্ম সাধারণ অধিকারের হইলেও তাহাই ভাল। কারণ যাহার যে ধর্ম্মমতের ভিতরে জন্ম হয় উহা তাহার প্রকৃতির অনুকূল অবশ্যই হইবে। নতুবা সেখানে তাহার জন্ম হইত না। এবং প্রকৃতির অনুকূল হওয়ায় উহার দ্বারা তাহার কল্যাণ অবশ্যই হইবে। অন্যের ধর্ম্ম উন্নত হইলেও উহা তাহার পক্ষে ভাল নহে। কারণ উহা তাহার প্রকৃতির অনুকূল নহে। একারণ নিজের ধর্ম্মে প্রাণ দেওয়া ভাল, তথাপি পরধর্ম্ম গ্রহণ করা উচিত নহে। পশু-প্রকৃতি-পরায়ণ নিকৃষ্ট মনুষ্য জাতির মধ্যে কোনপ্রকার ধর্ম্মব্যবস্থার অধিকার উৎপন্ন না হইলেও তদপেক্ষা উন্নত অনার্য্যজাতির মধ্যে স্বাধিকারানুকূল ধর্ম্মবিধি ও ধর্ম্মমত অবশ্যই প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। ঐ সকল ধর্ম্মবিধির অনুবর্ত্তনের দ্বারা অনার্য্যসুলভ পশুভাব, বিষয়প্রবণতা, স্বার্থপরতা আদি দোষসমূহ ক্রমশঃ কমিয়া আসে এবং ইহারই পরিণামে উন্নত প্রাক্তনদ্বারা আর্য্যজাতির মধ্যে উহাদের জন্ম হয়। আর্য্যজাতির মধ্যে সত্ত্বগুণের বিকাশের অবসর অধিক হওয়ায় উক্ত যোনিতে মনুষ্যের আধিভৌতিক লক্ষ্য নিরস্ত হইয়া আধ্যাত্মিক লক্ষ্য উৎপন্ন হয়। তখন জীবের লক্ষ্য আত্মার দর্শন এবং সুখের লক্ষ্য ব্রহ্মানন্দ সাগরে অবগাহন স্নান হইয়া থাকে। বেদ-বিহিত বর্ণ-ধর্ম্ম এবং আশ্রমধর্ম্মের অনুষ্ঠানানুসারে আর্য্যজাতি উল্লিখিত লক্ষ্যসাধনে কৃতকার্য্য হইয়া থাকে। অনার্য্যজাতির মধ্যে ত্রিগুণের বিকাশ সম্পূর্ণ না হইয়া রজোগুণ তমোগুণের আধিক্য এবং সত্ত্বগুণের ন্যূনতা থাকায় আর্য্যজাতি সুলভ বর্ণাশ্রম

ধর্ম্মবিধি উক্ত জাতির কর্ত্তব্যরূপে পরিগণিত হইতে পারে না। চারি বর্ণ এবং চা'র আশ্রমের বিধি কেন অনাদিকাল হইতে আর্য্যজাতির মধ্যে প্রচলিত আছে এবং ইহাদের মৌলিকতাই বা কি, গ্রন্থান্তরে এ বিষয়ের আলোচনা করা হইবে। বর্ত্তমান গ্রন্থে ইহাই আলোচ্য যে কিরূপে বর্ণধর্ম্ম এবং আশ্রমধর্ম্মের সহায়তায় আর্য্যজাতি মুক্তিপথে অগ্রসর হইতে পারে। শাস্ত্রে বর্ণধর্ম্মকে প্রবৃত্তিরোধক এবং আশ্রমধর্ম্মকে নিবৃত্তিপোষকরূপে বর্ণন করা হইয়াছে। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির তমোরাজ্যে জীবভাবের বিকাশ হইবার পর ক্রমশঃ তমোভূমি, রজস্তমোভূমি, রজঃসত্ত্বভূমি এবং সত্ত্বভূমি এইরূপে চারভূমির সাহায্যে জীব ক্রমোন্নত হইয়া তবে সত্ত্বগুণের পূর্ণতায় মোক্ষলাভ করিতে পারে। এই চার ভূমিতে বিচরণার্থ স্থূলসূক্ষ্ম শরীরের প্রকৃতি-প্রবৃত্তি অনুসারে জীবকে যে সকল ক্রমোন্নতিদায়িনী ধর্ম্মবিধি প্রতিপালন করিতে হয় তাহাই আর্য্যশাস্ত্রে বর্ণধর্ম্মবিধি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। প্রথম ভূমি শূদ্রের। উহাতে তমোগুণের আধিক্য থাকে। তামসিক বুদ্ধির লক্ষণ গীতায় এইরূপ কথিত হইয়াছে যে উহা অধর্ম্মে ধর্ম্মবুদ্ধি এবং ধর্ম্মে অধর্ম্মবুদ্ধি উৎপন্ন করে। অর্থাৎ বিপরীত বোধই তামসিক বুদ্ধির লক্ষণ। এজন্য তামসিক ভূমিতে নিজের বুদ্ধির দ্বারা কাজ করিতে গেলে ভ্রমপ্রমাদ এবং পতন সম্ভাবনা পদে পদে অবশ্যম্ভাবী। একারণ আর্য্যশাস্ত্র শূদ্রকে নিজের ইচ্ছায় কাজ না করিয়া দ্বিজবর্ণের অনুজ্ঞানুসারে কাজ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। উহাতে শূদ্রের অবমাননা না করিয়া বরং অধিকারানুসারে কল্যাণকর উন্নতির পন্থাই প্রশস্ত করা হইয়াছে। এইভাবে কার্য্য করিলে শূদ্রবর্ণে থাকিবার সময় মনুষ্য বিপরীত বুদ্ধিসুলভ উদ্দাম প্রবৃত্তির গতিনিরোধ করিতে অবশ্যই সমর্থ হইবে। তৎপরে যখন সে বৈশ্যযোনিতে পদার্পণ করিবে, তখন রজস্তমোগুণ তাহার মধ্যে নৈসর্গিকভাবে প্রকাশিত হওয়ায় কর্ম্মস্পৃহা এবং ধনার্জ্জনস্পৃহা অবশ্যই বলবতী হইবে কারণ লালসা উৎপন্ন করা রজোগুণের স্বভাব। কিন্তু ঐ লালসা যদি কল্যাণবাহিনী না হইয়া বিষয়াভিমুখিনী হয় তবে বৈশ্যের আবার পতন হইবে, অভ্যুত্থান হইবে না। এজন্য বৈশ্যযোনিতে জীবের উন্নতিসাধনার্থ আর্য্যশাস্ত্র উপদেশ দিতেছেন যে বৈশ্য বাণিজ্যাদি দ্বারা ধনার্জ্জন অবশ্য করুন, কিন্তু ঐ ধনে তাঁহাকে গোরক্ষা, অন্যবর্ণের প্রতিপালন, দরিদ্রসেবা প্রভৃতি জীবোপকারসাধন করিতে হইবে। এইরূপে রজোগুণসুলভ কর্ম্মপ্রবৃত্তির চরিতার্থতা করিয়াও বৈশ্যযোনিতে প্রবৃত্তি-

নরোধের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তদনন্তর ক্ষত্রিয়যোনিতে আসিয়া তাঁহার মধ্যে রজঃসত্ত্বগুণ স্বভাবতঃ উৎপন্ন হইবে। রজোগুণের সংস্রবহেতু যুদ্ধাদিতে প্রবৃত্তি ক্ষত্রিয়ের অবশ্যই হইবে। কিন্তু ঐ যুদ্ধ যাহাতে পরকীয় পীড়নরূপে পরিণত না হইয়া ধর্ম্মযুদ্ধ দ্বারা স্বকীয় রক্ষা ও জগতে শান্তি বিস্তাররূপে পরিণত হয় সেজন্য ক্ষত্রিয় প্রকৃতিগত সত্ত্বগুণের সাহায্য আর্য্যশাস্ত্র লইতে বলিয়াছেন। সত্ত্বগুণের সাহায্যেই রজোগুণী ক্ষত্রিয় নরপতি প্রজারক্ষণার্থ আবশ্যকতানুসার ধর্ম্মযুদ্ধ করিয়া এবং প্রাণ বিনিময়ে প্রজার শান্তিবিধান করিয়া প্রবৃত্তিনিরোধ করিতে পারিবেন। তাহার পর ব্রাহ্মণযোনিতে আসিয়া তাঁহার মধ্যে যখন রজোগুণ তমোগুণের নাশে শুদ্ধসত্ত্বগুণের ক্রমবিকাশ হইবে তখন তিনি স্বতঃই প্রবৃত্তিমার্গ পরিত্যাগ করতঃ নিবৃত্তিপথের পথিক হইবেন। তখন দ্রবিণ লালসা পরিহার করিয়া তিনি তপোধন হইবেন, ইন্দ্রিয়স্পৃহা দমন করিয়া তিনি সংযমী হইবেন, ইহলোকের সুখে আস্থাহীন হইয়া তিনি পরলোকের আনন্দের জন্য সাধনা ও তপস্যা করিবেন, অনাত্মীয় বস্তুসমূহের প্রতি বৈরাগ্যসম্পন্ন হইয়া আত্মানুসন্ধান-তৎপর হইবেন। এইরূপে জীবন নদীর গতিকে অন্তর্মুখ করিয়া তিনি ব্রহ্মসমুদ্রের দিকে প্রবাহিত করিবেন। ইহাই ব্রাহ্মণযোনির একমাত্র উদ্দেশ্য ও আর্য্যশাস্ত্রবিহিত কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্যপালনে যিনি পরাঙ্মুখ হইবেন তাহার ব্রাহ্মণযোনিতে জন্মগ্রহণই বৃথা, তিনি জাতিব্রাহ্মণ মাত্র, পূর্ণব্রাহ্মণ নহেন। এরূপ ব্রাহ্মণ জন্মান্তরে আর পুনরায় ব্রাহ্মণযোনি প্রাপ্ত না হইয়া কর্ম্মানুসার নীচ যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে অথবা তীব্র দুষ্কর্ম্মের ফলে এই জন্মেই হীনযোনিত্ব লাভ করিয়া থাকে। অন্যপক্ষে ব্রাহ্মণযোনির অন্তর্গত নৈসর্গিক সাত্ত্বিকবৃত্তি অবলম্বন করিয়া উপর কথিত কর্ত্তব্যসমূহের অনুষ্ঠান করিলে তিনি সত্ত্বগুণ-পরিণামে প্রবৃত্তির পূর্ণনিরোধ করিয়া অপবর্গলাভ করিতে সমর্থ হন। ইহাই বর্ণধর্ম্মের দ্বারা উত্তরোত্তর প্রবৃত্তিনিরোধের আর্য্যশাস্ত্রসঙ্গত পন্থা। এইরূপে আশ্রমধর্ম্মের শাস্ত্রানুসারে পরিপালন দ্বারা নিবৃত্তির পোষণ হইয়া থাকে। ব্রহ্মচর্য্য-গার্হস্থ্য-বানপ্রস্থ-সন্ন্যাস এই চতুরাশ্রমের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে আচার্য্যের অধীনস্থ হইয়া ইহাই শিক্ষা করিতে হয় যে কিরূপে গৃহস্থাশ্রমে ধর্ম্মমূলক প্রবৃত্তির সেবা হইতে পারে যাহার দ্বারা শীঘ্রই প্রবৃত্তিবীজ নষ্ট হইয়া নিবৃত্তির পথে চিত্ত প্রধাবিত হয়। এইরূপ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে ধর্ম্মমূলক প্রবৃত্তির শিক্ষালাভ করতঃ গৃহস্থাশ্রমে উক্ত প্রবৃত্তির চরিতার্থতা হয়। উহা ভাবশুদ্ধির সহিত ধর্ম্মভাবে অনুষ্ঠিত

হওয়ায় চিত্তকে অধিকতর বাসনার দ্বারা বাসিত না করিয়া বাসনার বীজনাশই করিয়া থাকে। এইরূপে বাসনার নাশে নিবৃত্তির পোষণ হইলে পর তবে বানপ্রস্থাশ্রম আরম্ভ হয়। এই পরম তপোময় পবিত্র আশ্রমে তপস্যার অগ্নিতে ভোগদিগ্ধ কলেবরকে উত্তপ্ত করিয়া অনলসংযোগে পবিত্রীকৃত সুবর্ণের ন্যায় উহার ভোগ-মালিন্য নিঃশেষিত করা হইয়া থাকে। তৎপরে তপঃক্ষীণ-কল্মষ, পরম পবিত্র বানপ্রস্থসেবী যথাকালে তুরীয়াশ্রম সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মধ্যানযোগে নিঃশ্রেয়সলাভ করিয়া থাকেন। এইরূপে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে যে নিবৃত্তির বীজ বপন করা হয়, তাহাই গৃহস্থাশ্রমে অঙ্কুরিত এবং বানপ্রস্থাশ্রমে পল্লবিত হইয়া সন্ন্যাসাশ্রমে ত্যাগ-রস, সাধন-কিরণ ও জ্ঞান-মলয় সংযোগে পরম পরিপুষ্ট কলেবর লাভ করিয়া নিত্যানন্দময় মধুর মোক্ষফল প্রসব করিয়া থাকে। ইহাই আশ্রমধর্ম্মের সহায়তায় নিবৃত্তিপোষণের নিগূঢ় তত্ত্বোপদেশ।

সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম সৎভাব, চিৎভাব এবং আনন্দভাবের দ্বারা প্রকৃতির মধ্যে বিলাসপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এইজন্য তাঁহার ত্রিভাবকে উপলব্ধি না করিলে জীবের পূর্ণতাপ্রাপ্তি এবং অপবর্গলাভ হয় না। তাঁহার অদ্বিতীয় সৎভাবের উপরই দ্বৈতভাবময় সমস্ত বিশ্বের বিকাশ হইয়া থাকে। এজন্য কর্ম্মের দ্বারা তাঁহার সৎভাবের উপলব্ধি হইয়া থাকে। নিষ্কাম কর্ম্মযোগী নিজের প্রাণকে জগৎ সেবার দ্বারা বিরাটের প্রাণের সহিত মিলাইয়া এই অদ্বিতীয় সৎভাব অনুভব করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। জ্ঞানযোগের দ্বারা তাঁহার জ্ঞানময় চিৎভাবের এবং উপাসনা যোগের দ্বারা তাঁহার নিত্য-সুখময় আনন্দভাবের উপলব্ধি হইয়া থাকে। এজন্য কর্ম্ম-উপাসনা-জ্ঞান এই ত্রিবিধ যোগের সহায়তাব্যতীত ব্রহ্মস্বরূপের উপলব্ধি হওয়া অতি কঠিন। কোন একটি যোগ অবলম্বন করিলেও অন্তে একের পূর্ণতায় অন্য দুইটি ভাব স্বভাবতঃই প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু অন্য দুই যোগের সাধনা সহযোগী না হইলে সাধনপথে নানাপ্রকার অসুবিধা হইয়া থাকে এবং তজ্জন্য পদেপদে সাধকের পতন সম্ভাবনা হয়। একারণ নিঃশ্রেয়সলাভ প্রয়াসী মুমুক্ষুর পক্ষে কর্ম্মোপাসনাজ্ঞানরূপী ত্রিবিধ যোগেরই যুগপৎ সহায়তা গ্রহণ করা আবশ্যক। এই সকলের বিস্তারিত রহস্য পুরাণতত্ত্ব নামক গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীভগবান্ এই জন্যই স্বমুখনিঃসৃত গীতার প্রথম ৬ অধ্যায়ে প্রধানতঃ কর্ম্মযোগের কথা, দ্বিতীয় ৬ অধ্যায়ে প্রধানতঃ

উপাসনাযোগের কথা এবং তৃতীয় ৬ অধ্যায়ে প্রধানতঃ জ্ঞানযোগের কথা বলিয়া মোক্ষলাভার্থ ত্রিবিধযোগেরই আবশ্যকতা বর্ণন করিয়াছেন। তাঁহার নিঃশ্বাসরূপী বেদেও এই জন্য কর্ম্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড এবং জ্ঞানাকাণ্ডের বিস্তান প্রতিপাদনার্থ ব্রাহ্মণ, সংহিতা ও উপনিষদ নামক ভাগত্রয়ের অবতারণা করা হইয়াছে। এইরূপে কর্ম্মোপাসনাজ্ঞানরূপ যোগত্রয়ের অনুষ্ঠান দ্বারা সাধক সত্বরই সচ্চিদানন্দ সত্তার সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া নিঃশ্রেয়সপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। তাঁহার জীবত্ব আমূল নাশ প্রাপ্ত হইয়া নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বরূপ শিবত্ব প্রাপ্তি হয়। তত্ত্বমসি, অহং ব্রহ্মাস্মি ইত্যাদি মহাবাক্যের চরিতার্থতা এই অবস্থাতেই হইয়া থাকে। এই অবস্থায় যতদিন স্বরূপস্থিত পুরুষের শরীর থাকে, ততদিন তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলা হয়। তাঁহার ক্রিয়মান সংস্কার, বাসনার নাশে, আমূল নাশ প্রাপ্ত হয়। তিনি নিজের ইচ্ছায় তখন আর কিছুই করেন না। সঞ্চিত কর্ম্ম তাঁহার কেন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া বিরাট কেন্দ্রকে আশ্রয় করে। কেবল প্রারব্ধ কর্ম্মেরই অর্থাৎ যে কর্ম্মের দ্বারা তাঁহার শেষশরীর প্রাপ্তি হইয়াছিল তাহার বেগ থাকে। তিনি সেই বেগেই কাজ করিয়া থাকেন। বাসনার নাশ হওয়ায় প্রারব্ধবেগানুষ্ঠিত কর্ম্মের দ্বারাও নবীন সংস্কার উৎপন্ন হয় না। ভোগের দ্বারা প্রারব্ধ সংস্কার ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। উহা ভর্জ্জিত বীজের মত নবীন ক্রিয়মাণ সংস্কার উৎপন্ন করিতে সমর্থ হয় না। এইরূপে সমস্ত অবশিষ্ট প্রারব্ধ নষ্ট হইয়া গেলে জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ বিদেহমুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। আকাশ হইতে সমুদ্রে পতিত বিন্দুর ন্যায় তাঁহার আত্মা তখন ব্যাপক পরমাত্মায় বিলীন হইয়া অনন্তকালের জন্য আনন্দময় হইয়া যায়। তাঁহার স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ-শরীর মহাপ্রকৃতির তত্ত্বোপাদানের সহিত সম্মিলিত হইয়া লয় প্রাপ্ত হইয়া যায়। প্রকৃতির স্বাভাবিক পরিণামের দ্বারা যে জীবত্ব-নিদানভূত চিজ্জড়গ্রন্থির উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা এইখানে গ্রন্থিভেদের দ্বারা নষ্ট হইয়া যায়। এই ভাবের আভাস লইয়াই বেদ বলিয়াছেন—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

ব্রহ্মদর্শনে তাঁহার হৃদয়গ্রন্থি ভিন্ন হইয়া যায়, সকল সংশয়জাল ছিন্ন হইয়া যায় এবং সমস্ত কর্ম্মরাশি ক্ষয় হইয়া যায়। বেদ আরও বলিয়াছেন—

ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি অত্রৈব সমবলীয়ন্তে।

তাঁহার প্রাণ উপরদিকে উঠে না এই সংসারেই মহাপ্রাণে বিলীনতা প্রাপ্ত হয়। কারণ সহজ গতিতে উৎক্রমণ নাই। অনাদিকাল হইতে যে জন্মমরণ চক্র চলিতেছিল, তাহার গতি এইখানে আসিয়াই চিরশান্তি অবলম্বন করে। সমুদ্রাগত স্রোতস্বিনীর ন্যায় তাঁহার জীবাত্মা ব্রহ্ম-সমুদ্রে বিলীন হইয়া সদানন্দময় চির-শান্তি চির-অমরতা প্রাপ্ত হয়। এই মর্ম্মেই মুণ্ডক শ্রুতি বলিয়াছেন—

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে-
হস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।

তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ
পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্।

গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠা
দেবাশ্চ সর্ব্বে প্রতিদেবতাসু।

কর্ম্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা
পরেঽব্যয়ে সর্ব্ব একীভবন্তি॥

যেরূপ প্রবাহিনী বহিতে বহিতে সমুদ্রে মিশিয়া লয়প্রাপ্ত হয়, তখন আর তাহার পৃথক নাম ও আকৃতি থাকে না সেইরূপ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইবার পর মুক্তপুরুষ নাম-রূপময়ী মায়ার রাজ্য অতিক্রম করতঃ পরাৎপর পরব্রহ্মে বিলীন হইয়া থাকেন। তাঁহার দশেন্দ্রিয় এবং পঞ্চপ্রাণ মহাপ্রকৃতির মধ্যে লয় হইয়া যায়, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ সমষ্টি দেবতায় বিলীন হন, সঞ্চিত ক্রিয়মাণাদি সমস্ত কর্ম্ম মহাকাশে বিলীন হইয়া যায় এবং তাঁহার জীবাত্মা অব্যয় পরমাত্মসত্তায় চিরবিলীনতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহাই সহজগতির চরম সীমায় জীবের নিঃশ্রেয়স লাভ।

সহজগতির দ্বারা এই সংসারেই মুক্তিলাভ হয়। কিন্তু অন্য দুই প্রকার গতি আছে যাহার দ্বারা এরূপ হয় না। এই দুই গতিকে ধূমযান এবং দেবযান গতি বলে। যথা গীতায়—

ধূমযান গতি।

যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিং চৈব যোগিনঃ।
প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ॥

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ॥
ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে
শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ॥

যেকালে গতি প্রাপ্ত হইলে অনাবৃত্তি এবং যেকালে পুনরাবৃত্তি হয় তাহা নিম্নে বলা হইতেছে। অগ্ন্যভিমানিনী দেবতা, জ্যোতিরভিমানিনী দেবতা, দিবসাভিমানিনী দেবতা, শুক্লপক্ষদেবতা এবং উত্তরায়ণ দেবতা—এই সকল দেবতার লোক অতিক্রম করিয়া যে ঊর্দ্ধগতি লাভ হয় তাহাকে দেবযান গতি বলে। এই গতি প্রাপ্ত হইলে জীবকে আর সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না। তিনি ক্রমশঃ সপ্তমলোকে যাইয়া ব্রহ্মজ্ঞানলাভে ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন। আর যাহা দ্বিতীয় গতি পিতৃযান বা ধূমযান নামে প্রসিদ্ধ, তাহার দ্বারা নীত হইলে জীবকে ধূমাভিমানিনী দেবতা, রাত্র্যভিমানিনী দেবতা, কৃষ্ণপক্ষদেবতা এবং দক্ষিণায়ণদেবতাগণের লোক অতিক্রম করিয়া চন্দ্রলোকে পৌঁছিতে হয়। ধূমযান গতি-প্রাপ্ত যোগীকে চন্দ্রলোকে ভোগসমাপ্তির পর আবার সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয়। অনাবৃত্তি ও আবৃত্তিদায়িনী শুক্লা ও কৃষ্ণানাম্নী এই দুইটি গতি বিশ্বজগতে চিরপ্রসিদ্ধ আছে। এক্ষণে প্রথমতঃ ধূমযানগতির বিষয়ে বর্ণন করিয়া পরে দেবযানগতির বিষয়ে বর্ণন করা হইবে। ধূমযানগতি সম্বন্ধে ছান্দোগ্যোপনিষদে নিম্নলিখিত বর্ণন পাওয়া যায়—

অথ য ইমে গ্রাম ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তমিত্যুপাসতে তে ধূমমভিসম্ভবন্তি ধূমাদ্রাত্রিং রাত্রেরপরপক্ষমপর-পক্ষাদ্যান্ ষড়্দক্ষিণৈতি মাসাংস্তান্নৈতে সংবৎসরমভিপ্রাপ্নুবন্তি। মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাদাকাশমাকাশাচ্চন্দ্রমসমেষ সোমো রাজা তদ্দেবানামন্নং তং দেবা ভক্ষয়ন্তি। তস্মিন্ যাবৎসম্পাতমুষিত্বাথৈতমেবাধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে॥

ইষ্টাপূর্ত্তাদি সকাম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া তাহার ফলে গৃহস্থগণ মৃত্যুর পর ধূমযান অর্থাৎ পিতৃযান গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই গতি অনুসারে ক্রমশঃ ধূমাভিমানিনী দেবতা, রাত্রিদেবতা, কৃষ্ণপক্ষদেবতা, মাসদেবতা, দক্ষিণায়ন

দেবতার লোক অতিক্রম করত তাঁহারা সংবৎসরাভিমানিনী দেবতার লোক প্রাপ্ত হন। এই প্রকারে পিতৃলোক ও আকাশের ভিতর দিয়া যাইয়া পরিশেষে তাঁহারা চন্দ্রদেবতার লোক প্রাপ্ত হন। তথায় চন্দ্রই রাজা। এই লোকে জলময় শরীর প্রাপ্ত হইয়া জীব, তত্রত্য দেবতাগণের ভোগ অর্থাৎ বিলাসের বস্তু হন। তিনি দেবতাগণের সহিত বিবিধ আনন্দ উপভোগ করেন। জীব কর্ম্মক্ষয় পর্য্যন্ত এইরূপ চন্দ্রলোকে বাস করিয়া পরে যে পথে উর্দ্ধগতি হইয়াছিল, সেই পথেই পুনরায় সংসারে ফিরিয়া আসে। শাস্ত্রে যে স্বর্গাদি প্রাপ্তির কথা বর্ণিত আছে এই ধূমযান গতি উহারই অন্তর্গত। এই জন্যই শ্রুতিতে স্বর্গ সম্বন্ধে লেখা আছে—

নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেঽনুভূত্বা ইমং লোকং হীনতরং বাবিশন্তি।

স্বর্গে পুণ্যফল ভোগ করিয়া পুনরায় নরলোক বা আরও হীনলোকে জীবের জন্ম হয়।

গীতায়ও আছে—

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালম্
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।

বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডাধিকারী পুরুষগণ সকাম যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞেশ্বরের পূজা করিয়া যজ্ঞশেষ সোমপান করতঃ নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন। এই পুণ্যময় স্বর্গলোকে তাঁহাদের দিব্যভোগ সমূহ লাভ হয়। এইরূপে বিশাল স্বর্গলোকে বিবিধ ভোগের সহিত অনেক দিন বাস করিবার পর পুণ্যশেষে তাঁহারা আবার মৃত্যুলোকে প্রবেশ করেন। ইহাই পুনরাবৃত্তিপ্রদ ধূমযান গতি। এই গতির দ্বারা ভূলোক হইতে কেবল স্বর্গলোকেই জীব যায় না, প্রত্যুত পিতৃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন এই প্রকারে উর্দ্ধপঞ্চম লোক পর্য্যন্ত জীবের গতি হইতে পারে। এবং এই পাঁচ লোকেই বিচিত্র প্রকার ভোগলাভের পর কর্ম্মক্ষয়ে জীবের আবার সংসারে জন্ম হয়। লোক কি, এই বিষয়ে হিন্দুশাস্ত্রে অনেক বিচার পাওয়া যায়।

এক একটি ব্রহ্মাণ্ডে চতুর্দ্দশ লোকের স্থিতি হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণন করা হইয়াছে। কেন্দ্র-শক্তিস্বরূপ একটি সূর্য্য এবং তাহার চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণায়মান গ্রহ উপগ্রহাদি জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী যাহারা সূর্য্যের আলোকেই আলোকিত এবং সূর্য্যের মহাকর্ষণেই কেন্দ্রানুগমন করে, এই সমস্তকে লইয়াই একটি সৌরজগৎ বা ব্রহ্মাণ্ড। এই স্থূল-সূক্ষ্ম সৃষ্টিময় ব্রহ্মাণ্ডকে চতুর্দ্দশ ভাগে বিভক্ত করিয়া মহর্ষিগণ উহাদের নাম চতুর্দ্দশ ভুবন রাখিয়াছেন। আমাদের এই মৃত্যুলোক ও অন্যান্য গ্রহগুলিই স্থূললোক। যেমন আমাদের স্থূল শরীরের মধ্যে সূক্ষ্মশরীরও আছে সেই প্রকার প্রত্যেক ভুবনের স্থূল সূক্ষ্ম উভয়বিধ রূপই আছে। সচরাচর চতুর্দ্দশ লোক বলিতে সূক্ষ্ম লোকই বুঝায়। তবে প্রত্যেক সূক্ষ্ম লোকের সহিত সমভাবাপন্ন স্থূল লোকও আছে। উহা উপর্য্যুক্ত গ্রহোপগ্রহাদির মধ্যে বিন্যস্ত। স্থূল লোকের দেশাবচ্ছিন্নতা থাকিলেও সূক্ষ্মের তদ্রূপ নাই। এজন্য সূক্ষ্ম চতুর্দ্দশ লোক একের পরে দ্বিতীয় এরূপভাবে সজ্জিত না হইয়া একের মধ্যে সূক্ষ্মতররূপে দ্বিতীয়, এইভাবে সজ্জিত আছে। জীব কর্ম্মবশে ঐ সকল লোকে গিয়া থাকে। সূক্ষ্ম শরীরে ভোগানুকূল সাত্ত্বিক কর্ম্মের দ্বারা সূক্ষ্ম উর্দ্ধলোক সমূহে এবং রাজসিক কর্ম্মের দ্বারা সূক্ষ্ম অধোলোক সমূহে জীবের গতি হইয়া থাকে। এরূপ স্থূলশরীরে ভোগযোগ্য সাত্ত্বিক কার্য্যের দ্বারা তত্তৎ স্থূল উর্দ্ধলোকে এবং প্রবল রাজসিক কর্ম্মের দ্বারা তত্তৎ স্থূল অধোলোক সমূহে জীবের গতি হইয়া থাকে। স্থূললোক গুলি পাঞ্চভৌতিক হইলেও প্রত্যেক লোকে কোন না কোন তত্ত্বের প্রাধান্য থাকে যেমন চন্দ্রলোকে জলতত্ত্বের প্রাধান্য, স্বর্গলোকে তেজস্তত্ত্বের প্রাধান্য ইত্যাদি। এজন্য ঐ সকল লোকপ্রাপ্ত জীবগণের শরীরও ঐরূপ তত্ত্ব বিশেষের প্রাধান্যে গঠিত হয়। উপর পঞ্চম লোক অর্থাৎ জনলোক পর্য্যন্ত ধূমযান গতি। এজন্য পঞ্চম লোক পর্য্যন্ত লোক সমূহ হইতে ভোগান্তে সংসারে নবীন কর্ম্ম সংগ্রহের জন্য জীবকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়। দেবযান গতির দ্বারা ষষ্ঠ লোক বা সপ্তম লোকে গতি হইয়া থাকে। উহা হইতে আর প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না। পুরাণাদি শাস্ত্রে স্বর্গাদি লোকের যে বিচিত্র বর্ণন আছে তাহা দ্বারা পিতৃলোক এবং এই সকল লোক বুঝিতে হইবে। এই সকল লোকে সূক্ষ্ম শরীরে সূক্ষ্মভাবে সুখভোগ হইয়া থাকে। যথার্থপক্ষে আমাদের স্থূল মৃত্যুলোক ব্যতীত প্রেতলোক, নরকলোক, পিতৃলোক, ভুবঃ আদি ছয় উর্দ্ধলোক এবং অতল

আদি সাত অধোলোক সকলই সূক্ষ্মলোক। ঐ সকল সূক্ষ্ম লোকের ভোগ অতি বিচিত্র।

যথা মহাভারতে—

সুসুখঃ পবনঃ স্বর্গে গন্ধশ্চ সুরভিস্তথা।
ক্ষুৎপিপাসাশ্রমো নাস্তি ন জরা ন চ পাতকম্।

তথায় শীতল স্নিগ্ধ পবন প্রবাহিত হয়, সুগন্ধে দশদিক আমোদিত থাকে, ক্ষুধা তৃষ্ণার ক্লেশ থাকে না, রোগ বা বার্দ্ধক্য থাকে না, নীরোগ চিরযৌবন লাভ করত স্বর্গবাসী জীব আনন্দে কাল কাটাইতে পারে। পরন্তু ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি সর্ব্বত্রই সুখদুঃখমোহময়ী হওয়ায় স্বর্গের অনুপম সুখও দুঃখলবলেশ-বিহীন নহে। স্বর্গীয় সুখের সঙ্গে তাপদুঃখ খুবই বেশি থাকে। সুখের সময়ে অধিকতর সুখভোগীকে দেখিয়া ঈর্ষ্যাজন্য যে দুঃখের উদয় হয় তাহাকে তাপ দুঃখ বলে। যে পুণ্যকর্ম্ম সমূহের বিপাক বলে স্বর্গলাভ হয়, তাহা প্রত্যেক স্বর্গবাসীর একরূপ নহে, উহার মধ্যে তারতম্য থাকে। এই তারতম্য হেতু দিব্য সুখভোগের মধ্যেও তারতম্য হয়। এজন্য অধিক সুখপ্রাপ্ত স্বর্গবাসীকে দেখিয়া তদপেক্ষা অল্প-সুখ-প্রাপ্ত স্বর্গবাসীর হৃদয়ে ঈর্ষ্যার তুষানল দিবানিশি প্রজ্জ্বলিত থাকে। আর সংসারে সুখভোগ কম, এজন্য তাপদুঃখও কম, কিন্তু স্বর্গবাসীর তীব্র সুখভোগ-প্রবণ চিত্তে তাপদুঃখের মর্ম্মব্যথা নিদারুণ কষ্টপ্রদ হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত আরও কয়েক প্রকার দুঃখ স্বর্গসুখের সহিত অবশ্যম্ভাবীরূপে সম্বদ্ধ থাকে।

যথা গরুড় পুরাণে—

স্বর্গেঽপি দুঃখমতুলং যদারোহণকালতঃ।
প্রভৃত্যহং পতিষ্যামি ইত্যেতদ্ধৃদি বর্ত্ততে॥
নারকাংশ্চৈব সংপ্রেক্ষ্য মহদ্দুঃখমবাপ্যতে।
এবং গতিমহং গন্তেত্যহর্নিশমনির্বৃতঃ॥

স্বর্গসুখের মধ্যেও দুঃখের সীমা নাই, কারণ স্বর্গারোহণের দিন হইতেই পতনের চিন্তা স্বর্গীয় জীবের হৃদয়ে অহরহ জাগরূক থাকে। নরকস্থ জীবগণকে স্বর্গ হইতে দেখিয়াও মহান্ দুঃখের উদয় হয়। কারণ স্বর্গভোগান্তে নাজানি আমারও বুঝি এই গতি হইতে পারে, এতাদৃশ দুশ্চিন্তা স্বর্গবাসীর হৃদয়কে নিশিদিন উদ্বেলিত করে। যাহার জীবনে যত বেশি সুখ, তাহার হৃদয়ে দুঃখের

আঘাতও তত তীব্রভাবে লাগিয়া থাকে। এজন্য স্বর্গসুখ ভোগাবসানে পতনের চিন্তা এবং নরক যাতনার আশঙ্কা স্বর্গবাসীর হৃদয়ে দুঃখের শেল বিদ্ধ করিয়া থাকে এবং অমরপুরীর অমৃতের সঙ্গে তীব্র হলাহল মিশ্রিত করিয়া দেয়। মহাভারতের বনপর্ব্বে স্বর্গের সুখদুঃখ সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণন দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

উপরিষ্টাচ্চ স্বর্লোকো যোঽয়ং স্বরিতি সংজ্ঞিতঃ।
ঊর্দ্ধগঃ সৎপথঃ শশ্বদ্দেবযানচরো মুনে॥
নাতপ্ততপসঃ পুংসো নামহাযজ্ঞযাজিনঃ।
নানৃতা নাস্তিকাশ্চৈব তত্র গচ্ছন্তি মুদ্গল॥
ধর্ম্মাত্মানো জিতাত্মানঃ শান্তা দান্তা বিমৎসরাঃ।
দানধর্ম্মরতা মর্ত্ত্যাঃ শূরাশ্চাহবলক্ষণাঃ॥
তত্র গচ্ছন্তি ধর্ম্মাগ্র্যং কৃত্বা শমদমাত্মকম্।
লোকান্ পুণ্যকৃতাং ব্রহ্মন্ সদ্ভিরাচরিতান্ নৃভিঃ॥
দেবাঃ সাধ্যাস্তথা বিশ্বে তথৈব চ মহর্ষয়ঃ।
যামা ধামাশ্চ মৌদ্গল্য গন্ধর্ব্বাপ্সরসস্তথা॥
এষাং দেবনিকায়ানাং পৃথক্ পৃথগনেকশঃ।
ভাস্বন্তঃ কামসম্পন্না লোকাস্তেজোময়াঃ শুভাঃ॥
ত্রয়স্ত্রিংশৎ সহস্রাণি যোজনানি হিরণ্ময়ঃ।
মেরুঃ পর্ব্বতরাড়্ যত্র দেবোদ্যানানি মুদ্গল॥
নন্দনাদীনি পুণ্যানি বিহারাঃ পুণ্যকর্ম্মণাম্।
ন ক্ষুৎপিপাসে ন গ্লানির্ন শীতোষ্ণে ভয়ং তথা॥
বীভৎসমশুভং বাপি তত্র কিঞ্চিন্ন বিদ্যতে।
মনোজ্ঞাঃ সর্ব্বতোগন্ধাঃ সুখস্পর্শশ্চ সর্ব্বশঃ॥
শব্দাঃ শ্রুতিমনোগ্রাহ্যা সর্ব্বতস্তত্র বৈ মুনে।
ন শোকো ন জরা তত্র নায়াসপরিদেবনে॥
ঈদৃশঃ স মুনে লোকঃ স্বকর্ম্মফলহেতুকঃ।
সুকৃতৈস্তত্র পুরুষাঃ সম্ভবন্ত্যাত্মকর্ম্মভিঃ॥
তৈজসানি শরীরাণি ভবন্ত্যত্রোপপদ্যতাম্।
কর্ম্মজান্যেব মৌদ্গল্য ন মাতৃপিতৃজান্যুত॥

ন সংস্বেদো ন দৌর্গন্ধ্যং পুরীষং মূত্রমেব বা।
তেষাং ন চ রজো বস্ত্রং বাধতে তত্র বৈ মুনে॥
ন ম্লায়ন্তি স্রজস্তেষাং দিব্যগন্ধা মনোরমাঃ।
সংযুজ্যন্তে বিমানৈশ্চ ব্রহ্মন্নেবংবিধৈশ্চ তে॥

ঈর্ষ্যাশোকক্লমাপেতা মোহমাৎসর্য্যবর্জ্জিতাঃ।
সুখস্বর্গজিতস্তত্র বর্ত্তয়ন্তে মহামুনে॥
তেষাং তথাবিধানাং তু লোকানাং মুনিপুঙ্গবঃ।
উপর্য্যুপরি লোকস্য লোকা দিব্যগুণান্বিতাঃ॥

পুরস্তাদ্ ব্রাহ্মণাস্তত্র লোকাস্তেজোময়াঃ শুভাঃ।
যত্র যান্ত্যৃষয়ো ব্রহ্মন্ পূতাঃ স্বৈঃ কর্ম্মভিঃ শুভৈঃ।
ঋভবো নাম তত্রান্যে দেবানামপি দেবতাঃ।
তেষাং লোকাৎ পরতরে যান্ যজন্তীহ দেবতাঃ॥

স্বয়ম্প্রভাস্তে ভাস্বন্তো লোকাঃ কামদুঘাঃ পরে।
ন তেষাং স্ত্রীকৃতস্তাপো ন লোকৈশ্বর্য্যমৎসরঃ॥
ন বর্ত্তয়ন্ত্যাহুতিভিস্তে নাপ্যমৃতভোজনাঃ।
তথা দিব্যশরীরাস্তে ন চ বিগ্রহমূর্ত্তয়ঃ॥

ন সুখে সুখকামাস্তে দেবদেবাঃ সনাতনাঃ।
ন কল্পপরিবর্ত্তেষু পরিবর্ত্তন্তি তে তথা॥
জরা মৃত্যুঃ কুতস্তেষাং হর্ষঃ প্রীতিঃ সুখং ন চ।
ন দুঃখং ন সুখং চাপি রাগদ্বেষৌ কুতো মুনে॥

দেবতানাঞ্চ মৌদ্গল্য কাঙ্খিতা সা গতিঃ পরা।
দুষ্প্রাপ্যা পরমা সিদ্ধিরগম্যা কামগোচরৈঃ॥
ত্রয়স্ত্রিংশদিমে দেবা যেষাং লোকা মনীষিভিঃ।
গম্যন্তে নিয়মৈঃ শ্রেষ্ঠৈর্দানৈর্ব্বা বিধিপূর্ব্বকৈঃ॥

স্বর্গলোক উপরিভাগে অবস্থিত, তথায় নিরন্তর দেবযান সকল গমনাগমন করিতেছে। সে স্থানে তপোবলবিহীন, যজ্ঞানুষ্ঠানবিরহিত মিথ্যাভিরত নাস্তিকেরা গমন করিতে সমর্থ হয় না। যাঁহারা ধার্ম্মিক, জিতাত্মা, শান্ত, দান্ত, নির্ম্মৎসর,

ধ্যান ও ধর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত এবং সমরপ্রিয় মহাবীর, তাঁহারাই শমদমমূলক অনুত্তম ধর্ম্মানুষ্ঠানপূর্ব্বক সৎপুরুষগণ-নিষেবিত এই পবিত্র লোক প্রাপ্ত হন। দেবতা, সাধ্য, বিশ্ব, মহর্ষি, যাম, ধাম, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ ইহাঁদের কামফলপ্রদ অনেকানেক লোক দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ত্রয়স্ত্রিংশৎ যোজন বিস্তৃত হিরণ্ময় অদ্রিরাজ মেরুতে নন্দন প্রভৃতি অনেকানেক পবিত্র পরম রমণীয় দেবোদ্যান শোভা পাইতেছে। সেই স্থান পুণ্যবান্ লোকদিগের বিহারভূমি। তথায় ক্ষুধা, পিপাসা, গ্লানি, ভয়, বীভৎস বা অন্য কোনপ্রকার অশুভ অনুভূত হয় না। সর্ব্বদাই পরম রমণীয় সুখস্পর্শ সুগন্ধ গন্ধবহ মন্দমন্দ বেগে সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হইতেছে। শ্রুতিসুখাবহ শব্দ শ্রবণ ও মন মোহিত করিতেছে। তথায় শোক, তাপ, জরা ও আয়াসের লেশ নাই। ইহলোকে স্বোপার্জ্জিত পুণ্যফলে মনুষ্য এইরূপ সর্ব্বসুখাস্পদ স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তথায় গমন করিলে কর্ম্মজ, তৈজস শরীর সমুদ্ভূত হয়। পিতৃমাতৃজ শরীর পরিগ্রহ করিতে হয় না। তথায় স্বেদ, পুরীষ, মূত্র, দুর্গন্ধ ও রজঃ প্রভৃতি বস্তু দ্বারা বস্ত্র অপবিত্র বা মলিন হয় না। তত্রত্য লোকদিগের দিব্যগন্ধযুক্ত মনোরম মাল্যদাম ম্লান হয় না। তাঁহারা সর্ব্বদা বিমান দ্বারা গমনাগমন করেন। ঈর্ষ্যা, শোক ও শ্রমজনিত ক্লেশের লেশও অনুভব করেন না এবং নির্ম্মৎসর ও মোহবিবর্জ্জিত হইয়া পরমসুখে কালযাপন করেন। ঈদৃশ লোক অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট আরও লোকসমূহ আছে। এইরূপে অশেষ গুণসম্পন্ন অনেকানেক দিব্যলোক উপর্য্যুপরি অবস্থিতি করিতেছে। পূর্ব্বদিকে শুভাস্পদ তেজোময় ব্রহ্মলোক অবস্থিত। তথায় পবিত্রস্বভাব ঋষিগণ স্ব স্ব শুভকর্ম্মফলে গমন করেন। তথায় ঋভু নামে দেবগণ আছেন। তাঁহাদিগের লোক সর্ব্বোৎকৃষ্ট। দেবতারাও তাঁহাদের উদ্দেশে যজ্ঞ করিয়া থাকেন। তাঁহারা প্রভাসম্পন্ন, সকলের অভীষ্ট ফলপ্রদাতা, তাঁহাদের স্ত্রীজন্য তাপ নাই এবং ঐশ্বর্য্যকৃত মাৎসর্য্যও নাই। তাঁহারা আহুতি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ এবং অমৃত ভোজন করেন না। তাঁহাদের শরীর দিব্য ও অনির্ব্বচনীয় কোনপ্রকার আকৃতি বা মূর্ত্তি নাই। তাঁহারা দেবদেব ও সনাতন, তাঁহাদের সুখকামনা নাই। কল্প পরিবর্ত্তিত হইলেও তাঁহারা পরিবর্ত্তিত হন না, নিরন্তর একভাবেই থাকেন। তাঁহাদিগের জরা, মৃত্যু, হর্ষ, শোক, দুঃখ, রাগ ও দ্বেষ নাই। এই দুষ্প্রাপ্য পরম গতি দেবতাদিগেরও অভিলষনীয়, ইহা বিষয়বাসনা-

নিরত জনগণের অগম্য। মনীষিগণ বিবিধ নিয়মানুষ্ঠান ও বিধিপূর্ব্বক দানাদি দ্বারা এই ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবলোক প্রাপ্ত হন। এই ব্রহ্মলোকের বিষয় দেবযানগতির অন্তর্ভূত, এজন্য ইহার বিষয়ে পরে বলা হইবে। এখন স্বর্গের দুঃখ সম্বন্ধে বর্ণন করা হইতেছে।

যথা মহাভারতের বনপর্ব্বে—

কৃতস্য কর্ম্মণস্তত্র ভুজ্যতে যৎ ফলং দিবি।
ন চান্যৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম মূলচ্ছেদেন ভুজ্যতে॥
সোঽত্র দোষো মম মতস্তস্যান্তে পতনং চ যৎ।
সুখব্যাপ্তমনস্কানাং পতনং যচ্চ মুদ্গল॥
অসন্তোষঃ পরীতাপো দৃষ্ট্বা দীপ্ততরা শ্রিয়ঃ।
যদ্ভবত্যধরে স্থানে স্থিতানাং তৎ সুদুষ্করম্॥
সংজ্ঞা মোহশ্চ পততাং রজসা চ প্রধর্ষণম্।
প্রম্লানেষু চ মাল্যেষু ততঃ পিপতিষোর্ভয়ম্॥

লোকে স্বর্গপ্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফলভোগ করে, কিন্তু অন্য কোনরূপ নবীন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারে না। সুতরাং তাহাদের পুণ্যপাদপ ক্রমে ক্রমে সমূলে উন্মুলিত হইয়া যায়। পুণ্যের ক্ষয় হইলে পুনরায় যে অধঃপতন হয়, ইহা স্বর্গসুখের দোষ। কারণ বহুদিবস সুখে কালাতিপাত করিয়া পরিশেষে দুর্গতি লাভ করিলে তাহা সাতিশয় ক্লেশকর হইয়া উঠে। স্বর্গগত অন্য ব্যক্তির অধিকতর পুণ্যার্জ্জিত অতুল ঐশ্বর্য্য সন্দর্শন করিয়া অমরলোকস্থ জনগণের যে অসন্তোষ ও পরিতাপ জন্মে ইহা অপেক্ষা ক্লেশজনক আর কি আছে? কণ্ঠ বিলম্বিত মালা ম্লান হইলে পতনোন্মুখ ব্যক্তির অন্তঃকরণে ভয়ের সঞ্চার হয় এবং পতনকালে তিনি রজোগুণাক্রান্ত হন ও তাঁহার বুদ্ধি বিমোহিত হইয়া যায়। এই সকল কারণেই বিচারবান্ জ্ঞানী পুরুষগণ স্বর্গসুখকেও পরিণামদুঃখপ্রদ হওয়ায় পরিত্যাজ্য ও তুচ্ছীকরণের যোগ্য বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। এইরূপে পূর্ব্ব বর্ণনানুসারে চন্দ্রলোকে (পিতৃলোক) সুখ ভোগ করিবার পর কর্ম্মাবসানে জীবের চন্দ্রলোকগত জলময় শরীর অগ্নিসংযোগে ঘৃতকাঠিন্য-বিলয়ের ন্যায় অচিরেই বিগলিত হয়। তখন জীব আর চন্দ্রলোকে ক্ষণমাত্র থাকিতে পারে না। সে যে পথে চন্দ্রলোকে গিয়াছিল সেই পথেই আবার তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

তাঁহার স্থূলশরীর ব্রীহি যব ওষধি প্রভৃতি হইতে উপাদান প্রাপ্ত হইয়া পিতার শুক্রগত হয়। এবং সূক্ষ্মশরীর সেই শুক্রকে অবলম্বন করিয়া কর্ম্মানুসারে যথা-দেশকালে মাতৃগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপে ধূমযানগতি সমাপ্ত হইয়া পুনরায় পৃথিবীতলে নবীন কর্ম্ম লাভ করিবার জন্য জীবের জন্ম হয়। ধূমযানগতি হইতে জীব মৃত্যুলোকে আসিবার সময় পিতৃদের সাহায্যে স্থূলশরীর প্রাপ্ত হয় এবং দেবতাদের সাহায্যে উহার সূক্ষ্মশরীর মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে। ইহাই ধূমযান-গতির সংক্ষিপ্ত রহস্য।

দেবযানগতি উত্তরায়ণ পথে হয়। এই গতিতে সর্ব্বোত্তম লোক অতিক্রম করিয়া জীব আরও উন্নত লোকে চলিয়া যায়। তাহার আর পুনরাবৃত্তি হয় না। সপ্তমলোকে গিয়া মুক্তি লাভ হয়।

দেবযান গতি।

যথা ছান্দোগ্যোপনিষদে—

যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধা তপ ইত্যুপাসতে তেঽর্চ্চিষমভিসম্ভবন্ত্যর্চ্চিষোঽহরহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষমাপূর্য্যমাণপক্ষাদ্যান্ ষড়ুদঙ্ঙেতি মাসাংস্তান্। মাসেভ্যঃ সংবৎসরং সংবৎসরাদাদিত্যমাদিত্যাচ্চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্যুতং তৎপুরুষোঽমানবঃ স এনাং ব্রহ্ম গময়ত্যেষ দেবযানঃ পন্থা ইতি।

নিবৃত্তিপরায়ণ যে সকল মুনি অরণ্যে নিবাস করতঃ শ্রদ্ধার সহিত তপ, উপাসনা আদির অনুষ্ঠান করেন তাঁহাদের গতি দেহাবসানে সূর্য্যদ্বার-পন্থা দ্বারা হইয়া থাকে। তাঁহারা অর্চ্চিঅভিমানিনী দেবতার লোক, দিবসাভিমানিনী দেবতার লোক, আপূর্য্যমাণপক্ষ দেবতার লোক, ষণ্মাস দেবতার লোক, সংবৎসর দেবতার লোক আদিত্য দেবতার লোক এবং চন্দ্রমা দেবতার লোক অতিক্রম করিয়া যখন বিদ্যুৎ দেবতার লোকে পৌছান তখন এক অমানব পুরুষ আসিয়া তাঁহাদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। ইহাই দেবযান পন্থা। এই ব্রহ্মলোক বা সপ্তমলোক হইতে উপাসককে আর সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না। তিনি ওখানেই জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করতঃ নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। যাঁহারা সগুণ পঞ্চোপাসনার মধ্যে কোন ইষ্টদেবতার আরাধনা করত ইষ্টমূর্ত্তির সহযোগে সবিকল্প সমাধি লাভ করেন এবং সগুণভাবেই তন্ময় হইয়া শরীর ত্যাগ করেন তাঁহাদেরও তত্তৎ ইষ্টদেবতার লোকে সালোক্য সামীপ্যাদিরূপ মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। এই সকল ইষ্টলোকই ষষ্ঠ লোকের অন্তর্গত। অর্থাৎ শিবলোক, বিষ্ণুলোক, শক্তিলোক সকল লোকই ষষ্ঠ লোকে বিদ্যমান। শিবভক্ত শিব

ভাবে তন্ময় হইয়া শিবলোক প্রাপ্ত হন, বিষ্ণুভক্ত বিষ্ণুভাবে তন্ময় হইয়া বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন এবং দেবীর উপাসক তদ্ভাবে তন্ময় হইয়া শক্তিলোক মণিদ্বীপ প্রাপ্ত হন। এই সকল লোকের চমৎকার বর্ণন বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, দেবী ভাগবত আদি উপাসনাসম্বন্ধীয় পুরাণসমূহে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল লোকে ভক্ত সামীপ্য, সাযুজ্যাদি মুক্তি লাভ করত মহাপ্রলয়কাল পর্য্যন্তও অবস্থান করিতে পারেন। মহাপ্রলয়ের সময়ে যখন শিব, বিষ্ণু আদির পরব্রহ্মে লয় হয়, তখন ভক্ত পরজ্ঞান লাভ করিয়া স্বকীয় ইষ্টদেবতার সহিত পরব্রহ্মে বিলীন হইয়া নির্ব্বাণ মোক্ষ লাভ করেন।

যথা দেবীভাগবতে—

ভক্তৌ কৃতায়াং যস্যাপি প্রারব্ধবশতো নগ।
ন জায়তে মম জ্ঞানং মণিদ্বীপং স গচ্ছতি॥
তত্র গত্বাঽখিলান্ ভোগাননিচ্ছন্নপি চর্চ্ছতি।
তদন্তে মম চিদ্রূপজ্ঞানং সম্যগ্ ভবেন্নগ॥

ইহলোকে ভক্তিপূর্ব্বক সাধন করা সত্ত্বেও অপূর্ণ প্রারব্ধহেতু যে ভক্তের পরজ্ঞান লাভ না হয় মৃত্যুর পর দেবীলোক মণিদ্বীপে তাঁহার গতি হইয়া থাকে। তথায় ইচ্ছা না থাকিলেও আপনা আপনি ভক্ত বিবিধ ভোগ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং তদনন্তর কালপ্রাপ্ত হইলে ভক্ত পরব্রহ্মের জ্ঞান লাভ করত মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। ভক্ত সে কাল কতদিনে প্রাপ্ত হন এ বিষয়ে শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—

ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে।
পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্॥

উন্নত লোকপ্রাপ্ত ভক্ত ইষ্টদেবের সহিত প্রলয়কাল পর্য্যন্ত উক্ত লোকে বাস করিয়া মহাপ্রলয়ের সময় পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকারলাভ করত ইষ্টদেবের সহিত ব্রহ্মে বিলীন হইয়া যান। ইহাই দেবযানগতির চরম পরিণামে নিঃশ্রেয়সলাভ। এ বিষয়ে মুণ্ডক শ্রুতিতেও প্রমাণ পাওয়া যায় যথা—

তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে শান্তা বিদ্বাংসো ভৈক্ষচর্য্যাং চরন্তঃ।
সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রযান্তি যত্রামৃতঃ স পুরুষো হ্যব্যয়াত্মা॥
বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ সন্ন্যাসযোগাদ্ যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ।
তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে॥

ভিক্ষাচর্য্যাবলম্বন করত যে সকল শান্ত বিদ্বান্ পুরুষ অরণ্যে বাস করেন এবং

শ্রদ্ধার সহিত তপস্যাদি আচরণ করেন তাঁহারা দেহত্যাগের পর সূর্য্যদ্বারপথে অর্থাৎ দেবযানপথে অব্যয় অমৃত পুরুষের লোকে গমন করেন। ইহারই নাম ব্রহ্মলোক। বেদান্তের জ্ঞানানুসারে লব্ধতত্ত্ব এবং সন্ন্যাসযোগের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব যতিগণ এই ব্রহ্ম লোকে বহু বর্ষ বাস করিয়া মহাপ্রলয়কালে ব্রহ্মার লয়ের সহিত পরব্রহ্মে বিলীন হইয়া নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করেন। সহজগতি এবং শুক্লগতি সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণন দেওয়া হইল। এই দুইই জীবের মুক্তিবিধায়িনী গতি। এতদ্ব্যতীত আর এক মুক্তি-বিধায়িনী গতি আছে। উহাকে ঐশীগতি বলে। ইহার রহস্য পরে বর্ণিত হইবে।

ধূমযানগতি পাপ-পুণ্যের মিশ্রণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এজন্য ধূমযানের অন্তর্গত পিতৃলোক ব্যতীত নরকলোক এবং প্রেতলোক প্রাপ্তিও হইয়া থাকে।

প্রেতত্ব ও নরকাদি গতি।

যে সকল মনুষ্য পুণ্যার্জ্জন করে নাই, প্রত্যুত বিষয়বিলাসে পাপময় জীবন যাপন করিয়াছে তাহাদের মৃত্যুকালে বড়ই কষ্ট হইয়া থাকে এবং মৃত্যুর পরেও প্রেতযোনি প্রাপ্তি অথবা নরকে গতি হইয়া থাকে। ইহা কিরূপে হয় তাহা নীচে ক্রমশঃ বিবৃত হইতেছে। আজীবন বিষয়ভোগের ফলে বিষয়বাসিতচিত্ত মনুষ্য মৃত্যুর সময়েও বিষয়চিন্তা পরিত্যাগ করিতে পারে না। কারণ মৃত্যুরূপী ভীষণ পরিবর্ত্তনের জন্য মানবচিত্ত স্বভাবতই বিমূঢ় হইয়া কিছু দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এবং অন্তঃকরণের প্রকৃতিই এইরূপ যে দুর্ব্বল চিত্তে আজীবন অভ্যস্ত বলবান্ সংস্কার আপনা আপনিই উদিত হইয়া থাকে। দুর্ব্বল অন্তঃকরণে স্বভাবতঃ উদিত এইরূপ বলবান্ সংস্কারকেই প্রারব্ধ সংস্কার বলে এবং জীব এই প্রারব্ধানুকূল ভাবনায় চিত্তকে অভিভূত করত মৃত্যুর পর সদসদ্ ভাবনানুসারে নানারূপ গতি প্রাপ্ত হয়। বেদ বলেন—

"প্রাণস্তেজসা যুক্তঃ সহাত্মনা যথাসঙ্কল্পিতং লোকং নয়তি।"

সূক্ষ্মশরীর, কারণশরীর এবং জীবাত্মা চিত্তনিহিত সংকল্পানুসারে পরলোকে শুভাশুভ গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

শ্রীভগবান গীতাতেও বলিয়াছেন—

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয়! সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥

যে যে ভাব স্মরণ করিতে করিতে জীব শরীর ত্যাগ করে, মৃত্যুর পর সেই

ভাবানুসারে জীবের গতি হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের চরণকমলে ভৃঙ্গায়মানচিত্ত হইয়া মৃত্যুর সময়েও যে সাধক ভগবানকে স্মরণ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিতে পারেন তাঁহার নিশ্চয়ই ঊর্দ্ধগতি হইয়া থাকে। কিন্তু আজীবন বিষয়মুগ্ধচিত্ত জীবের সে সৌভাগ্য কোথায়? তাহার মৃত্যুর সময়ে বিষয়বাসনার সুপরিণামহেতু চারপ্রকার নিদারুণ দুঃখপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। নিম্নে ক্রমশঃ এই চারিপ্রকার দুঃখের বিষয় বর্ণন করা হইতেছে। প্রথম ক্লেশকে যোগশাস্ত্রে অভিনিবেশ নাম দেওয়া হইয়াছে।

যথা যোগদর্শনে—

"স্বরসবাহী বিদুষোঽপি তথা রূঢ়োঽভিনিবেশঃ।"

যাহার সম্বন্ধ পূর্ব্বজন্ম হইতে লাগিয়া থাকে এবং যাহা বিদ্বান্ অবিদ্বান্ সকলকেই আশ্রয় করে, মৃত্যুভয় উৎপন্নকারী সেই ক্লেশকে অভিনিবেশ বলে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই মৃত্যুর ভয়ে ভীত কেন? যে বালক মরণের কথা কিছুই জানে না সেও মরণের নামে কাঁপিয়া উঠে কেন? ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে যোগদর্শনোক্ত পূর্ব্বজন্ম-সংস্কারই কারণ বলিয়া বোধ হয়। মৃত্যু স্থূল শরীরেরই হইয়া থাকে, আত্মার মৃত্যু নাই।

শ্রুতি বলিয়াছেন—

"জীবাপেতং কিলেদং ম্রিয়তে ন জীবো ম্রিয়তে।"

জীবাত্মা-পরিত্যক্ত স্থূলশরীরেরই মৃত্যু হইয়া থাকে জীবাত্মার মৃত্যু হয় না। 'বাসাংসি জীর্ণানি' আদি শ্লোকের দ্বারা গীতায় একথা ভগবান্ স্পষ্ট প্রতিপাদন করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্তানুসারে মৃত্যুর সময় যখন জীবাত্মা. কারণশরীর ও সূক্ষ্মশরীরের দ্বারা স্থূলশরীর পরিত্যক্ত হয় তখন জীবের যে দারুণ ক্লেশ হয় উহার সূক্ষ্ম সংস্কার সূক্ষ্মশরীরগত চিত্তের মধ্যে থাকিয়া যায়। মৃত্যুর কথা বলিলেই জীবের মনে পূর্ব্বজন্মের ঐ দুঃখের সংস্কার উদ্‌বুদ্ধ হইয়া থাকে। তাহাতেই জীব মৃত্যু ভয়ে ভীত হয়। এই ভয় এত ভীষণ যে ভগবান্ পতঞ্জলি যোগদর্শনে পঞ্চক্লেশের বর্ণন করিতে সময় অভিনিবেশকেও একটি ক্লেশের মধ্যে গণনা করিয়াছেন। যথা—

অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চক্লেশাঃ।

অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ সংসারে জীবকে এই পাঁচ প্রকার ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। এক্ষণে অভিনিবেশহেতু মৃত্যুকালে জীবের কিরূপ ক্লেশ হয় তাহা বর্ণিত হইতেছে। মৃত্যুকালে স্থূলশরীরের সহিত সূক্ষ্মশরীর

কারণশরীর এবং জীবাত্মার বিচ্ছেদ হয়। যে বস্তুর সহিত অনেকদিনের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ থাকে তাহার সহিত বিচ্ছেদের সময় অবশ্যই অত্যধিক কষ্ট হইবে। দৃষ্টান্ত রূপে বুঝা যাইতে পারে যে যদি দুইখণ্ড কাগজকে নির্য্যাসের দ্বারা সংলগ্ন করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে কিছুক্ষণ পরে নির্য্যাস শুষ্ক হইলে কাগজখণ্ডদ্বয়কে পৃথক করা বড়ই কষ্টকর হইয়া উঠে। অনেক সময় কাগজ ছিন্ন হইয়া যায় তথাপি বিশ্লিষ্ট হয় না। ঠিক ঐ প্রকারে পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার এবং জীবাত্মার যখন বিষয়বাসনারূপ নির্য্যাসের দ্বারা স্থূলশরীরের সঙ্গে অনেক বর্ষ পর্য্যন্ত সম্বন্ধ ছিল এবং সেই বাসনা মৃত্যুকাল অবধি ঘৃতাহুত বহ্নির ন্যায় ক্রমাগত বাড়িয়াই আসিয়াছে, কমে নাই, তখন যদি হঠাৎ দৈববশে পরম প্রেমাস্পদ স্থূলশরীরকে চিরকালের জন্য ত্যাগ করিতে হয় তাহা হইলে অবশ্যই জীবের অন্তঃকরণে দারুণ দুঃখের উদয় হইবে ইহাতে আর সন্দেহ কি? এই গূঢ় আন্তরিক দুঃখকেই মৃত্যুযাতনা বলে এবং ইহারই সংস্কার অন্তঃকরণে অনেক জন্ম হইতে সঞ্চিত থাকায় মৃত্যুর নামমাত্রেই উদ্‌বোধিত হইয়া জীবকে মৃত্যুভয়ে ভীত করে। ইহাই মরণকালীন প্রথম ক্লেশ যাহা ধীর যোগী ভিন্ন বিদ্বান্ অবিদ্বান্ সকলকেই ভোগ করিতে হয়। ধীর ভক্ত যোগীর সূক্ষ্মশরীর ও আত্মা বিষয়বাসনা-রূপ নির্য্যাসের দ্বারা স্থূলশরীরের সহিত সম্বন্ধ না হইয়া ভক্তি ও প্রেম নির্য্যাসের দ্বারা শ্রীভগবানের চরণকমলের সহিত সংলগ্ন থাকে, এজন্য মৃত্যুর সময় তাঁহাকে কোনই ক্লেশ পাইতে হয় না। তিনি মৃত্যুরূপ বিষম সন্ধির সময়েও অপূর্ব্ব ধৈর্য্যের সহিত নিজের মনোমধুকরকে ভগবচ্চরণারবিন্দের মধুর মকরন্দ পানে তন্ময় করিয়া ঐ অবস্থাতেই স্থূলশরীর ত্যাগ করেন এবং এইজন্যই দেহত্যাগে তাঁহার উত্তরায়ণ গতিলাভ হইয়া থাকে। মৃত্যুর সময়ে বিষয়ীপুরুষের দ্বিতীয়প্রকার ক্লেশের কারণ 'মোহ'। মোহের স্থান পুত্রকলত্রাদি মুমূর্ষু ব্যক্তির চারিদিকে বসিয়া করুণস্বরে যখন বিলাপ করিতে থাকে তখন তাহার মনোবেদনার আর সীমা থাকে না। "হায়! আমি আমার প্রাণপ্রিয় শিশুগুলিকে কিরূপে পরিত্যাগ করিব, উহারা আমার অভাবে অনাহারে মারা যাইবে, আমার সহধর্ম্মিণী অনাথিনী হইয়া চিরজীবন কষ্টে কালযাপন করিবেন, এত ক্লেশে অর্থোপার্জ্জন করিলাম, অট্টালিকা সুসজ্জিত করিলাম, কিছুই ভোগে আসিল না" ইত্যাদি ইত্যাদি মোহমূলক দুঃখচিন্তায় মুমূর্ষু ব্যক্তির হৃদয় বিদীর্ণ হইতে থাকে। ইহাই সব মৃত্যুকালীন দ্বিতীয় দুঃখ। যথা ভাগবতে—:

এবং কুটুম্বভরণে ব্যাপৃতাত্মাহজিতেন্দ্রিয়ঃ।
ম্রিয়তে রুদতাং স্বানামুরুবেদনয়াহস্তধীঃ॥

কুটুম্বপোষণে ব্যাপৃতচিত্ত অসংযমী বিষয়ী ব্যক্তি কুটুম্বগণের দুঃখ দেখিয়া এইরূপে হতবুদ্ধি হইয়া থাকে। মুমূর্ষু ব্যক্তির তৃতীয়প্রকার দুঃখ অনুতাপজন্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। "হায়! আমি শাস্ত্র জানিয়াও বিষয়ের উন্মাদে মত্ত থাকিয়া কিছুই ধর্ম্মানুষ্ঠান করি নাই, স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি আসক্ত হইয়া উহাদিগকে সুখে রাখিবার নিমিত্ত কতই চুরি, জুয়াচুরি, মিথ্যাচার, কপটতা, প্রবঞ্চনাদির অনুষ্ঠান করিয়াছি, যাহাদের জন্য এরূপ পাপকার্য্য করিয়াছি, তাহারা ত কেহ আমার পাপের ভাগী হইবে না বা আমার সঙ্গে যাইবে না, কেবল আমাকেই একাকী ভীষণ নরকে পতিত হইয়া সকল পাপের ফলভোগ করিতে হইবে। হায়! আমি যৌবন মদোন্মত্ত হইয়া কতই অনাচার, ব্যভিচার, সতীর সতীত্ব নাশ আদি ঘৃণিত পাপাচরণ করিয়াছি, তখন ওসকলের ভীষণ পরিণামের প্রতি উপেক্ষা করিয়াছিলাম, কিন্তু এখন ঐ সকল পাপ মূর্ত্তিমান্ হইয়া আমাকে দারুণ যমদণ্ডের ভয় দেখাইতেছে এবং অন্তঃকরণে শতশত বৃশ্চিকদংশনতুল্য ক্লেশ উৎপন্ন করিতেছে। যৌবনের ঘোরে অহঙ্কৃত হইয়া স্বর্গ নরকাদি বিষয়ক শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তকে মিথ্যা বোধে উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিতাম এবং শাস্ত্রগর্হিত কদাচরণ করিতে কুণ্ঠিত হইতাম না, কিন্তু এখন মৃত্যুকালে ঐ সকল পরোক্ষ লোকের ভীষণ ছায়া আমার হৃদয়ের উপর পতিত হইতেছে এবং ঋষিদের বাক্য সত্য বলিয়া মনে হইতেছে, নাজানি মহাপাপের ফলে আমাকে কোন রৌরব বা কুম্ভীপাকে পড়িতে হইবে" ইত্যাদি ইত্যাদি পূর্ব্বকৃতকর্ম্মজনিত অনুতাপের অনলে বিষয়সেবী মুমূর্ষুর চিত্ত দগ্ধ হইতে থাকে। অনেক বিষয়ী ত এইপ্রকার দারুণ দুঃখের দ্বারা বিমুগ্ধ ও বিকৃতমস্তিষ্ক হইয়া বিকারাবস্থায় নিজের পাপ বলিতে আরম্ভ করে যাহা শুনিয়া আত্মীয়স্বজন সকলেই অত্যন্ত আতঙ্কিত ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে। ইহাই মরণকালীন অনুতাপজন্য তৃতীয় দুঃখ। মরণকালীন চতুর্থ দুঃখ কিছু অলৌকিক এবং বিচিত্র। উহা এই যে ঠিক মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে, মনুষ্যের প্রকৃতি, মৃত্যুর পর তাহাকে স্বকর্ম্মানুসারে যে লোকে যাইতে হইবে সেই লোকের প্রকৃতির সহিত সমভাবাপন্ন হইয়া যায় এবং এইহেতু মৃত্যুর সময় জীব পরলোকের অনেক দৃশ্য দেখিতে পায়। যিনি স্বর্গে যাইবেন তিনি স্বর্গীয় দেবদেবীকে দেখিতে পান এবং যে যমলোকে শাস্তি পাইবার জন্য যাইবে সে ভীষণ যমদূতগণকে দেখিতে পায়।

যথা মুণ্ডকোপনিষদে—

এহ্যেহীতি তমাহুতয়ঃ সুবর্চসঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভির্যজমানং বহন্তি।

প্রিয়াং বাচমভিবদন্ত্যোঽর্চয়ন্ত্যঃ এষ বঃ পুণ্যঃ সুকৃতো ব্রহ্মলোকঃ॥

যজ্ঞের ফলে যাঁহারা দিব্যলোকের অধিকারী হন এরূপ পুণ্যাত্মা পুরুষগণকে মৃত্যুর সময় জ্যোতিষ্মতী আহুতিগণ 'এস এস' বলিয়া আহ্বান করেন এবং সূর্য্যরশ্মি দ্বারা দিব্যলোকে লইয়া যান, উহঁাদিগকে মধুরবচনে সম্বোধন এবং অর্চনা করেন। এইরূপে পুণ্যাত্মা ব্যক্তিগণের দিব্যলোকে গতি হইয়া থাকে। পুরাণেও স্বর্গ হইতে বিমান আসা এবং তাহাতে আরোহণ করিয়া পুণ্যাত্মার স্বর্গে যাওয়া আদির অনেক বর্ণন দেখিতে পাওয়া যায়। মৃত্যুকালে পুণ্যাত্মাগণ এরূপ বিমান ও দেবতাদির দর্শন করিয়া প্রফুল্লিত হন। কিন্তু পাপীর ভাগ্যে এরূপ দিব্যদর্শন কোথায়? সে মৃত্যুর পর যমলোকে যায় এবং এজন্য মৃত্যুর সময় ভীষণ লগুড়হস্ত যমদূতগণকেই দেখিয়া থাকে। যথা ভাগবতে—

যমদূতৌ তদা প্রাপ্তৌ ভীমৌ সরভসেক্ষণৌ।

স দৃষ্ট্বা ত্রস্তহৃদয়ঃ শকৃন্মূত্রং বিমুঞ্চতি॥

পাপীর মৃত্যুকালে ভীম আরক্তলোচন যমদূত দ্বয় সম্মুখে আসে এবং তাহা দেখিয়া ভয়ে মুমূর্ষু ব্যক্তি মল মূত্র ত্যাগ করিয়া ফেলে। এই সকল যমলোকবাসী জীব করাল মূর্ত্তি ধারণ করত পাপীর নিকটে উপস্থিত হয়, নরকের বীভৎস দৃশ্য সমূহ তাহাকে দেখায়, কাল্পনিক নরকাগ্নি উৎপন্ন করিয়া পাপীকে তাহার মধ্যে ফেলিল এরূপ ভয় জন্মায়, বল পূর্ব্বক তাহার কেশাকর্ষণ করিয়া কৃমিকীটাদিপূর্ণ বিষ্ঠাকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত করিতে যায়। এই সকল ভয়ঙ্কর অমানুষিক দৃশ্য দেখিয়া পাপীর হৃদয় ভয়ে বিহ্বল হইয়া উঠে এবং সে চীৎকার করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। এই সব বিষয়ী ব্যক্তির মৃত্যুকালীন চতুর্থ দুঃখ। এ কথা সকলেই জানেন যে দারুণ ক্লেশে চিত্ত অভিভূত হইলে মনুষ্য প্রায়ই মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হয়। এই নিয়মানুসারে বিষয়ী মনুষ্যের সূক্ষ্মশরীর উপর-কথিত চতুর্ব্বিধ ক্লেশের বশে প্রায়ই মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হয় এবং এই মূর্চ্ছাবস্থাতেই তাহার সূক্ষ্মশরীর স্থূলশরীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া থাকে। মৃত্যুর সময়ে সূক্ষ্মশরীরের এই মূর্চ্ছাবস্থার জন্য যে লোকপ্রাপ্তি হয় তাহাকে প্রেতলোক বলে। কিন্তু এই মূর্চ্ছা সাধারণ সংজ্ঞাহীনতাযুক্ত মূর্চ্ছার মত নহে। ইহাতে সূক্ষ্মশরীর সংজ্ঞাহীন হয় না, কেবল মোহাদিজনিত প্রবল ভাবনা ও দুঃখের বশে অজ্ঞানতাময় একপ্রকার উন্মত্তদশা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

কোথাও কোথাও শাস্ত্রে এরূপ বর্ণনও পাওয়া যায় যে পূর্ব্বশরীর ত্যাগ করিবামাত্রই জীবের দ্বিতীয় শরীর লাভ হইয়া থাকে। যথা শ্রুতি—

তদ্ যথা তৃণজলোকা তৃণস্যান্তং গত্বাঽন্যমাক্রমমাক্রম্যাত্মানমুপসংহরত্যেবমেবায়মাত্মেদং শরীরং নিহত্যাঽবিদ্যাং গময়িত্বাঽন্যমাক্রমমাক্রম্যাত্মানমুপসংহরতি।

আরও ভাগবতে—

দেহে পঞ্চত্বমাপন্নে দেহী কর্ম্মানুগোঽবশঃ।
দেহান্তরমনুপ্রাপ্য প্রাক্তনং ত্যজতে বপুঃ॥
ব্রজংস্তিষ্ঠন্ পদৈকেন যথৈবৈকেন গচ্ছতি।
তথা তৃণজলৌকেব দেহী কর্ম্মগতিং গতঃ॥

এক স্থূলশরীর মৃত হইবার পর কর্ম্মপরতন্ত্র জীব বিবশ হইয়া অন্য দেহ প্রাপ্ত হয়। যেরূপ জলৌকা পূর্ব্ব তৃণ পরিত্যাগ করিবামাত্রই পরবর্ত্তী তৃণ প্রাপ্ত হয় সেইপ্রকার জীবও কর্ম্মবশে পূর্ব্বশরীর ত্যাগ করত তৎক্ষণাৎ অন্য শরীর প্রাপ্ত হয়। পরন্তু এইরূপ পূর্ব্বশরীর ত্যাগের পরক্ষণেই দ্বিতীয় শরীর প্রাপ্তি জীবের তখনই হইতে পারে যদি নিম্নবাসনাদির পরিণামে জীবের প্রেতযোনি প্রাপ্তি না হয় অথবা অন্য লোকে ভোগ্য কোন কর্ম্মসংস্কার না থাকে। অন্যথা যতদিন জীবের প্রেতত্বমুক্তি না হয় অথবা স্বর্গনরকাদি ভোগ সমাপ্ত না হয় ততদিন তাহার ইহলোকে পুনর্জ্জন্ম হইতে পারে না। এক্ষণে প্রেতযোনি কি এবং কিরূপে তাহার প্রাপ্তি ও তাহা হইতে মুক্তি হয় তাহাই বর্ণিত হইতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বিষয়ী জীবের চিত্তে মৃত্যুকালে চার প্রকার দুঃখের উদয় হইয়া সূক্ষ্ম শরীরের মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। ঐ মূর্চ্ছাই প্রেতত্বের কারণ এবং যতদিন না ঐ মূর্চ্ছা কাটে জীবকে ততদিন প্রেতযোনিতে অবস্থান করিতে হয়। এইরূপ মূর্চ্ছা ব্যতীত আরও কয়েকপ্রকারে প্রেতত্ব প্রাপ্তি হইয়া থাকে। যথা—কোন মনুষ্য বা অর্থাদির প্রতি বিশেষভাবে আসক্ত হইয়া উহাতেই চিত্তকে মুগ্ধ করতঃ প্রাণত্যাগ করিলেও প্রেতযোনিপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। গৃহস্থগণ পুত্র কলত্রাদির মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, ব্যভিচারপরায়ণ স্ত্রীপুরুষ পরস্পরে আসক্ত হইয়া, কৃপণ ধনে আসক্ত হইয়া এইরূপে প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়। ইহা ছাড়া হঠাৎ অপঘাত মৃত্যু হইলেও প্রেতযোনি প্রাপ্তি হইয়া থাকে। রাস্তা চলিতে চলিতে মস্তকে বজ্রপাত হইল, উপর হইতে ঘর ভাঙ্গিয়া মাথায় পড়িল, হঠাৎ কেহ বন্দুক মারিয়া দিল বা সুপ্ত অবস্থায় শিরশ্ছেদন করিল এরূপ মৃত্যুতেও প্রেতযোনি প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

এই সকল ঘটনাস্থলে সূক্ষ্মশরীর ধীরে ধীরে স্থূলশরীর পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া হঠাৎ আঘাত পাইয়া বেগে বহির্গত হইয়া পড়ে। এবং এই আঘাতেই সূক্ষ্মশরীরের মূর্চ্ছা হইয়া প্রেতত্ব প্রাপ্তি হয়। তৃতীয়তঃ আত্মহনন করিলে প্রেতত্ব প্রাপ্তি অবশ্যই হইয়া থাকে। উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ, জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ, বিষ ভক্ষণ করিয়া প্রাণত্যাগ ইত্যাদি প্রকারে আত্মঘাতী হইলে প্রেতযোনিলাভ হইয়া থাকে। এইরূপ মৃত্যু অত্যন্ত কষ্টের সহিত হয় এবং তাহাতেই সূক্ষ্মশরীর মূর্চ্ছিত হইয়া প্রেতত্ব লাভ করে। যুদ্ধে যাঁহারা বীরের মত প্রাণ দেন তাঁহাদিগকে প্রেতযোনি ভোগ করিতে হয় না। কিন্তু ভীরুর মত হায় হায় করিয়া অতিকষ্টে প্রাণ দিলে প্রেতত্বলাভ হয়। এইরূপ নানাপ্রকারে জীবের প্রেতযোনি প্রাপ্তি হয়। এতদ্ব্যতীত কোন শত্রুর উপর জিঘাংসাবৃত্তিযুক্ত হইয়া প্রেতযোনিলাভের কারণও বর্ণিত আছে। ঐ সকল প্রেত যাহার উপর আক্রোশ করিয়া প্রেতত্ব লাভ করে তাহাকে প্রায়ই সবংশে নাশ করিয়া থাকে। মনুসংহিতায় কর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া প্রেতত্ব প্রাপ্তি বিষয়ে দ্বাদশাধ্যায়ে বর্ণন পাওয়া যায় যথা—

বান্তাশ্যুল্কামুখঃ প্রেতো বিপ্রো ধর্ম্মাৎ স্বকাচ্চ্যুতঃ।
অমেধ্যকুণপাশী চ ক্ষত্রিয়ঃ কটপূতনঃ॥
মৈত্রাক্ষজ্যোতিকঃ প্রেতো বৈশ্যো ভবতি পূয়ভুক্।
চৈলাশকশ্চ ভবতি শূদ্রো ধর্ম্মাৎ স্বকাচ্চ্যুতঃ॥

ব্রাহ্মণ স্বকর্ম্মভ্রষ্ট হইলে বমিভক্ষক জ্বালামুখ প্রেত ও ক্ষত্রিয় ঐরূপ হইলে শব ও বিষ্ঠাভক্ষক কটপূতননামক প্রেত হয়। বৈশ্য স্বকর্ম্মভ্রষ্ট হইলে পূয়ভক্ষক মৈত্রাক্ষ-জ্যোতিক নামক প্রেত এবং শূদ্র ঐরূপ হইলে চৈলাশক নামক প্রেত হয়।

এই মৃত্যুলোকরূপী পৃথিবীর সঙ্গে তিনটি সূক্ষ্মলোক আছে। উহাদের একটির নাম প্রেতলোক, দ্বিতীয়টির নাম নরকলোক এবং তৃতীয়টির নাম পিতৃলোক। অর্থাৎ এই মৃত্যুলোকের সহিত সংশ্লিষ্ট পুণ্যলোকের নাম পিতৃলোক এবং পাপভোগপ্রদ লোকের নাম প্রেতলোক ও নরকলোক। জীব আতিবাহিক দেহ ধারণ করিয়া এই তিন লোকে কর্ম্মানুসারে গমন এবং সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। প্রেতের সাধারণ স্থূলশরীর থাকে না, কিন্তু বাসনার তীব্রতানুসারে প্রেত যখন ইচ্ছা নানাপ্রকার স্থূলশরীর ধারণ করিতে পারে। ইহা কিরূপে হয় তাহা বিচার্য্য। আর্য্যশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, সূক্ষ্মশরীরের বেগ

বশতঃ স্থূলশরীর লাভ হইয়া থাকে। সূক্ষ্মশরীরের এত বল আছে যে সে বাসনার বেগে প্রকৃতি হইতে স্থূলশরীরের উপাদান সংগ্রহ করিয়া যখন তখন স্থূলশরীর প্রস্তুত করিতে পারে। বদ্ধজীবের সূক্ষ্মশরীর স্থূলশরীর ও ইন্দ্রিয়ের সহিত আসক্তিযুক্ত এবং তন্নিবন্ধন বদ্ধ থাকায় বদ্ধজীব যথেচ্ছভাবে স্থূলকায়া পরিগ্রহ করিতে পারে না। যোগীর সূক্ষ্মশরীর ইন্দ্রিয়বদ্ধ নহে এজন্য শিক্ষা করিলে যোগীও নানারূপ স্থূলশরীর পরিগ্রহ করিতে পারেন। এইরূপে প্রেতের স্থূলশরীর না থাকায় একাকী সূক্ষ্মশরীরের বল অসীম থাকে, এজন্য প্রেতও সূক্ষ্মশরীরের বাসনা-বেগকে বর্দ্ধিত করিয়া স্থূলশরীর ধারণ করিতে পারে। তবে যোগীর স্থূলদেহ ধারণ এবং প্রেতের স্থূলশরীর ধারণের মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে। যোগীর চিত্ত বাসনাশূন্য হওয়ায় যোগী যোগসিদ্ধিবলে নানারূপ শরীর ধারণ করিতে পারেন। কিন্তু প্রেত তাহা পারে না। সে কেবল নিজের বাসনানুসারেই শরীর ধারণ করিতে পারে। যেমন যদি কোন পুরুষ নিজের স্ত্রী বা পরস্ত্রীতে আসক্ত হইয়া উহাকেই চিন্তা করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করে এবং তন্নিবন্ধন উহার প্রেতযোনি প্রাপ্তি হয় তবে সে পতি বা উপপতির শরীর ধারণ করিয়া ঐ স্ত্রীর নিকট আসিতে পারে এবং প্রবল বাসনার বেগে কামের স্থূলক্রিয়াদিও করিতে পারে। কিন্তু উক্তপ্রকার কামুক পুরুষের রূপধারণ ব্যতীত সে যথেচ্ছভাবে অন্যরূপ ধারণ করিতে পারে না, কারণ তাহার বাসনার নৈসর্গিক বেগ ঐ প্রকারই আছে, অন্যপ্রকার নাই। এইরূপে মৃতমাতা জীবিত পুত্রের নিকট মাতৃমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আসিতে পারে, মৃতা স্ত্রীও পূর্ব্ব পতির নিকট আসিতে পারে। প্রেতের শরীর সকল সময় একরকম হয় না। পঞ্চতত্ত্বের উপর অধিকার থাকায় প্রেত আবশ্যকতানুসারে কোন না কোন তত্ত্বকে আকর্ষণ করিয়া তদনুরূপ শরীর ধারণ করিতে পারে। সে কখনও বায়ুতত্ত্বকে আকর্ষণ করতঃ বায়বীয় শরীর ধারণ করিতে পারে এবং প্রবল ঝড়রূপে গ্রাম্যজনের হৃদয়ে ভীতি উৎপাদন করিতে পারে। কখন বা অগ্নিতত্ত্বকে আকর্ষণ করতঃ অগ্নিময় রূপ ধারণ করিয়া শ্মশান বা নিভৃত স্থানে ভীতিজনক আগ্নেয়রূপ দেখাইতে পারে। কখন কখন ছায়ারূপ ধারণ করিয়া মনুষ্যের সম্মুখে দেখা দিতে ও কথা কহিতে পারে। এইরূপ ছায়াশরীরের কথা মুখদিয়া নিঃসৃত ও বায়ুকম্পন দ্বারা কর্ণগোচর হয় না। প্রেত যাহাকে নিজের কথা শুনাইতে বা জানাইতে চাহে তাহার হৃদয়ের মধ্যে ঐরূপ প্রেরণা উৎপন্ন করে

এবং শ্রোতা নিজের ভিতরেই প্রেতের কথা শুনিতে পায় এবং তাহার সহিত বাক্যালাপ করিতে পারে। অনেক জীবের এরূপ দৃষ্টি থাকে যে তাহারা প্রেত দেখিতে পায়। সাধারণতঃ কুকুর স্বভাবতই প্রেত দেখিতে পায়। রাত্রিতে অনেক সময় ছায়াময় বা শরীরযুক্ত প্রেত দেখিয়া কুকুর চীৎকার করিয়া থাকে অনেক সময় এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে যে কোন প্রেতনিবাস গৃহে মনুষ্য ও কুকুর একই সময়ে গেল, মনুষ্য কিছুই দেখিতে পাইল না, কিন্তু কুকুর গৃহমধ্যে প্রেতের বিকটমূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে চীৎকার করতঃ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। এতদতিরিক্ত অনেক মনুষ্যেরও প্রেত দেখিবার দৃষ্টি (Psychic sight) আছে। উহারা প্রেতের ছায়া, প্রেতের মূর্ত্তি অথবা প্রেত যদি কোন স্ত্রী বা পুরুষকে আক্রমণ করে তবে সেই আক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে প্রেতের শরীর দেখিতে পায়। প্রাক্তন কর্ম্ম ও স্বভাবানুসারে ভালমন্দ নানাপ্রকার প্রেত হইয়া থাকে। সচ্চরিত্র, নিরীহ অথচ মোহাদিবশে প্রেতযোনি প্রাপ্ত পুরুষ বা স্ত্রী প্রেত প্রায়ই কাহারও অনিষ্ট করে না। কিন্তু জীবিতাবস্থায় কুকর্ম্মরত দুষ্ট মনুষ্য মরিয়া প্রেত হইলে প্রেতত্বাবস্থাতেও তাহার দুষ্টতা যায় না। সে মনুষ্যকে ভয় দেখায়, অত্যাচার করে আক্রমণ করে এবং নানারূপ উপদ্রব করিয়া থাকে। তবে প্রেত এ সকল উপদ্রব দুর্ব্বলচিত্ত মনুষ্যের উপরই করিতে পারে। প্রেত আত্মার বলে বলীয়ান্ উন্নতচরিত্র, উন্নতমনা, যুক্ত পুরুষ বা স্ত্রীর কিছুই করিতে পারে না। স্ত্রীপ্রকৃতিতে মানসিক বেগের আধিক্য এবং জ্ঞানের অল্পতা থাকায় পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর প্রতিই প্রেতের আক্রমণ অধিক হইয়া থাকে। দুষ্ট প্রেতের মধ্যে এরূপ একটি বিচিত্র স্বভাব দেখা যায় যে তাহারা প্রায়ই বিকৃতমনা বা বিকৃত মস্তিষ্ক স্ত্রীপুরুষগণকে আত্মহত্যা করিবার জন্য প্রেরিত করে এবং নিজের যোনিতে আনিতে চেষ্টা করে। আত্মহনন দ্বারা প্রেতযোনি প্রাপ্ত জীবের মধ্যে এই অভ্যাসটি বড়ই প্রবল হয়। যদি কেহ উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিবার চেষ্টা করে তবে ইতিপূর্ব্বে উদ্বন্ধনে মৃত ও প্রেতযোনিপ্রাপ্ত জীব তাহাকে ঐ পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত করিতে চেষ্টা করে। সে চারিদিকে ঐরূপ উদ্বন্ধনপ্রাপ্ত স্ত্রীপুরুষের দৃশ্য দেখায় যাহার দ্বারা উন্মত্তপ্রায় হইয়া সেই ব্যক্তিও আত্মঘাতী হইয়া পড়ে। এইরূপে জলমগ্ন হইয়া আত্মহননের সময়েও জলমগ্ন প্রেত বিভীষিকাময়ী নানামূর্ত্তি দেখাইয়া ঐ আত্মহননেচ্ছু ব্যক্তিকে নিজের পাপকার্য্যে প্রলোভিত করিয়া থাকে। এইরূপে দুষ্ট প্রেতের অনেক লীলা দেখা গিয়াছে।

আর্য্যশাস্ত্রে প্রেত ডাকিবার অনেকপ্রকার প্রক্রিয়া বর্ণিত আছে। বাসনাবদ্ধ প্রেতের দৃষ্টি সদা সংসারের দিকে থাকায় একটু চেষ্টা করিলেই প্রেত ডাকা যায়। কারণ প্রেত সাংসারিক জীবের সহিত সর্ব্বদাই মিলিত হইতে চেষ্টা করে। প্রেত ডাকিবার সাধারণ প্রক্রিয়াকে পীঠাসন (Table rapping) বলে। পীঠাসনের উৎপত্তি নিম্নলিখিত ভাবে হইয়া থাকে। একটি ত্রিপাদ টেবিলের উপর দুই, তিন, পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তি পরস্পর হাত মিলাইয়া বসিয়া যদি সকলে একই মৃত ব্যক্তির মূর্ত্তি চিন্তা করে তবে কিছুক্ষণ পরেই উহাদের হস্তসমূহের সম্মিলন স্থানে একটি বৈদ্যুতিক চক্রাবর্ত্ত উৎপন্ন হয় এবং এই চক্রাবর্ত্তে মৃতব্যক্তির সূক্ষ্মশরীর সমাবিষ্ট হইয়া থাকে। তখন ঐ সূক্ষ্মশরীরের বেগে টেবিল নড়িতে থাকে এবং জিজ্ঞাসা করিলে ইঙ্গিতে টেবিল নড়িয়া প্রশ্নোত্তর হইয়া থাকে। তবে প্রেতের বুদ্ধি বিকৃত থাকে বলিয়া ঠিক ঠিক উত্তর পাওয়া যায় না এবং পীঠাসন ক্রিয়ায়ও সফলতা লাভ হইতে পারে না। যদি প্রেত না ডাকিয়া দিগ্‌বন্ধবিধি অনুসারে উক্ত পীঠাসনে ভাল আত্মাকে আহ্বান করা যায় তবে ভাল উত্তর ও অনেক গূঢ় তত্ত্বের সন্ধান লাভ হইয়া থাকে। প্রেত ডাকিবার দ্বিতীয় বিধিকে প্রাণবিনিময়বিধি (mesmerism) বলে। উহার দ্বারা প্রথমতঃ নিজ প্রাণশক্তির বলে কোন স্ত্রী বা পুরুষকে অভিভূত করিতে হয়। সে এইরূপে অভিভূত হইয়া মূর্চ্ছিত বা নিদ্রিতের মত হইলে কোন প্রেতকে চিন্তা করিয়া তাহার শরীরের মধ্যে ডাকিতে হয়। তদনন্তর ঐ শরীরে যখন প্রেতাবেশ হয় তখন আবিষ্ট ব্যক্তি কথা কহিতে থাকে এবং অনেক প্রশ্নের উত্তর দেয়। ওসকল কথা প্রেতেরই কথা হইয়া থাকে। প্রেত ঐ শরীরকে যন্ত্ররূপে পরিণত করিয়া কথা কহিয়া থাকে। এইরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা অন্যের মধ্যে প্রেত ডাকার মত নিজের মধ্যেও ডাকা যায়। উহাকে স্বতঃপ্রাণবিনিময় অর্থাৎ Self mesmerism বলে। তান্ত্রিক ভৈরবীচক্র আদি সাধনাতেও এইরূপে চক্রমধ্যবর্ত্তী কোন স্ত্রী বা পুরুষকে পাত্ররূপে পরিণত করিয়া উহার মধ্যে প্রেতের আবেশ করা যাইতে পারে। ইহা ব্যতীত তান্ত্রিক শব সাধনার মধ্যেও প্রেত ডাকিবার বিধি আছে।

যথা ভাবচূড়ামণিতে—

শূন্যাগারে নদীতীরে পর্ব্বতে নির্জ্জনেঽপি বা।
বিল্বমূলে শ্মশানে বা তৎসমীপে বনস্থলে॥

অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং পক্ষয়োরুভয়োরপি।
ভৌমবারে তমিস্রায়াং সাধয়েৎ সিদ্ধিমুত্তমাম্॥
মাষভক্তঞ্চ বল্যর্থং ধূপদীপাদিকং তথা।
তিলাঃ কুশাঃ সর্ষপাশ্চ স্থাপনীয়াঃ প্রযত্নতঃ॥
যষ্টিবিদ্ধং শূলবিদ্ধং খড়্গবিদ্ধং জলে মৃতম্।
বজ্রবিদ্ধং সর্পদষ্টং চাণ্ডালঞ্চাভিভূতকম্॥
তরুণং সুন্দরং শূরং রণে নষ্টং সমুজ্জ্বলম্।
পলায়নবিশূন্যন্তু সম্মুখে রণবর্ত্তিনাম্॥
ধূপেণ ধূপিতং কৃত্বা গন্ধাদিনা বিলিপ্য চ।
কুশশয্যাং পরিষ্কৃত্য তত্র সংস্থাপয়েচ্ছবম্॥
চলচ্ছবাদ্‌ভয়ং নাস্তি ভয়ে জাতে বদেত্ততঃ।
যৎ প্রার্থয় বলিস্তেন দাতব্যং কুঞ্জরাদিকম্॥
দিনান্তরে চ দাস্যামি স্বনাম কথয়স্ব মে।
ইত্যুক্ত্বা সংস্কৃতৈনৈব নির্ভয়শ্চ পুনর্জপেৎ॥

শূন্যগৃহ, নদীতীর, পর্ব্বত, নির্জ্জনস্থান, বিল্বমূল, শ্মশান অথবা তৎসমীপস্থ বনপ্রদেশে শবসাধন করা উচিত। কৃষ্ণ অথবা শুক্লপক্ষীয় অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে মঙ্গলবার রাত্রিকালে শবসাধন করিলে উত্তম সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। বলির নিমিত্ত মাষভক্ত এবং পূজার জন্য ধূপ, দীপ, তিল, কুশ এবং সর্ষপ রাখা উচিত। যষ্টি, ত্রিশূল বা খড়্গাঘাতে যাহার প্রাণ গিয়াছে, জলমগ্ন হইয়া, বজ্রাঘাতে অথবা সর্পদংশনে যাহার মৃত্যু হইয়াছে এরূপ চণ্ডালের শব সাধনকার্য্যে বিশেষ প্রশস্ত। শব তরুণ বয়স্ক এবং সুন্দরাঙ্গ হওয়া উচিত। সম্মুখসংগ্রামে পলায়ন না করিয়া যে প্রাণ দিয়াছে এরূপ ব্যক্তির শব সাধনায় বিশেষ উপযুক্ত। শবকে ধূপ ও গন্ধের দ্বারা সুগন্ধিত করতঃ কুশাসনের উপর পূর্ব্বমুখে স্থাপন করিতে হয়। শব নড়িলে ভয় পাওয়া উচিত নহে। যদি ভয় হয় ত বলা উচিত যে "দিনান্তরে বলি প্রদান করিব, এখন নিজের নাম বল।" এইরূপ বলিয়া নির্ভয় হৃদয়ে আবার জপ করা উচিত। এই প্রকারে শবসাধনা দ্বারা প্রেতের উপাসনা হইয়া থাকে। তাহাতে প্রেত উক্ত শবকে আশ্রয় করিয়া কথা কহিয়া থাকে এবং শবসাধকের অনেক সিদ্ধিলাভও হয়। মন্ত্রের শক্তিদ্বারা এইরূপে প্রেতকে বশীভূত করতঃ ধনাদির প্রাপ্তিও অনেকে করিয়া থাকে। তবে ঐ সকল

নিকৃষ্ট সাধনা সদাই বিপজ্জনক। প্রেতের সাধক প্রায় প্রেতের দ্বারাই নিহত হইয়া থাকে। অনিচ্ছাসত্ত্বে কেবল মন্ত্রের বলে বশীভূত প্রেত সর্ব্বদাই সুযোগ অনুসন্ধান করিয়া বেড়ায় এবং একটু সুবিধা পাইলেই উপাসকের প্রাণবিনাশ করিয়া থাকে। প্রেত ডাকিবার যাহা কিছু উপায় উপরে বলা হইল ঐ সকলের দ্বারাই উচ্চশ্রেণীর আত্মা এবং দেবতা পর্য্যন্তকে আকর্ষণ করা যায় এবং তাঁহাদের সহিত এইভাবে সম্বন্ধস্থাপিত হইলে সাধক বিবিধ কল্যাণ লাভ করিয়া থাকে।

প্রেতের জীবন বড়ই দুঃখময়। কারণ যে বাসনার বশে মনুষ্যের প্রেতত্ব প্রাপ্তি হয় প্রেত যোনিতে সে বাসনা নিবৃত্ত হয় না। এজন্য প্রেত পূর্ব্ববাসনার আধার বস্তুসমূহকে সদাই গ্রহণ করিবার জন্য লালায়িত থাকে। কিন্তু তাহার যে যোনি তাহাতে ঐ সকল বস্তু সে যথেচ্ছ প্রাপ্ত হইতে পারে না। এজন্য নৈরাশ্যের তুষানল প্রেতের হৃদয়ে দিবানিশি জ্বলিতে থাকে। স্ত্রীপুত্রাদির মোহে মুগ্ধচিত্ত প্রেত সর্ব্বদাই স্ত্রীপুত্রাদির সঙ্গে মিলিত হইয়া জীবিতাবস্থার মত ভোগবিলাস করিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু সে সুবিধা সুদূর-পরাহত হওয়ায় প্রেত বড়ই কষ্ট পায়। অনেক সময় সে তাহার ভালবাসার পাত্র স্ত্রীপুত্রাদিকে নিহত করিয়া নিজের যোনিতে আনিতে চেষ্টা করে এবং তাহাতেও নানাকারণে অকৃতকার্য্য হইলে প্রেত বড়ই দুঃখ পায়। হয়ত কোন পুরুষ পূর্ব্ব স্ত্রীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিল। যদি তাহার পূর্ব্ব স্ত্রী প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং তাহার আসক্তি জীবিত পতির প্রতি থাকে তবে সপত্নী বিদ্বেষের ভীষণ অগ্নি প্রেতযোনিপ্রাপ্ত উক্ত স্ত্রীকে দিবানিশি দারুণ দুঃখপ্রদান করিবে। সে পতির নিকট আসিতে এবং সপত্নীর সহিত জীবিত পতির বিচ্ছেদ ঘটাইতে অনেক চেষ্টা করিবে। যে ঘরে দম্পতি থাকে বা শয়ন করে তাহার নিকটে বা ভিতরে সে থাকিতে চেষ্টা করিবে। এইরূপে আজন্ম ধনসঞ্চয় করতঃ যে সকল কৃপণ ধনের মোহে প্রেত হয় তাহারাও ঘরের মধ্যে যেখানে তাহার নিজসঞ্চিত ধন আছে সেই স্থানে থাকিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করে। সেই ধন অপসারিত করিতেও চেষ্টা পায় এবং কৃতকার্য্য না হইয়া ভীষণ শোকাগ্নিতে দগ্ধ হয়। ব্যভিচারী কামুক পুরুষ প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়াও ব্যভিচার-বাসনা পরিত্যাগ করিতে পারে না, এজন্য এরূপ প্রেত পরস্ত্রীতে বা এরূপ প্রেতিনী পরপুরুষে কামক্রিয়া করিবার চেষ্টা করে। প্রেতের এরূপ কামাসক্তির অনেক প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক স্থলে প্রেত যে পুরুষ বা স্ত্রীতে

কামাসক্ত হয় তাহাকে মারিয়া ফেলে, অনেক স্থলে প্রেতনিবারক মন্ত্রৌষধি প্রভৃতি দ্বারা পরাস্ত-শক্তি হইয়া বড়ই দুঃখভোগ করে। প্রেতযোনি অজ্ঞানময় হওয়ায় অনেক সময় প্রেত বুঝিতে পারে না যে কেন তাহার অন্তঃকরণে তুষানলের মত দুঃখাগ্নি প্রজ্বলিত রহিয়াছে, কেন তাহার হৃদয়ের দুঃখ নিবারিত হইতেছে না। অজ্ঞানমুগ্ধচিত্ত প্রেত এইরূপে পাগলের ন্যায় ইতস্ততঃ দুঃখে ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া বেড়ায়। প্রাণ কি যে চায় তাহা সে বুঝিতে পারে না, হৃদয়ে অশান্তির কারণ কি তাহাও নির্ণয় করিতে পারে না, অথচ দিবানিশি তাহার অন্তঃকরণে দুঃখাগ্নি প্রজ্বলিত থাকে। এরূপ অবস্থা প্রেতের পক্ষে বড়ই কষ্টদায়ক। সে দুঃখে রোদন করে, হৃদয় বিদীর্ণ করে, অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করে, শ্মশানে উন্মত্তের মত উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া দৌড়িয়া বেড়ায় ইত্যাদি ইত্যাদি কতই না দুঃখ প্রেত যোনিতে জীব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হয়ত সে মরিবার সময় জল পায় নাই, পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া মরিয়া প্রেত হইয়াছে। তাহার সেই পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠতা প্রেত যোনিতেও নিবৃত্ত হইবে না, সে জল জল করিয়া দারুণ দুঃখে কাতরকণ্ঠে রোদন করিবে এবং যদি কেহ তাহার নামে কাহাকেও জলদান করে অথবা তাঁহাকেই জলদান করে তবেই তাহার পিপাসা নিবারিত হইবে। ঐরূপ দুর্ভিক্ষপীড়নে পরিত্যক্ত-প্রাণ প্রেতযোনিপ্রাপ্ত নরনারী বুভুক্ষার ভীষণ তাড়নে ছটফট করিয়া বেড়ায়। কোথায় যাইব, কি খাইব এই চেষ্টা তাহার সর্ব্বদাই থাকে। অথচ স্থূলসংসারের সহিত ঐরূপ আহার্য্য সম্বন্ধ স্থাপন করিবার সামর্থ্য না থাকায় হা অন্ন হা অন্ন করিয়াই তাহার সমস্ত দিবানিশি কাটিয়া যায়। যতদিন না তাহার উদ্দেশে তাহাকে বা অন্য কোন যোগ্যপাত্রকে অন্ন দান করা হয় ততদিন তাহার ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না। মূর্চ্ছাভঙ্গের দ্বারা প্রেতত্ব নাশ না হওয়া অবধি প্রেতকে এইরূপে নানাপ্রকার দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হয়। আর্য্যশাস্ত্রে প্রেতের এই মূর্চ্ছাভঙ্গের জন্য যে সকল উপায় বর্ণিত আছে তাহাকেই শ্রাদ্ধ বলা হয়। শ্রাদ্ধের বিস্তৃত বিজ্ঞান গ্রন্থান্তরে বর্ণিত হইবে। প্রকৃত প্রবন্ধে এতটুকু বুঝিলেই যথেষ্ট হইবে যে যেমন কোন ব্যক্তি মূর্চ্ছিত হইলে ঔষধির শক্তির প্রয়োগ করতঃ তাহার মূর্চ্ছাভঙ্গ করা হয়, সেই প্রকার শ্রাদ্ধে মহর্ষিগণ যে সকল ক্রিয়ানুষ্ঠান করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন উহার দ্বারা মনঃশক্তি, মন্ত্রশক্তি এবং দ্রব্যশক্তি নামক শক্তিত্রয়ের সাহায্যে প্রেতের মূর্চ্ছাভঙ্গ হইয়া থাকে। মনের শক্তি যে অপার তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে? যে মন নিজ শক্তিবলে ইন্দ্রিয়াতীত ভগবানকেও

বশীভূত করিতে পারে সে মনের মধ্যে অসীম শক্তি আছে, ইহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। সংযমের দ্বারা সেই শক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এজন্য অশৌচকালে নানাপ্রকার সংযমের বিধি আর্য্যশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপে সংযত মনকে লইয়া মৃতব্যক্তির পুত্রাদি নিকট আত্মীয় যদি শ্রাদ্ধ করে এবং পরলোকগত আত্মার সহিত নিজ আত্মার সম্বন্ধ স্থাপন করে তবে ঐ মূর্চ্ছিত আত্মা শ্রাদ্ধকর্ত্তার মানসিক শক্তি ও আত্মার শক্তির সাহায্য পাইয়া অবশ্যই মূর্চ্ছাত্যাগ করিতে সমর্থ হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। শ্রাদ্ধে এইরূপেই মনঃশক্তির প্রয়োগ হইয়া থাকে। এবং এইজন্যই জ্যেষ্ঠ পুত্রের শ্রাদ্ধে প্রথম অধিকার বর্ণিত হইয়াছে। একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা এই তথ্যটি প্রকাশিত করা হইতেছে। যদি কোন গৃহের মধ্যে পাঁচটি সেতার বা বেহালাকে একসুরে বাঁধিয়া দেওয়া হয় এবং তদনন্তর একটিকে বাজান হয় তবে অন্য ৪টিও আপনা আপনি ঘাত-প্রতিঘাতের সাহায্যে বাজিয়া উঠিবে। কারণ একসুরে মিলিত থাকায় একটি যন্ত্রের আঘাত বায়ুকম্পিত করিয়া অন্য যন্ত্রে প্রতিঘাত উৎপন্ন করিবে এবং এইরূপে সব কয়টিই বাজিতে থাকিবে। শাস্ত্রে লেখা আছে—"আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ।" বেদ বলেন—

অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবসি হৃদয়াদধিজায়সে।
আত্মাসি পুত্রনামাসি স জীব শরদঃ শতম্॥

পুত্র পিতার অঙ্গ হইতে অঙ্গ লইয়া, হৃদয় হইতে হৃদয় লইয়া এবং আত্মা হইতে আত্মা লইয়া উৎপন্ন হয়। এজন্য পিতামাতার আত্মার সহিত ধর্ম্মসন্তান জ্যেষ্ঠ পুত্রের আত্মার সুর স্বভাবতই একতানে সম্মিলিত থাকায় পুত্রের শ্রাদ্ধকালীন প্রদত্ত মনঃশক্তি মোহমুগ্ধ প্রেতযোনি-প্রাপ্ত পিতার প্রেতত্ব নাশ অবশ্যই করিবে ইহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। ইহাই শ্রাদ্ধে সমন্ত্রক মনঃশক্তির সম্বন্ধ। মন্ত্রের বিজ্ঞান এবং মন্ত্রে কত শক্তি নিহিত থাকে তৎসম্বন্ধে 'সাধনতত্ত্ব' নামক পুস্তকে বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে। শ্রাদ্ধকালে যে সকল মন্ত্র উচ্চারিত হয় উহাদের সহিত পরলোকগত আত্মার আহ্বান, তাহার মূর্চ্ছাভঙ্গ, প্রেতত্ব নাশ আদি ক্রিয়ার বিশেষ সম্বন্ধ থাকে। এজন্য শ্রাদ্ধ-কর্ত্তা যদি সংযত মনের সহিত ঐ সকল মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক শ্রাদ্ধকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন তবে মন্ত্র-শক্তির দ্বারা প্রেতত্বনাশ অবশ্যই হইয়া থাকে। তৃতীয়তঃ যে সকল শাস্ত্রবিহিত দধি, মধু, তিল, তণ্ডুল আদি দ্রব্যের দ্বারা শ্রাদ্ধ করা হয় ঐ সকল দ্রব্যের মধ্যে এরূপ শক্তি নিহিত আছে যে সেই শক্তির বলে প্রেতাত্মা আকৃষ্ট, সম্যক পরিতৃপ্ত এবং প্রেতযোনি-মুক্ত হইয়া থাকে।

এই কারণেই অনেক সময় প্রেতাত্মাকে আকর্ষণ করিবার জন্য তাহার জীবিতাবস্থার প্রিয় খাদ্যদ্রব্য শ্রাদ্ধকালে তাহার উদ্দেশে সমর্পণ করা হয়। এরূপ করিলে প্রেতের আত্মা শ্রাদ্ধক্ষেত্রে শীঘ্রই আকৃষ্ট হইয়া থাকে এবং তদনন্তর মন ও মন্ত্রের শক্তির প্রভাবে তাহার প্রেতযোনি হইতে মুক্তিলাভ হয়। শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণভোজন করাইবার যে বিধি পরিদৃষ্ট হয় তাহারও মূলে এইরূপ বৈজ্ঞানিক শক্তি-প্রয়োগ-তথ্য নিহিত আছে। মনুসংহিতায় লেখা আছে যে শ্রাদ্ধে বিচার করিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইতে হয়। এক সহস্র নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণভোজন করান অপেক্ষা একজন তপস্বী ও শক্তিশালী ব্রাহ্মণভোজন করাইলে বেশি ফল হয়। তাহার কারণ এই যে তপস্বী ব্রাহ্মণ ভোজনানন্তর নিজের তপঃ-শক্তির দ্বারা প্রেতাত্মাকে সহায়তা প্রদান করিয়া থাকেন এবং এই শক্তির প্রভাবে শীঘ্রই তাহার আত্মা প্রেতত্বমুক্ত হইয়া থাকে। নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণের মধ্যে সে শক্তির অভাব থাকায় তাহাকে ভোজন করাইলে তাদৃশ ফল হয় না এবং এইরূপ শ্রাদ্ধ-ভোজনের দ্বারা ব্রাহ্মণের আরও অধোগতি হইয়া থাকে। কারণ ব্রাহ্মণ-ভোজনের সময় পরলোকগত আত্মা ভোজ্য অন্নের প্রতি দৃষ্টিপাত ও মনঃ-সংযোগ করিয়া থাকে এবং ভোক্তৃগণের মধ্যেও তাহার আত্মার অভিনিবেশ উৎপন্ন হয়। একারণ শক্তিমান্ ব্রাহ্মণই এরূপ অন্নগ্রহণ করিয়া নিজেকে স্থির রাখিতে পারেন। সাধারণ ব্রাহ্মণের শ্রাদ্ধান্ন ভোজনের দ্বারা পতন হয়।

এইরূপে শ্রাদ্ধক্রিয়ার যথাবিধি অনুষ্ঠান দ্বারা পরলোকগত আত্মা প্রেতত্বমুক্ত হইয়া নিজ প্রাক্তনানুসারে স্বর্গ নরক অথবা নবীন জন্ম লাভ করিয়া থাকে। যদি কেহ শ্রাদ্ধ না করে অথবা অবিধিপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করে তবে প্রেতত্ব মুক্তি হইতে বিলম্ব হয়। তবে যেরূপ ঔষধিপ্রয়োগে মূর্চ্ছিত ব্যক্তির শীঘ্রই মূর্চ্ছা ভঙ্গ হয়, কিন্তু ঔষধিপ্রয়োগ না করিলেও প্রকৃতি কিছুকাল পরে নিজেই মূর্চ্ছাভঙ্গ করিয়া দেন, সেই প্রকার যদি প্রেত শ্রাদ্ধ ক্রিয়ার সহায়তা পায় তবে শীঘ্রই উল্লিখিত দুঃখসমূহ হইতে নিস্তার লাভ করিয়া নবীন শরীর ধারণ করিতে পারে নতুবা কিছু বিলম্বে আপনা আপনিই মহাপ্রকৃতির সাহায্যে প্রেতত্ব মুক্ত হইয়া তাহার প্রাক্তনানুসারে ঊর্দ্ধলোকপ্রাপ্তি হয় অথবা মৃত্যুলোকে জন্মলাভ হয়। ইহাই মৃত্যুকালীন বিশেষ কারণবশতঃ প্রেতযোনিপ্রাপ্তি এবং তাহা হইতে মোক্ষলাভের উপায়। অতঃপর নরকাদি গতির বর্ণন করা হইতেছে।

নরকাদি গতি।

মৃত্যুর পরে এবং পুনর্জ্জন্মলাভের পূর্ব্বে বাসনা দ্বারা পরলোকে কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য জীবের যে দেহ প্রাপ্তি হয় তাহাকে আর্য্যশাস্ত্রে যাতনাদেহ বলে। যথা মনুসংহিতার দ্বাদশাধ্যায়ে—

পঞ্চভ্য এব মাত্রাভ্যঃ প্রেত্য দুষ্কৃতিনাং নৃণাম্।
শরীরং যাতনার্থীয়মন্যদুৎপদ্যতে ধ্রুবম্॥

পাপের ফলভোগের জন্য পঞ্চভূতের সূক্ষ্মাংশ হইতে পরলোকে একটি যাতনা দেহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। আর্য্যশাস্ত্রে যেমন স্বর্গীয় সুখদুঃখের কথা. বর্ণিত আছে, তেমনই নরকে অবশ্য-ভোগ্য দুঃখের বিষয়েরও ভূরিভূরি বর্ণন আছে। স্বর্গের বিষয়ে ধূমযানগতি বর্ণন প্রসঙ্গে ইতিপূর্ব্বেই অনেক কথা বলা হইয়াছে। এক্ষণে নরকে জীবের কিরূপ কষ্ট হয় তাহাই সংক্ষেপে বর্ণন করা হইতেছে। বেদ বলেন—

অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥

আত্মঘাতী স্ত্রীপুরুষ ঘোর অন্ধকারময় অসুরসেব্য নরকে মৃত্যুর পর গমন করিয়া থাকে। মনুসংহিতার দ্বাদশাধ্যায়ে নরকের বিষয়ে অনেক কথা লেখা আছে যথা—

যথা যথা নিষেবন্তে বিষয়ান্ বিষয়াত্মকাঃ।
তথা তথা কুশলতা তেষাং তেষূপজায়তে॥
তেঽভ্যাসাৎ কর্ম্মণাং তেষাং পাপানামল্পবুদ্ধয়ঃ।
সম্প্রাপ্নুবন্তি দুঃখানি তাসু তাস্বিহ যোনিষু।
তামিস্রাদিষু চোগ্রেষু নরকেষু বিবর্ত্তনম্।
অসিপত্রবনাদীনি বন্ধনচ্ছেদনানি চ॥
বিবিধাশ্চৈব সম্পীড়াঃ কাকোলূকৈশ্চ ভক্ষণম্।
করম্ভবালুকাতাপান্ কুম্ভীপাকাংশ্চ দারুণান্।
বহূন্ বর্ষগণান্ ঘোরান্ নরকান্ প্রাপ্য তৎক্ষয়াৎ।
সংসারান্ প্রতিপদ্যন্তে মহাপাতকিনস্ত্বিমান্॥

বিষয়মুগ্ধ জীব একাদশেন্দ্রিয় দ্বারা যতই বিষয় ভোগ করে ততই ভোগকুশলতা উৎপন্ন হইয়া পরলোকে জীবের নানা দুঃখের কারণ উপস্থিত হয়। পাপকর্ম্মের ফলে তামিস্র, অসিপত্রবন, বন্ধনচ্ছেদন আদি নরকে জীবকে ভীষণ যন্ত্রণাভোগ

করিতে হয়। নানাপ্রকার পীড়ন, কাক উলুক আদি দ্বারা ভক্ষণ, সন্তপ্ত বালুকার উপর গমন, কুম্ভীপাকে রোমহর্ষণ যন্ত্রণা আদি নরকের ভীষণ দুঃখ পাপী অবশ্যই ভোগ করিয়া থাকে। এইরূপে বহুবর্ষ পর্য্যন্ত অশেষবিধ কষ্ট ভোগের পর পাপক্ষয়ান্তে জীব আবার সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে।

মৃত্যুর অনন্তর যমলোকে যাইবার সময় পাপী জীবকে কিরূপ ক্লেশভোগ করিতে হয় শ্রীমদ্‌ভাগবতে তাহার বর্ণন আছে যথা—

যাতনাদেহমাবৃত্য পাশৈর্বদ্ধা গলে বলাৎ।
নয়তো দীর্ঘমধ্বানাং দণ্ড্যং রাজভটা যথা॥
তয়োর্নির্ভিন্নহৃদয়স্তর্জ্জনৈর্জাতবেপথুঃ।
পথি শ্বভির্ভক্ষ্যমাণ আর্ত্তোঽঘং স্বমনুস্মরন্॥

ক্ষুৎতৃট্‌পরীতোঽর্কদবানলানিলৈঃ,
সন্তপ্যমানঃ পথি তপ্তবালুকে।
কৃচ্ছ্রেণ পৃষ্ঠে কষয়া চ তাড়িত-
শ্চলত্যশক্তোঽপি নিরাশ্রয়োদকে॥

তত্র তত্র পতন্ শ্রান্তো মূর্চ্ছিতঃ পুনরুত্থিতঃ।
পথা পাপীয়সা নীতস্তমসা যমসাদনম্॥
যোজনানাং সহস্রাণি নবতিং নব চাধ্বনঃ।
ত্রিভির্মুহূর্ত্তৈর্দ্বাভ্যাং বা নীতঃ প্রাপ্নোতি যাতনাঃ॥

যেরূপ রাজকর্ম্মচারিগণ অপরাধী ব্যক্তিকে পীড়ন করতঃ টানিয়া লইয়া যায় সেইপ্রকার যমদূতগণ পাপীর গলায় ফাঁসি দিয়া তাহাকে অত্যন্ত কষ্ট দিতে দিতে সুদূরবর্ত্তী যমলোক পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া যায়। দুঃখে ভগ্নহৃদয়, যমদূতের তর্জ্জনে কম্পিতশরীর পাপী নিজ পাপরাশি স্মরণ করিতে করিতে যমলোকের দিকে চলিয়া থাকে। ক্ষুধাতৃষ্ণায় পীড়িত, প্রচণ্ড সূর্য্যতাপ, অনল ও অনিল দ্বারা ব্যথিত, তপ্ত বালুকার উপর গমনের দ্বারা সন্তপ্ত, পৃষ্ঠে কষাঘাত দ্বারা ব্যথিত এবং সুদূর পথ গমনে অশক্ত হওয়া সত্ত্বেও পাপীকে বলপূর্ব্বক আকৃষ্ট হইয়া যাইতে হয়। অতি শ্রম ও ক্লেশহেতু তাহার মূর্চ্ছা হইতে থাকে, তথাপি মূর্চ্ছাভঙ্গ হওয়া মাত্র আবার যমদূতগণ তাহাকে টানিয়া লইয়া যায়। এইরূপে সহস্র সহস্র যোজন পথ দুই তিন মুহূর্ত্তের মধ্যে অতিক্রম করিতে হয় বলিয়া পাপীর বড়ই কষ্ট হইয়া থাকে। যমলোকে যাইবার সময় এই সকল দুঃখ পাপীকে ভোগ করিতে হয়। তদনন্তর

যমলোকে পৌছিয়া নিজ প্রাক্তনানুসারে পাপীকে যাতনাদেহে যে সকল নরক যাতনা ভোগ করিতে হয় তাহা শ্রীমদ্‌ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে যথা—

আদীপনং স্বগাত্রাণাং বেষ্টয়িত্বোল্‌মুকাদিভিঃ।
আত্মমাংসোদনং কাপি স্বকৃত্তং পরতোঽপি বা॥
জীবতশ্চান্ত্রাভ্যুদ্ধারং শ্বগৃধ্রৈর্যমসাদনে।
সর্পবৃশ্চিকদংশাদ্যৈর্দশদ্ভিশ্চাত্মবৈশসম্‌॥
কৃন্তনঞ্চাবয়বশো গজাদিভ্যো ভিদাপনম্‌।
পাতনং গিরিশৃঙ্গেভ্যো রোধনঞ্চাম্বুগর্ত্তয়োঃ॥
যাস্তামিস্রান্ধতামিস্ররৌরবাদ্যাশ্চ যাতনাঃ।
ভুঙ্‌ক্তে নরো বা নারী বা মিথঃ সঙ্গেন নির্ম্মিতাঃ॥
অধস্তান্নরলোকস্য যাবতীর্যাতনাস্তু তাঃ।
ক্রমশঃ সমনুক্রম্য পুনরত্রাব্রজেচ্ছুচিঃ॥

পাপীর সমস্ত শরীর অগ্নিশিখার দ্বারা বেষ্টিত করিয়া দগ্ধ করা হইয়া থাকে। সে কখন নিজের মাংসই নিজে কাটিয়া খায় আবার কখন অন্য কেহ তাহার মাংস কাটিয়া তাহাকে খাইতে দেয়। শ্বান ও শকুনি দ্বারা উহার দেহের অন্ত্রসমূহ টানিয়া বাহির করান হয়, সর্প, বৃশ্চিক ও অন্যান্য বিষাক্ত কীটেব দ্বাবা উহাকে দংশন করান হয়। শরীর কাটিয়া খণ্ডবিখণ্ড করা, হস্তীপদে মর্দ্দিত করা, পর্ব্বত শৃঙ্গ হইতে অধোনিক্ষেপ করা, জলপূর্ণ গর্ত্তে ডুবাইয়া দেওয়া ইত্যাদি নানাবিধ যন্ত্রণা তামিস্র, অন্ধতামিস্র, রৌরব আদি নরকে স্ত্রীপুরুষ উভয়কেই ভোগ করিতে হয়। এইরূপে মনুষ্যলোকের অধঃস্থিত লোকসমূহে যতপ্রকার যাতনা আছে সব ভুগিয়া পরিশেষে জীব আবার সংসারে আসিয়া মনুষ্য দেহ লাভ করে। গরুড় পুরাণেও নরকযাতনার এইরূপ অনেক বর্ণন পাওয়া যায় যথা—

তত্রাগ্নিনা সুতীব্রেণ তাপিতাঙ্গারভূমিনা।
তন্মধ্যে পাপকর্ম্মাণং বিমুঞ্চন্তি যমানুগাঃ॥
স দহ্যমানস্তীব্রেণ বহ্নিনা পরিধাবতি।
পদে পদে চ পাদোঽস্য জায়তে শীর্য্যতে পুনঃ॥
ঘটিযন্ত্রেণ বদ্ধা যে বদ্ধাস্তোয়ঘটী যথা।
ভ্রাম্যন্তে মানবা রক্তমুদ্‌গিরন্তঃ পুনঃ পুনঃ॥

হা মাতর্ভ্রাতস্তাতেতি ক্রন্দমানাঃ সুদুঃখিতাঃ।
দহ্যমানাঙ্ঘ্রিযুগলা ধরণিস্থেন বহ্নিনা॥

নরকের কোন কোন স্থানে তীব্র অনল জ্বলিতেছে, উহার মধ্যে যমদূতগণ পাপীকে ফেলিয়া দেয়। সে অগ্নিতে দগ্ধকলেবর হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হয় এবং পদে পদে তাহার পাদদ্বয় বিদগ্ধ হইতে থাকে। কোথাও ঘটিযন্ত্রস্থিত জলঘটির মত পাপীগণকে একসঙ্গে বাঁধিয়া ঘূর্ণিত করা হয়, ইহাতে তাহাদের রুধির বমন হইতে থাকে। পাপীগণ, হা মাতঃ, হা ভ্রাতঃ! হা পিতঃ! ইত্যাদি করুণ স্বরে হাহাকার করিতে থাকে, ধরণিস্থিত অগ্নির সংযোগে তাহাদের চরণযুগল দগ্ধ হইয়া যায়। এইরূপে কোথাও দহ্যমান, কোথাও ভিদ্যমান, কোথাও ক্লিদ্যমান, কোথাও মুহ্যমান এবং কোথাও বিদীর্ণ-কলেবর হইয়া রৌরব, কুম্ভীপাকাদি নরকে পাপীগণকে বর্ণনাতীত দারুণ দুঃখ পাইতে হয়। যমলোকস্থিত বৈতরণী নদী পার হইবার সময় পাপীগণ যেরূপভাবে বিলাপ করে তাহা জানিয়া কাহার না হৃৎকম্প হইবে? গরুড়পুরাণে এই বিলাপের বিষয় লেখা আছে যথা—

ময়া ন দত্তং ন হুতং হুতাশনে
তপো ন তপ্তং ত্রিদসা ন পূজিতাঃ।
ন তীর্থসেবা বিহিতা বিধানতো
দেহিন্! ক্বচিন্নিস্তর যৎ ত্বয়া কৃতম্॥
ন পূজিতা বিপ্রগণাঃ সুরাপগা
ন চাশ্রিতাঃ সৎপুরুষা ন সেবিতাঃ।
পরোপকারা ন কৃতাঃ কদাচন
দেহিন্! কচিন্নিস্তর যৎ ত্বয়া কৃতম্॥
জলাশয়ো নৈব কৃতো হি নির্জলে
মনুষ্যহেতোঃ পশুপক্ষিহেতবে।
গোবিপ্রকৃত্যার্থমকারি নাপ্যপি
দেহিন্! কচিন্নিস্তর যৎ ত্বয়া কৃতম্॥

পাপী অনুতপ্ত হইয়া বৈতরণীর তীরে নিজের আত্মাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে—হে দেহিন্! আমি দান, হবন, যজ্ঞ, তপ আদি কিছুই করি নাই এবং দেবপূজন ও তীর্থসেবা বিধিমতে করি নাই, এজন্য তোমার ভাগ্যে যাহা আছে তাহাই নীরবে ভোগ কর। আমি ব্রাহ্মণের পূজা করি নাই, সুরধুনী গঙ্গার

শরণ লই নাই, সাধুগণের সেবা করি নাই এবং পরোপকার ব্রতের দ্বারাও নিজের জীবনকে ধন্য করি নাই, এজন্য নিজ কর্ম্মানুসারে তোমার ভাগ্যে যে ভোগ আছে তাহা ভোগ কর। আমি নির্জল দেশে মনুষ্য, পশু ও পক্ষিগণের পিপাসা নিবারণের জন্য কূপতড়াগাদি খনন করাই নাই, এবং গো-ব্রাহ্মণ পালনের জন্য অর্থদানও করি নাই, অতএব হে দেহিন্! মন্দভাগ্যের যাতনা-ভোগ নীরবে সহ্য কর। কোন পাপিনী স্ত্রী অনুতপ্ত হইয়া দুঃখ করিতেছে যথা—

ভর্ত্তুর্ময়া নৈব কৃতং হিতং বচঃ
পতিব্রতং নৈব কদাপি পালিতম্।
ন গৌরবং বাপি কৃতং গুরূচিতং
দেহিন্! ক্বচিন্নিস্তর যৎ ত্বয়া কৃতম্॥
ন ধর্ম্মবুদ্ধ্যা পতিরেব সেবিতো
বহ্নিপ্রবেশো ন কৃতো মৃতে পতৌ।
বৈধব্যমাসাদ্য তপো ন সেবিতং
দেহিন্! ক্বচিন্নিস্তর যৎ ত্বয়া কৃতম্।

আমি কখনও পতি দেবতার প্রিয় ও হিতকারী বাক্য বলি নাই, পাতিব্রত্য ধর্ম্ম কখনও পালন করি নাই, তাঁহার প্রতি গুরুর মত গৌরব প্রদর্শন করি নাই, এজন্য হে দেহিন্! স্বকৃত কর্ম্মফল কোনরূপে ভোগ করিয়া নিস্তার পাও। আমি ধর্ম্মবুদ্ধিতে পতিসেবা করি নাই, মৃতপতির সঙ্গে জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করি নাই, বৈধব্যাবস্থায় তপোধর্ম্মেরও অবলম্বন করি নাই, এজন্য হে দেহিন্! নিজকৃত কুকর্ম্মের ফলভোগ কর। এইরূপে মন্দকর্ম্মের ফলে স্ত্রীপুরুষ উভয়কেই মৃত্যুর পর উপর কথিত নরকদুঃখ ভোগ করিতে হয়। ইহাই নরকাদি লোক প্রাপ্তির গূঢ় তত্ত্ব।

পূর্ব্বে যে সুখময় শুক্লগতি, আত্মজ্ঞানময় সহজগতি এবং সুখদুঃখময় কৃষ্ণগতির কথা বর্ণিত হইয়াছে উহা ব্যতীত এক অসাধারণ গতি আছে তাহার নাম ঐশী গতি। উহার সহিত মৃত্যুলোকস্থ জীবের কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। ইন্দ্র, বসু, রুদ্র আদি দেবতাগণ নিজ নিজ কর্ম্মের যোগ্যতা দেখাইলে এবং আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভে সমর্থ হইলে, অন্তে ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা মহেশ পদ লাভ করিয়া থাকেন। গুণানুসারে এই ত্রিমূর্ত্তির কোন পদে পৌঁছিলে তাঁহারা আর দেবতা থাকেন না। তাঁহারা সগুণ ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরত্বে প্রতিষ্ঠিত হন এবং যে কর্ম্মের বেগে

তাঁহারা ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের অধিনায়ক হইয়াছেন তাহার অবসান হইলে স্বস্বরূপে বিলীন হইয়া যান। এজন্য শাস্ত্রে ত্রিমূর্ত্তিকে জীব বলা হয় না। তাঁহারা সগুণ ব্রহ্মস্বরূপ। যে গতির দ্বারা উন্নত দেবতাগণ এই ত্রিমূর্ত্তি পদ প্রাপ্ত হন তাহাকে ঐশী গতি বলে।

সূক্ষ্মলোকবাসী জীবগণকে দেবতা বলা হয়। উঁহারা অমানুষিক দৈবীশক্তি সম্পন্ন এবং এজন্য মনুষ্যের নমস্য। দেবতা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত যথা পিতৃগণ, ঋষিগণ এবং দেবগণ। অসুরগণও এক শ্রেণীর দেবতা। কর্ম্মানুসারে দেবাসুর সংগ্রামে কখন দেবতাদের জয় হয় এবং কখন অসুরদের জয় হয়। ঋষি, দেবতা এবং পিতৃগণ যথাক্রমে জ্ঞানরাজ্য, কর্ম্মরাজ্য এবং স্থূলরাজ্যের সঞ্চালক। স্থূল মৃত্যুলোক এই তিন শ্রেণীর দেবতার দ্বারা সুরক্ষিত। দেবতাদের রাজা আছেন, অসুরদের রাজা আছেন এবং নরক, প্রেতলোক আদিরও রাজা আছেন। পিতৃ নামধারী দেবতাদের বাস কেবল পিতৃলোকে। অসুরদের বাস সপ্ত অধোলোকে। দেবতাদের বাস সপ্ত উর্দ্ধলোকে। এবং ঋষিদের বাস চতুর্দ্দশ ভুবনের মধ্যেই হইয়া থাকে।

গর্ভবাস দুঃখ। এইরূপে স্বর্গ, নরক অথবা প্রেতযোনিতে কর্ম্মক্ষয়ানন্তর জীব পিতার শুক্রকে আশ্রয় করিয়া নিয়মিত কালে মাতার গর্ভমধ্যে প্রবেশ করে যথা ভাগবতে—

> কর্ম্মণা দৈবনেত্রেণ জন্তুর্দেহোপপত্তয়ে।
> স্ত্রিয়াঃ প্রবিষ্ট উদরং পুংসো রেতঃকণাশ্রয়ঃ॥

জীব দেবতাদিগের দ্বারা সঞ্চালিত প্রারব্ধ কর্ম্মানুসারে নবীন দেহপ্রাপ্তির জন্য পুরুষের রেতঃকণাকে আশ্রয় করতঃ স্ত্রীর গর্ভে প্রবিষ্ট হয়। যেরূপ কোন বৃক্ষে আরোহণ করিবার সময় মনুষ্যের মধ্যে জ্ঞান থাকিলেও কদাচিৎ যদি বৃক্ষ হইতে সে পড়িয়া যায় তবে হতজ্ঞানের মতই পতন হইয়া থাকে, পৃথিবী নিজ মাধ্যাকর্ষণ শক্তিবলে বৃক্ষচ্যুত মনুষ্যকে টানিয়া লয়, ঠিক সেইপ্রকার সূক্ষ্মশরীরে, অথবা আতিবাহিকদেহে স্বর্গনরকাদি ভোগের সময় জীবের নিজ নিজ কর্ম্মের জ্ঞান থাকিলেও মাতৃগর্ভে আকৃষ্ট হইবার সময় সে হতচেতন জীবের মত বিবশ হইয়া আকৃষ্ট হইয়া থাকে। এই অচেতন অবস্থায় জীবকে যতদিন না গর্ভের মধ্যে তাহার সমস্ত অবয়ব পরিপুষ্ট হয় ততদিন নিবাস করিতে হয়। ছয়মাস পর্য্যন্ত এইভাবে থাকার পর সপ্তম মাসে গর্ভস্থ ভ্রূণ পূর্ণাবয়ব হইলে পর তবে জীবের

অতীত ও ভবিষ্যৎকালীন সমস্ত ঘটনা স্মৃতিপথে উদিত হইয়া থাকে। গর্ভমধ্যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কিরূপে ধীরে ধীরে পরিপুষ্টি লাভ করে তদ্বিষয়ে গর্ভোপনিষদ এবং ভাগবতে প্রমাণ পাওয়া যায় যথা—

কললং ত্বেকরাত্রেণ পঞ্চরাত্রেণ বুদ্‌বুদম্।
দশাহেন তু কর্কন্ধুঃ পেশ্যণ্ডং বা ততঃ পরম্॥
মাসেন তু শিরো দ্বাভ্যাং বাহ্বঙ্‌ঘ্র্যাদ্যঙ্গবিগ্রহঃ।
নখলোমাস্থিচর্ম্মাণি লিঙ্গচ্ছিদ্রোদ্ভবস্ত্রিভিঃ।
চতুর্ভির্ধাতবঃ সপ্ত পঞ্চভিঃ ক্ষুত্তৃড়ুদ্‌ভবঃ।
ষড়্‌ভির্জরায়ুণা বীতঃ কুক্ষৌ ভ্রাম্যতি দক্ষিণে॥
মাতুর্জগ্ধান্নপানাদ্যৈরেধদ্‌ধাতুরসম্মতে।
শেতে বিন্মূত্রয়োর্গর্ত্তে স জন্তুর্জন্তুসম্ভবে॥
কৃমিভিঃ ক্ষতসর্ব্বাঙ্গঃ সৌকুমার্য্যাৎ প্রতিক্ষণম্।
মূর্চ্ছামাপ্নোত্যুরুক্লেশস্তত্রত্যৈঃ ক্ষুধিতৈর্মুহুঃ॥
কটুতীক্ষ্ণোষ্ণলবণক্ষারাম্লাদিভিরুল্বণৈঃ।
মাতৃভুক্তৈরুপস্পৃষ্টঃ সর্ব্বাঙ্গোত্থিতবেদনঃ॥
উল্বেন সংবৃতস্তস্মিন্নন্ত্রৈশ্চ বহিরাবৃতঃ।
আস্তে কৃত্বা শিরঃ কুক্ষৌ ভুগ্নপৃষ্ঠশিরোধরঃ॥
অকল্পঃ স্বাঙ্গচেষ্টায়াং শকুন্ত ইব পঞ্জরে।
তত্র লব্ধস্মৃতির্দৈবাৎ কর্ম্ম জন্মশতোদ্ভবম্॥
স্মরন্ দীর্ঘমনুচ্ছ্বাসং শর্ম্ম কিং নাম বিন্দতে।
আরভ্য সপ্তমান্ মাসাংল্লব্ধবোধোঽপি বেপিতঃ॥
নৈকত্রাস্তে সূতিবাতৈর্বিষ্ঠাভূরিব সোদরঃ॥

একরাত্রিতে শুক্র ও শোণিত মিশ্রিত হয়, পাঁচ রাত্রিতে মিশ্রিত রজোবীর্য্য বর্ত্তুলাকার হইয়া যায়। দশ দিনের মধ্যে এই বর্ত্তুল বদরী ফলের মত কঠিন হইয়া যায়। তদনন্তর পেশি অর্থাৎ মাংসপিণ্ডের মত পদার্থ হইয়া যায়। এক মাসের মধ্যে মস্তক ও হস্তপদাদির পৃথক পৃথক বিভাগ হইয়া উৎপত্তি হইয়া যায়। তিন মাসের মধ্যে নখ, লোম, অস্থি, চর্ম্ম, লিঙ্গ এবং লিঙ্গচ্ছিদ্রের বিকাশ হয়। চতুর্থ মাসে সপ্তধাতু এবং পঞ্চম মাসে ক্ষুধাতৃষ্ণার উদয় হয়। ষষ্ঠ মাসে জরায়ুর দ্বারা আবৃত হইয়া গর্ভস্থ শিশু মাতার দক্ষিণ কুক্ষিতে ভ্রমণ করিতে থাকে।

মাতৃভুক্ত অন্ন-পানাদির দ্বারা উহার ধাতু পুষ্ট হইতে থাকে। বিষ্ঠামূত্রপূর্ণ জীবের উৎপত্তি স্থান গর্ভরূপ গর্ত্তে অনিচ্ছাসত্ত্বেও জীবকে এইরূপে পড়িয়া থাকিতে হয়। উহার কোমল শরীর তত্রত্য ক্ষুধাক্ষাম কৃমিকীটাদির দ্বারা পুনঃ পুনঃ দষ্ট হয়। ইহাতে গর্ভস্থ শিশু কষ্ট পাইয়া ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিত হইতে থাকে। মাতৃভক্ষিত কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, লবণ, ক্ষার ও অম্ল আদি রসযুক্ত পদার্থের সংযোগে তাহার সর্ব্বাঙ্গে বেদনার উৎপত্তি হইয়া থাকে। জীব গর্ভচর্ম্ম এবং অন্ত্র সমূহের দ্বারা চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত হইয়া কুক্ষিদেশে মস্তক রাখিয়া অতিকষ্টে পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় গর্ভপিঞ্জরে নিবাস করে। স্বল্প-পরিমিত গর্ভাশয়ে তাহার সচ্ছন্দে হস্তপদ সঞ্চালনেরও উপায় থাকে না। এই সময়ে দৈববশে পূর্ব্বকর্ম্মের স্মৃতি জীবের হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। তখন সে অনেক জন্মের মন্দকর্ম্ম স্মরণ করিয়া ব্যথিত ও অশান্তচিত্ত হইয়া পড়ে। সপ্তমমাসে লব্ধজ্ঞান হওয়া সত্ত্বেও গর্ভস্থ কৃমির মত প্রসববায়ু প্রকম্পিত হইয়া জীব স্থান হইতে স্থানান্তরে চালিত হয়। এইরূপ ভীষণ ক্লেশের মধ্যে থাকিয়া জীবের পূর্ব্বজন্মের সকল কথা মনে পড়ে যথা গর্ভোপনিষদে—

পূর্ব্বজাতিং স্মরতি, শুভাশুভং কর্ম্ম বিন্দতি।

পূর্ব্বজন্মে কোথায় নিবাস ছিল, কোন্ কোন্ শুভাশুভ কর্ম্মের ফলে কোথায় কিরূপ গর্ভে জন্ম হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে কিরূপ সুখদুঃখাদি ভোগ করিতে হইবে এ সকল স্মৃতিই জীবের অন্তঃকরণে জাগরূক হয়। এই অবস্থায় বিষয়ী জীব গর্ভের মধ্যে বড়ই অনুতাপ করিয়া থাকে। যদি পূর্ব্বজন্ম উত্তম হওয়া সত্ত্বেও কুসঙ্গাদি বশে তাহার দ্বারা পাপাচরণ হইয়া থাকে এবং সেই পাপের ফলে তাহাকে পাপময় কুগর্ভে আসিতে হইয়া থাকে তবে গর্ভস্থ জীবের অনুতাপের আর সীমা থাকে না। "অহো! কি ভীষণ পাপের ফলে দুরত্যয় কর্ম্মস্রোতে প্রবাহিত হইয়া পরাধীনের মত আমাকে এই প্রত্যক্ষ রৌরবরূপ গর্ভে আসিতে হইল! আমি পূর্ব্বজন্মে ব্রাহ্মণ ছিলাম, কিন্তু ব্রাহ্মণের মত আচরণ না করিয়া কুসঙ্গবশে অনেক পাপাচরণ করিয়াছিলাম। এবং সেই সকল পাপের ফলেই আমাকে এই চণ্ডালিনীর গর্ভে আসিতে হইয়াছে। এই নীচজাতীয়া স্ত্রী কদর্য্য তামসিক অন্ন ভক্ষণ করিতেছে, ইহার ভুক্ত অন্ন দ্বারা আমার শরীর পুষ্ট হইতেছে, এজন্য এই জন্মে চণ্ডালযোনি অবশ্যই আমাকে পাইতে হইবে এবং তামসিক অন্নের দ্বারা তামসিক মতি হইয়া আমার অধিকতর পাপাচারে প্রবৃত্তি হইবে, যাহার ফলে আগামী জন্মে আমাকে পশুযোনি অবশ্যই প্রাপ্ত হইতে হইবে। হায়! যৌবনের

মদে উন্মত্ত হইয়া শাস্ত্রোপদেশের অবমাননা করত আমি কতই প্রমাদ করিয়াছি, পাপপুণ্যের বিচার না করিয়া কত নরহত্যা করিয়াছি, এই সকল হত্যাপাপের ফলে আমাকে নানারোগাক্রান্ত এবং অল্পায়ু হইতে হইবে। যাহাদিগকে গত জন্মে হত্যা করিয়াছি তাহারা কৃতান্তের মত এই জন্মে আমাকেও যন্ত্রণা দিয়া বধ করিবে। কামোন্মাদে কতই ভ্রূণহত্যা, শিশুহত্যা করিয়াছি এজন্য গর্ভের মধ্যেই অথবা গর্ভ হইতে নিক্রান্ত হওয়া মাত্র আমার প্রাণ যাইবে। আমার পতিব্রতা স্ত্রীর অবমাননা করিয়া পরস্ত্রীতে আসক্ত হইয়াছি, এই পাপে আমি দাম্পত্য প্রেম চ্যুত হইয়া অনেক কষ্ট পাইব, আমার সংসার শ্মশান হইবে, স্ত্রী পিশাচিনীর মত ঐ শ্মশানে আমাকে দুঃখ দিয়া নৃত্য করিবে। লক্ষ লক্ষ টাকা আমার নিকট থাকিলেও সৎকার্য্যে ও সৎপাত্রে ব্যয় করি নাই, বুভুক্ষুকে অন্ন দিই নাই, পিপাসার্ত্তকে জল দিই নাই, দরিদ্রের করুণ রোদন আমার পাষাণ হৃদয়কে বিগলিত করিতে সমর্থ হয় নাই, আমি সমস্ত সম্পত্তি ব্যভিচার, ব্যসন ও মদ্যপানে নষ্ট করিয়াছি, এই সকল কুকর্ম্মের ফলে এজন্মে আমার ভিখারীর ঘরে উৎপন্ন হইয়া হা অন্ন, হা অন্ন, করিয়া দুর্ভিক্ষের করাল কবলে কবলিত হইতে হইবে। শরীর থাকিতে এ সকল বিষয়ে আমার জ্ঞান ছিল না। এখন নিজের চক্ষের সমক্ষে সমস্ত ঘটনা সত্যরূপে প্রতিভাত হইতেছে।" এইরূপে গর্ভস্থ জীব পূর্ব্ব কর্ম্ম স্মরণ করত অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে থাকে এবং নিরুপায় হইয়া দীনশরণ মধুসূদনের চরণকমলে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করে। যথা ভাগবতে—

নাথমান ঋষির্ভীতঃ সপ্তবধ্রিঃ কৃতাঞ্জলিঃ।
স্তবীত তং বিক্লবয়া বাচা যেনোদরেঽর্পিতঃ॥

গর্ভদুঃখসন্তপ্ত, পুনর্গর্ভবাসভীত, সপ্তধাতুরূপ সপ্তবন্ধনবদ্ধ জীব কৃতাঞ্জলি হইয়া যিনি তাহাকে গর্ভবাসদুঃখ দিয়াছেন সেই ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে, যথা গর্ভোপনিষদে—

পূর্ব্বযোনিসহস্রাণি দৃষ্টা চৈব ততো ময়া।
আহারা বিবিধা ভুক্তাঃ পীতা নানাবিধাঃ স্তনাঃ॥
জাতশ্চৈব মৃতশ্চৈব জন্ম চৈব পুনঃ পুনঃ।
যন্ময়া পরিজনস্যার্থে কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্॥
একাকী তেন দহ্যেঽহং গতাস্তে ফলভোগিনঃ।
অহো দুঃখোদধৌ মগ্ন ন পশ্যামি প্রতিক্রিয়াম্॥

যদি যোন্যাঃ প্রমুচ্যেঽহং তং প্রপদ্যে মহেশ্বরম্।
অশুভক্ষয়কর্ত্তারং ফলমুক্তিপ্রদায়কম্॥
যদি যোন্যাঃ প্রমুচ্যেঽহং তং প্রপদ্যে নারায়ণম্।
অশুভক্ষয়কর্ত্তারং ফলমুক্তিপ্রদায়কম্॥
যদি যোন্যাঃ প্রমুচ্যেঽহং তৎ সাংখ্যযোগমভ্যসে।
অশুভক্ষয়কর্ত্তারং ফলমুক্তিপ্রদায়কম্॥
যদি যোন্যাঃ প্রমুচ্যেঽহং ধ্যায়ে ব্রহ্ম সনাতনম্॥

আমার ইতিপূর্ব্বে সহস্র সহস্র জন্ম হইয়াছে, কতপ্রকার আহার এবং কত মাতার স্তনপান করিয়াছি। কতবার জন্মিয়াছি, মরিয়াছি, আবার জন্মগ্রহণ করিয়াছি। যে সকল পরিজনের জন্য শুভাশুভের অনুষ্ঠান করিয়াছি, তাহারা কেহই আমার সঙ্গে আসে নাই, সকল কর্ম্মের ভার আমার উপরেই পড়িয়াছে। আমি একাকীই কর্ম্মফলে দুঃখানলে দগ্ধ হইতেছি। অহো! আমার দুঃখসাগরের অন্ত নাই, উদ্ধারের কোন উপায়ও দেখিতেছি না। হে মহেশ্বর! এবার গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে আর তোমাকে ভুলিব না, তোমারই রাতুল চরণের শরণ লইয়া দুরিতক্ষয় ও মোক্ষোদয়ের জন্য যত্ন করিব। হে নারায়ণ! এবার আমায় গর্ভদুঃখ হইতে ত্রাণ কর। তাহা হইলে আর বিষয়মদে মত্ত হইয়া তোমায় ভুলিব না। তোমারই চরণ সরোরুহে মনোভৃঙ্গকে নিশিদিন নিমগ্ন রাখিব। তুমিই আমার অশুভক্ষয়পূর্ব্বক মুক্তিফল দান করিবে। এবার গর্ভক্লেশমুক্ত হইয়া অবশ্যই ব্রহ্মধ্যান এবং জ্ঞান যোগের আশ্রয় গ্রহণ করিব। ইহাতে পাপনাশ এবং নিঃশ্রেয়স পদের উদয় হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতে গর্ভস্থ জীবের দুঃখ ও প্রার্থনা সম্বন্ধে বিশেষ বর্ণন আছে যথা—

তস্যোপসন্নমবিতুং জগদিচ্ছয়াত্ত-
নানাতনোর্ভুবি চলচ্চরণারবিন্দম্।
সোঽহং ব্রজামি শরণং হ্যকুতোভয়ং মে
যেনেদৃশী গতিরদর্শ্যসতোঽনুরূপা॥
দেহ্যন্যদেহবিবরে জঠরাগ্নিনাসৃগ্-
বিন্মূত্রকূপপতিতো ভৃশতপ্তদেহঃ।
ইচ্ছন্নিতো বিবসিতুং গণয়ন্ স্বমাসান্
নির্ব্বাস্যতে কৃপণধীর্ভগবন্ কদা নু॥

তস্মাদহং বিগতবিক্লব উদ্ধরিষ্যে-
আত্মানমাশু তমসঃ সুহৃদাত্মনৈব।
ভূয়ো যথা ব্যসনমেতদনেকরন্ধ্রং
মা মে ভবিষ্যদুপসাদিতবিষ্ণুপাদঃ॥

হে ভগবন্! নিরাশ্রয় ভোগমুগ্ধ জগজ্জনের প্রতি কৃপা করিয়া তাহাদের উদ্ধারের নিমিত্ত যুগে যুগে তুমি অবতার ধারণ করিয়া থাক। আমি নিজের মন্দকর্ম্মের ফলে দুঃসহ গর্ভবাসদুঃখে মগ্ন হইয়া অনন্তশরণ তোমার শরণ লইতেছি; আমায় উদ্ধার কর। রক্তবিষ্ঠামূত্রপরিপূর্ণ এই গর্ভগর্ত্তে নিপতিত হইয়া কবে এই দুঃখের আগার হইতে নিস্তার লাভ করিতে পারি সেই আশায় দিন গণিতেছি। এবার এই কারাগার হইতে মুক্ত হইতে পারিলে আর সংসারজালে বদ্ধ হইব না, আত্মার দ্বারা অবশ্যই আত্মার উদ্ধার করিব এবং ব্রহ্মপদলাভ করিয়া জননমরণ চক্র হইতে নিস্তারলাভ করিব। এইরূপে প্রার্থনা করিতে করিতে যখন দশমাস পূর্ণ হয়, তখনই জীব গর্ত্ত হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পড়ে, যথা ভাগবতে—

এবং কৃতমতির্গর্ভে দশমাস্যঃ স্তুবন্নৃষিঃ।
সদ্যঃ ক্ষিপত্যবাচীনং প্রসূত্যৈ সূতিমারুতঃ॥
তেনাবসৃষ্টঃ সহসা কৃত্বা বাক্‌শির আতুরঃ।
বিনিষ্ক্রামতি কৃচ্ছ্রেণ নিরুচ্ছ্বাসো হতস্মৃতিঃ॥
পতিতো ভুব্যসৃঙ্‌মিশ্রো বিষ্ঠাভূরিব চেষ্টতে।
রোরূয়তি গতে জ্ঞানে বিপরীতাং গতিং গতঃ॥

এইরূপে প্রসবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গর্ভে থাকিয়া শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে করিতে একদিন হঠাৎ প্রসব বায়ু প্রবল হইয়া গর্ভস্থ শিশুকে চালিত করত ঊর্দ্ধপদ নিম্নমুখ করিয়া দেয় এবং ঐ বায়ুর পীড়নে শিশু ঐ প্রকারেই ঊর্দ্ধপদ নিম্নমুখে গর্ত্ত হইতে বহির্গত হয়। সে সময় যোনিযন্ত্রের দ্বারা অত্যন্ত নিষ্পেষিত হইয়া ভীষণ ক্লেশের সহিত তাহাকে বাহির হইতে হয়। এই ক্লেশে সে হতস্মৃতি হইয়া যায়। রক্তাক্ত কলেবর জীব ভূমিতে পতিত হইয়া বিষ্ঠাকৃমির মত নড়িতে থাকে এবং গর্ভের সমস্ত জ্ঞান বিস্মৃত হইয়া এইপ্রকার বিপরীত গতি প্রাপ্ত হওয়ার দরুণ বিকলান্তঃকরণ হইয়া রোদন করিতে থাকে। যথা গর্ভোপনিষদে—

অথ যোনিদ্বারং সম্প্রাপ্তো যন্ত্রেণাপীড্যমানো মহতা দুঃখেন জাতমাত্রস্তু বৈষ্ণবেন বায়ুনা সংস্পৃষ্টস্তদা ন স্মরতি জন্মমরণানি ন চ কর্ম্ম শুভাশুভং বিন্দতি।

প্রসববায়ু দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া যোনিদ্বারে আসামাত্র যোনিযন্ত্রের দ্বারা অত্যন্ত পীড়নের সহিত ভূমিষ্ঠ হইয়াই জীব বৈষ্ণবী মায়াদ্বারা সংস্পৃষ্ট হয় এবং তাহাতেই জীবের গর্ভের সমস্ত স্মৃতি নষ্ট হয় এবং পূর্ব্ব জন্মের ও ভবিষ্যৎ কালের সমস্ত বিষয় বিস্মৃতির অতল জলে ডুবিয়া যায়। সংসারে প্রায়ই দেখা যায় যে কঠিন রোগ বা অন্যপ্রকারে কঠিন ক্লেশ প্রাপ্ত হইলে মনুষ্য অতীত ঘটনা ভুলিয়া গিয়া থাকে এবং আগামী নবীন নবীন ঘটনাবলীর নবীন সংস্কার যতই চিত্তের উপরিদেশকে আচ্ছন্ন করে ততই অতীত ঘটনাসমূহ অন্তঃকরণের গভীর তলদেশে প্রচ্ছন্ন হইয়া যায়। ঠিক এই কারণে গর্ভাশয় হইতে নির্গত হইবার কালীন দারুণ দুঃখ এবং নবীন দৃশ্যজগতের নবীন বস্তু প্রাপ্ত হইয়া জীব গর্ভের সব কথা ভুলিয়া যায়। যে মোহিনী বৈষ্ণবী মায়া নিখিলবিশ্বকে বিমোহিত করিয়া রাখিয়াছে তাহার তমোময় আবরণ গর্ভচ্যুত হইবামাত্র জীবের অন্তঃকরণকে আবৃত করে এবং তাহাতেই জীব পূর্ব্বজন্মের, গর্ভবাসের এবং ভবিষ্যতের কোন বিষয়ই স্মরণ করিতে পারে না। কেবল যে সকল ধীর যোগী প্রসবকালীন সন্ধির সময় ধৈর্য্যের সহিত প্রসব যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারেন, উহাতে অভিভূত হইয়া পড়েন না এবং যাঁহাদের উপর বৈষ্ণবী মায়ার বিশেষ প্রভাব নাই, তাঁহারাই গর্ভের কথা ও জন্মজন্মান্তরের কথা মনে রাখিতে পারেন। এই সকল যোগীকে 'জাতিস্মর' বলে। এইপ্রকার মহাপুরুষ ভিন্ন সকলকেই মহামায়ার মোহে আচ্ছন্ন হইতে হয়। জীব এইরূপে মোহাচ্ছন্ন হইয়া সব ভুলিয়া আবার মনে করে যে সে নূতনই সংসারে আসিয়াছে, সবই তাহার পক্ষে নূতন বস্তু, সবই তাহার ভোগের জন্য নূতন রূপে সজ্জিত হইয়াছে। এরূপ মনে করিয়া আবার সে নবরাগে চিত্তক্ষেত্রকে রঞ্জিত করে, আবার স্ত্রীপুত্রাদির নবীন প্রেমে উন্মত্ত হইয়া ঘোর বিষয়সেবীর মত আচরণ করিতে আরম্ভ করে। ইহাই মহামায়ার অতীব গহন লীলা।

উপসংহার।

অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীব অবিদ্যার প্রভাবে সুখদুঃখময় এই আবাগমন চক্রে ক্রমাগত ঘুরিতে থাকে। কখনও স্বর্গে, কখনও নরকে, কখনও প্রেতযোনিতে ভ্রমণ করিয়া আবার মৃত্যুলোকে আসিয়া উপস্থিত হয়। কখন অসুর হইয়া আবার পতন হয় এবং কখন দেবতা হইয়া আবার পতন হয়। তথাপি জীবের মোহনিদ্রা ভঙ্গ হয় না। ভূর্লোক চতুর্দ্দশ ভুবনের এক চতুর্দ্দশাংশ এবং এই মৃত্যুলোক তাহারও এক চতুর্থাংশ।

পরলোক রহস্য বুঝিতে হইলে প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের গঠন প্রণালী বুঝা একান্ত আবশ্যক। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ড চতুর্দ্দশ ভুবনে বিভক্ত। ঐ চতুর্দ্দশ ভুবনের মধ্যে সাতটি ঊর্দ্ধলোক এবং সাতটি অধোলোক। অধোলোকসমূহের নাম যথা—অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল। এই সাতটি অধোলোকে অসুরদের বাস। অসুরগণ তামসিক। তাই এই সাতটি অসুর লোকে রাজানুশাসনের একান্ত আবশ্যক হওয়ায় অসুর রাজের রাজধানী সপ্তমলোক অর্থাৎ পাতাল লোকে।

সাতটি ঊর্দ্ধলোকের নাম ভূলোক, ভুবলোক, স্বর্গলোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক এবং সত্যলোক। এই সাতটি ঊর্দ্ধলোকে দেবতাদের বাস। সপ্ত ঊর্দ্ধলোকের মধ্যে সকলগুলিতেই উত্তরোত্তর সত্বগুণের আধিক্য হওয়ায় কেবল তৃতীয় লোক অর্থাৎ স্বর্গলোক পর্য্যন্ত রাজানুশাসনের আবশ্যকতা থাকায় দেবরাজের রাজধানী স্বর্গোলোকে অবস্থিত। শাস্ত্রে এরূপ বর্ণনা আছে যে, ব্রহ্মার নিদ্রাবস্থায় প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের অধঃ সাতটি লোক এবং ঊর্দ্ধ তিনটি লোক অর্থাৎ স্বর্লোক পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়। অর্থাৎ দশটি লোক নষ্ট হয়। বিষ্ণুর নিদ্রার সময় ঊর্দ্ধ চতুর্থলোক পর্য্যন্ত অর্থাৎ এগারটি লোক নষ্ট হইয়া যায়। রুদ্রের নিদ্রার সময় ঊর্দ্ধ পঞ্চম লোক পর্য্যন্ত অর্থাৎ বারটি লোক নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু সত্বগুণে পূর্ণ তপোলোকরূপী উপাসনালোক এবং জ্ঞানময় সত্যলোক ব্রহ্মাণ্ডের নৈমিত্তিক প্রলয়াবস্থাতেও লয় হয় না। উহারা কেবল ব্রহ্মাণ্ডের মহাপ্রলয়াবস্থাকালীন লয়ের সহিতই লীন হইয়া থাকে।

এই চতুর্দ্দশ ভুবনের মধ্যে ভূলোক আবার চারিভাগে বিভক্ত। এই চারিভাগের নাম যথা—মৃত্যুলোক, প্রেতলোক, নরকলোক এবং পিতৃলোক। এই চারিটি লোকের মধ্যে পিতৃলোক সুখপূর্ণ, নরক লোক ও প্রেতলোক দুঃখপূর্ণ এবং মৃত্যুলোক কর্ম্মের কেন্দ্রস্থল।

তথাপি জীব অহঙ্কারে আচ্ছন্ন হইয়া ভগবানকেও উপেক্ষা করে। ইহাই জগতে আশ্চর্য্যের কারণ। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ছদ্মবেশী ধর্ম্মের প্রশ্নের উত্তরে এই আশ্চর্য্য বার্ত্তাই বলিয়াছিলেন।

যথা মহাভারতে—

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষা জীবিতুমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্ ॥

অস্মিন্ মহামোহময়ে কটাহে
সূর্য্যাগ্নিনা রাত্রিদিবেন্ধনেন।
মাসর্ত্তু দর্বী পরিঘট্টনেন
ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্ত্তা॥

প্রতিদিন শত শত ব্যক্তি যমালয়ে যাইতেছে, ইহা দেখিয়াও অবশিষ্ট লোকে চিরজীবন লাভের ইচ্ছা করিয়া থাকে, এতদপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি আছে? মহামোহময় এই ব্রহ্মাণ্ড কটাহে সমস্ত জীবকে ফেলিয়া কাল নিত্য উহাদিগকে পাক করিয়া থাকে। ইহাতে সূর্য্যই পাকাগ্নি স্বরূপ, দিবা ও রাত্রি ইন্ধনস্বরূপ এবং মাস ও ঋতু পাকদণ্ডস্বরূপ। অঘটন-ঘটনাপটীয়সী মহামায়ার চক্রে ঘটিযন্ত্রের মত জীব অনাদিকাল হইতে এইরূপে লক্ষ লক্ষ জন্ম-জন্মান্তর প্রাপ্ত হইতেছে। বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, শান্তি নাই, নিবৃত্তি নাই, অনন্তসিন্ধুবাহিনী স্রোতস্বতীর মত জীবনিবহের গতি অনন্তের দিকে অবিরাম চলিয়াছে। শেষ কোথায়, শান্তি কোথায় তাহার প্রকৃত পথ দেখাইবার জন্য করুণাময় ভগবান্ নিজমুখে গীতায় বলিয়াছেন—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥

অন্তর্য্যামী ভগবান্ সকল জীবের হৃদয়ে বিরাজমান থাকিয়া মায়ার সহায়তায় যন্ত্রারূঢ়ের মত সকলকে ঘূর্ণিত করিতেছেন। এজন্য সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই শরণ গ্রহণ করা উচিত। তাঁহারই প্রসাদে পরম শান্তিময় এবং নিত্যানন্দময় শাশ্বত ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি আরও বলিয়াছেন—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

আমার ত্রিগুণময়ী দৈবীমায়া হইতে নিস্তার পাওয়া বড়ই কঠিন। কেবল যে আমার শরণ লয় সেই মায়ার পাশ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। মায়াই অনন্তরূপে সংসার নাট্যের অভিনয় করিতেছেন। আমরা এই অভিনয়ের ক্রীড়াপুত্তলি সাজিয়া আছি। এই ভাবেই বিভোর হইয়া অনেক ভক্ত গাহিয়াছেন—

আনীতা নটবন্ময়া তব পুরঃ শ্রীকৃষ্ণ যা ভূমিকা,
ব্যোমাকাশখখাম্বরাব্ধিবসবস্তৎপ্রীতয়েঽদ্যাবধি।
প্রীতো যদ্যসি তাঃ সমীক্ষ্য ভগবন্! মদ্বাঞ্ছিতং দেহি মে,
নো চেদ্ ব্রূহি কদাপি মানয় পুনর্মামীদৃশীং ভূমিকাম্॥

হে ভগবন্! নট যেমন দর্শকগণের তৃপ্তি বিধানের জন্য কত সাজে সাজিয়া সেইরূপ সংসার রঙ্গমঞ্চে তোমার নিকট আজ পর্য্যন্ত আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী আদির কত দৃশ্যই দেখাইয়াছি। যদি তুমি ঐ [illegible] লক্ষাতিলক্ষ যোনির দৃশ্যাবলী দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া থাকে তবে আমাকে পুরস্কার দেওয়া উচিত। আমি মোক্ষরূপী পুরস্কারই চাই। আর যদি আমার দৃশ্যে তোমার আনন্দ না হইয়া থাকে, তবে আজ্ঞা দাও আর কখনও যেন তোমার সম্মুখে এরূপ দৃশ্য দেখাইতে না হয়। তাহা হইলেও আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। এইরূপে উভয়ভাবেই ভক্ত দীনশরণ ভগবানের নিকট দুর্লভ মুক্তিপদ প্রার্থনা করিতেছেন। আসুন পাঠক! জন্মান্তর তত্ত্ব অবগত হইয়া আমরাও করুণাবরুণালয় শ্রীভগবানের চরণকমলে মুক্তি পদেরই ভিক্ষালাভ করি। তাহা হইলে জনমমরণের অমোঘ চক্র নিবারিত হইবে, দুঃখের দাবদাহ অমৃতসিঞ্চনে চিরকালের জন্য নির্ব্বাপিত হইবে এবং তাঁহার অমিয়মাখা মধুর হরিনাম প্রাণ গাহিতে গাহিতে তাঁহারই অনন্তানন্দময় অনন্তধামে অনন্তকালের জন্য যাত্রা করিতে পারিব

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শ্রীবঙ্গধর্ম্মমণ্ডল শাস্ত্র প্রকাশ গ্রন্থমালা।

১। **মন্ত্রযোগ সংহিতা** (সংস্কৃত, বঙ্গানুবাদ সহ)—এই পুস্তকে মন্ত্রযোগ-লক্ষণ, দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা, সদ্‌গুরু-লক্ষণ, দীক্ষাবিবরণ, মন্ত্রসিদ্ধির উপায়, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি সাধনার অতিগুহ্য রহস্যপূর্ণ ৮০ আশিটী বিষয় বর্ণিত আছে। সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি মাত্রেরই ইহার একখানি পুস্তক ধর্ম্মপথের সহায়করূপে সঙ্গে রাখা কর্ত্তব্য। মূল্য ৸৹ বার আনা।

২। **জাতীয়-মহাযজ্ঞ-সাধন**—ইহাতে চিরগৌরবান্বিত আর্য্য-জাতীর এই অভাবনীয় অবস্থা কিরূপে হইল, বর্ত্তমান সময়ে আর্য্য-জাতির মধ্যে কি কি ব্যাধি প্রবিষ্ট হইয়াছে, কোন্ কোন্ ঔষধ প্রয়োগ ও সুপথ্য সেবন করিলে তাঁহারা আবার সেই প্রাচীন উজ্জ্বলময় অবস্থায় উন্নত হইতে পারিবেন ইত্যাদি বহুবিধ শিক্ষাপ্রদ ও সুন্দর দেশকালোপযোগী বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। দেশ ও সমাজের উন্নতিকামী ব্যক্তি মাত্রেরই ইহা পাঠ করা উচিত। মূল্য ৸৹ বার আনা।

৩। **দৈবীমীমাংসা দর্শন**—ইহা বৈদিক উপাসনাকাণ্ড সম্বন্ধীয় মীমাংসাদর্শন। ভক্তির সহজ, সরল ও সুন্দর সিদ্ধান্তসমূহ নিরপেক্ষভাবে বেদ, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ভক্তিই এই শাস্ত্রের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হইলেও সমস্ত সম্প্রদায়ের সহিত একটী সুন্দর সামঞ্জস্য আছে, ইহাই ইহার বিশেষত্ব। সুতরাং জ্ঞানপিপাসু, ভক্তিপিপাসু প্রত্যেকেরই ইহা পাঠ করা কর্ত্তব্য। ইহা খণ্ডাকারে প্রকাশিত হইতেছে। প্রথম খণ্ডের মূল্য ৷৷৹ আট আনা। দ্বিতীয় খণ্ড যন্ত্রস্থ।

৪। **গুরুগীতা** (সংস্কৃত, বঙ্গানুবাদ সহ)—ইহাতে গুরু-শিষ্য-লক্ষণ, মন্ত্র, হঠ, লয় ও রাজযোগের লক্ষণ, গুরু-মাহাত্ম্য, শিষ্যের কর্ত্তব্য, গুরুশব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য ও পরম তত্ত্বের স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে। মূল্য ।৹ চারি আনা।

৫। **তত্ত্ববোধ** (সংস্কৃত, বঙ্গানুবাদ সহ)—ইহাতে সংক্ষেপে বেদান্তের সারতত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছে। মূল্য ।৹ আনা।

৬। **সদাচার সোপান**—বালকদিগের নীতি শিক্ষা বিষয়ক উপাদেয় পুস্তক। মূল্য ৴৹ এক আনা।

৭। **কন্যাশিক্ষা সোপান**—বালিকাদিগের নীতি শিক্ষা বিষয়ক উপাদেয় পুস্তক। মূল্য /০ এক আনা।

৮। **সাধন সোপান**—এই পুস্তকে সাধকের প্রথম অবস্থায় পালনীয় কতকগুলি কর্ত্তব্য বিশদরূপে লিখিত হইয়াছে। মূল্য ৵০।

শ্রীমৎ স্বামী দয়ানন্দ প্রণীত গ্রন্থাবলী।

১। **পুরাণতত্ত্ব**—ইহাতে পুরাণসম্বন্ধীয় বিবিধ বিরুদ্ধ মতবাদের বৈজ্ঞানিক রহস্যপূর্ণ অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য, রাসলীলা, কৃষ্ণচরিত্র প্রভৃতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ের গভীর তত্ত্ব অতি সরলভাবে বিশদীকৃত করা হইয়াছে। পুরাণ সম্বন্ধে আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যে সমস্ত সন্দেহ উপস্থিত হয়—স্বামীজী মহারাজ তাঁহার অপূর্ব্ব বর্ণনা শক্তির সাহায্যে উদার ও নিরপেক্ষ ভাবে সেই সমস্ত সন্দেহের নিরাকরণ করিয়া সমগ্র হিন্দুজাতির অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস এই পুস্তক পাঠ করিলে প্রত্যেক হিন্দু সন্তানের হৃদয়মন্দির পুরাণের অপূর্ব্ব পুণ্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইবে। মূল্য ৸৵০ আনা।

২। **ধর্ম্ম**—ইহাতে ধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক নিগূঢ়তত্ত্ব, দান-ধর্ম্ম ও তপোধর্ম্মের সময়োচিত ব্যবস্থা, শাস্ত্রীয় যুক্তি ও প্রমাণানুসারে সনাতন ধর্ম্মের নিত্যতা, সত্যতা, সার্ব্বভৌমিকত্ব, নির্ব্বিবাদকত্ব প্রভৃতি বিবিধ প্রয়োজনীয় বিষয় সমালোচিত হইয়াছে। মূল্য ।৵০ আনা।

৩। **সাধনতত্ত্ব**—ইহাতে মূর্ত্তিপূজার বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত, দুর্গাদি প্রতিমার রূপের ব্যাখ্যা এবং মন্ত্রশাস্ত্র অনুসারে সাধনার সহজ সুগমোপায় দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা করিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। মূল্য ৸০ আনা।

৪। **জন্মান্তরতত্ত্ব**—মানুষ মরিয়া কি হয়। এই রহস্যপূর্ণ কৌতুহলোদ্দীপক বিষয় শাস্ত্র, যুক্তি ও বিজ্ঞানানুসারে বর্ণিত হইয়াছে। মূল্য ॥৵০।

৫। **সদাচার শিক্ষা**—কোমলমতি বালকগণের ধর্ম্মশিক্ষার উপযোগিরূপে এই গ্রন্থ অতি সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। মূল্য ।৵০ আনা।

৬। আর্য্যজাতি—ইহাতে আর্য্যজাতির লক্ষণ, আদি নিবাসস্থান নির্ণয়, হিন্দুশব্দের শ্রেষ্ঠতা, আর্য্যের সর্ব্বাঙ্গীণ পূর্ণতা, অনার্য্য হইতে বিশেষত্ব প্রভৃতি বিষয় সমালোচিত হইয়াছে। মূল্য ৸৹ বার আনা॥

৭। নারীধর্ম্ম—ইহাতে নারীধর্ম্ম-বিজ্ঞান, পুরুষ-ধর্ম্ম হইতে উহার বিশেষত্ব, পাতিব্রত্যের চতুর্ব্বিধ স্বরূপ, স্ত্রীশিক্ষা, বিবাহকাল নিরূপণ, লজ্জা-শীলতা ও অবগুণ্ঠন প্রথার সহিত পাতিব্রত্যের সম্বন্ধ এবং বিধবা-বিবাহ নিরসন প্রভৃতি নারীধর্ম্ম সম্বন্ধীয় যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। মূল্য ১৲ টাকা।।

এতদতিরিক্ত প্রায় ৬০ খানি যুক্তিপ্রমাণসম্বলিত উপদেশপূর্ণ শাস্ত্রীয় গ্রন্থরত্ন ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে। যাঁহারা শ্রীবঙ্গধর্ম্মমণ্ডলের মেম্বর হইবেন তাঁহারা সাধারণ অপেক্ষা অল্পমূল্যে পাইবেন।

শ্রীমৎস্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী প্রণীত—

সাধন বিষয়ক গ্রন্থাবলী।

১।	সাধন প্রদীপ	... ...	মূল্য ৸৹ আনা।
২।	গুরুপ্রদীপ	... ...	মূল্য ।৹ আনা।
৩।	জ্ঞানপ্রদীপ	... ১ম ভাগ ...	মূল্য ।৹ আনা।
৪।	ঐ	২য় ভাগ	(যন্ত্রস্থ)
৫।	ঠাকুর সদানন্দ (মহাত্মার জীবন চরিত)	...	মূল্য ॥৹ আনা।
৬।	সচিত্র কাশীধাম	... ...	মূল্য ।৹ আনা।
৭।	সন্ধ্যারহস্য	... ...	মূল্য ।৵৹ আনা।

সাধনার অতি দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব গুরুর নিকট ভিন্ন যাহা জানিবার উপায় নাই তাহারও অনেক আভাস এই সমস্ত গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীগোপালচন্দ্র বেদান্তশাস্ত্রী,

অধ্যক্ষ—শাস্ত্রপ্রকাশ কার্য্যালয়,

শ্রীবঙ্গধর্ম্মমণ্ডল, ৯২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

ভক্তগণের অপূর্ব্ব রত্ন।

আমরা বহু ভক্ত ও শিষ্যের সাতিশয় অনুরোধে ও আগ্রহে শ্রীমৎ কেশবানন্দ, জ্ঞানানন্দ, সচ্চিদানন্দ, দয়ানন্দ ও বিবেকানন্দ স্বামী মহারাজদিগের মুল ফটো চিত্র সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত রাখি। এই সমস্ত চিত্র বহু চেষ্টা ও সাধনায় আমরাই সাধারণের সমক্ষে প্রকাশিত করিবার অনুমতি পাইয়াছি। প্রত্যেকখানি ফটোর মূল্য ডাক মাশুল সমেত ১।৹ দেড় টাকা। ইহা ছাড়া উপরোক্ত যে কোন চিত্র এনলার্জ করিয়া সুন্দর ভাবে অয়েল কলারে চিত্রিত করিয়া দেওয়া হয়। ঐরূপ চিত্রের ১২ × ১০ সাইজের মূল্য ২০৲ টাকা ও ১৫ × ১২ মূল্য ২৫৲ টাকা।

অন্যান্য মহাত্মাগণের চিত্রের জন্য পত্র লিখিয়া জানুন।

প্রাপ্তিস্থান—

ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল।

৯২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

The World's Eternal Religion.

A unique work on Hinduism in one volume containing 24 chapters with tricolour illustrations, glossary etc. No work has hitherto appeared in English that gives in a suggestive manner the real exposition of the Hindu religion in all its phases. This book has perfectly supplied this long-felt want.

The followers of all religions in the world will profit by the light the work is intended to give. Price cloth bound Superior Edition Rs. 5. Ordinary Edition Rs. 3, postage extra. Apply to the Manager, Book Depot, Mahamandal Buildings, Jagatganj, Benares Cant.

Cover Printed by
The Indian Art School, Calcutta